উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

‘পিঠে ছুরি মেরেছেন ট্রাম্প’, ক্ষুব্ধ ইরানি বিক্ষোভকারীরা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ২৭° / সর্বনিম্ন ১৩°	সর্বোচ্চ ২৭° / সর্বনিম্ন ১২°	সর্বোচ্চ ২৭° / সর্বনিম্ন ১২°	সর্বোচ্চ ২৭° / সর্বনিম্ন ১২°

গ্রিনল্যান্ডে প্রতিবাদের ঝড় ৭

বাইরন, বাপিকে শুনানিতে ডাক

কড়া নিন্দা অভিষেকের ৫

৫ মাঘ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 January 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 241

বাগডোগরার বিমানে বোমাতঙ্ক, জরুরি অবতরণ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার সকাল ৭টা ৪৬ মিনিট নাগাদ ২২৩ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইন্ডিগোর ৬৬৫০ উড়ান রওনা দিয়েছিল বাগডোগরার উদ্দেশে। কিন্তু, মাঝ আকাশে আচমকা বিপদের আশঙ্কা তৈরি হতেই জরুরি অবতরণ করানো হয় বিমানটিকে।

ওই উড়ানে বোমা রয়েছে বলে সন্দেহ করলেও, যাত্রীদের কিছু জানানো হয়নি। প্রযুক্তিগত ত্রুটির অজুহাতে লখনউ বিমানবন্দরে তাঁদের নামিয়ে পুরো বিমানে তল্লাশি চালানো হয়। যদিও শেষপর্যন্ত কিছুই মেলেনি। বিকেল ৪টা ৩৭ মিনিটে যাত্রীদের নিয়ে লখনউ ছাড়ে ইন্ডিগো ৬৬৫০। বাগডোগরায় নামে ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ।

- ২২৩ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছাড়ে ইন্ডিগোর বিমান
- এক ক্রু শৌচাগারে ঢুকে দেখেন, টিস্যু পেপারে লেখা ‘বম্ব অন বোর্ড’
- তিনি চালককে জানান, যোগাযোগ করা হয় এটিসি’র সঙ্গে
- লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানোর পর তল্লাশি চালিয়েও কিছু পাওয়া যায়নি

বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিমের বক্তব্য, ‘দিল্লি-বাগডোগরা ইন্ডিগোর বিমানে বোমা রয়েছে বলে একটি বার্তা পেয়েই লখনউতে জরুরি অবতরণ করতে বলা হয়েছিল। তবে, কোনও বোমা পাওয়া যায়নি। বিমানটি লখনউ থেকে বাগডোগরায় এসে ফের এখান থেকে যাত্রীদের নিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে।’

কীভাবে বোমাতঙ্ক ছড়াল? যাত্রীদের নিয়ে বিমানটি ওড়ার খানিকক্ষণ বাদে এক ক্রু শৌচাগারে ঢুকে দেখেন, একটি টিস্যু পেপারে লেখা ‘বম্ব অন বোর্ড’। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি চালককে জানান। যোগাযোগ করা হয় এটিসি’র সঙ্গে। এটিসি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কাছাকাছি কোনও বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করতে হবে। সেইমতো লখনউ বিমানবন্দরে নামে ইন্ডিগোর বিমানটি।

খবর পাওয়ামাত্র বাগডোগরাতেও তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ২৩ ও ২৬ জানুয়ারির কথা মাথায় রেখে দেশের প্রত্যেকটি

এরপর দশের পাতায়

রনজি দলে তুফানগঞ্জের শুভম

কোচবিহার জেলায় জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর ও শিবশংকর পালের পর অনন্ত সাহা রনজি দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে শুভম এই কৃতিত্ব অর্জন করে নজর কাড়লেন।

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট তারকা মহম্মদ সামির সঙ্গে তুফানগঞ্জের ক্রিকেটার শুভম সরকারকেও হয়তো এবারে বাংলা দলের হয়ে বোলিং স্পেল ওপেন করতে দেখা যেতে পারে। শুভম এবারে রনজি ট্রফির বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ায় সেই সম্ভাবনাই উজ্জ্বল হয়েছে। আগামী ২২ জানুয়ারি কল্যাণীতে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে বাংলা দল প্রথম এলিট ম্যাচ খেলবে। শনিবার সিএবি-র ওয়েবসাইটে অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বে বাংলা দলের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়। ১৯ জনের স্কোয়াডেই তুফানগঞ্জের অলরাউন্ডার শুভম নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। কোচবিহার জেলায় জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর ও শিবশংকর পালের পর অনন্ত সাহা রনজি দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে শুভম এবার এই বিরল কৃতিত্ব অর্জন করে জেলাকে গৌরবান্বিত করলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় বলতে, এই তালিকায় শিবশংকর থেকে শুভম পর্যন্ত শেষ তিনজনই তুফানগঞ্জ মহকুমার। ২৮ বছর বয়সি এই তুখোড় অলরাউন্ডারের মাঠে নামার খবরে গোটা জেলার ক্রীড়া মহলে খুশির জোয়ার বইছে।

দলের সদস্যরা সোমবার কল্যাণীতে পৌঁছাবেন। কোচ

শুভম সরকার।

শিবশংকর পাল শুভমের সাফল্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেন, ‘শুভম আগে প্রাথমিক স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছিলেন। এবার চূড়ান্ত স্কোয়াডে থাকায় আমরা শুভমকে প্রথম একাদশে দেখার জন্য বিশেষ প্রতীক্ষায়।’ উচ্ছ্বসিত শুভমের কথায়, ‘এটি আমার জীবনের অত্যন্ত বড় একটি প্রাপ্তি। ২২ গজে পা রাখতে পারলে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।’

তুফানগঞ্জ শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্র সরণির বাসিন্দা শুভম স্থানীয় ময়দানেই বড় হয়েছেন। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে। বালিগঞ্জ, কালীঘাট, ভবানীপুর ও মোহনবাগান হয়ে বর্তমানে টাউন ক্লাবে দাপিয়ে খেলছেন। ২০১৮-’১৯ মরশুমে অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলা দলেও তিনি সাফল্যের সঙ্গে খেলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন। শিবশংকর পালের প্রায় দুই দশকেরও পর আবারও জেলার কেউ এই অনন্য সাফল্য অর্জন করায় সোশ্যাল মিডিয়ায় খুশির হাওয়া বইছে।

বাবা মনোরঞ্জন সরকারের স্মৃতিচারণ, ‘ও ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফিরে মাঠে খেলতে যেত। ছেলের প্রবল উৎসাহ দেখে আমি ওকে প্রশিক্ষক সমীর চক্রবর্তীর কাছে নিয়ে যাই। বড় ক্রিকেটার হবে বলে ও ১০ বছর বয়স থেকেই স্বপ্ন দেখত।’ মনোরঞ্জনের আশা, ‘ছেলেকে জাতীয় দল ও আইপিএল খেলতেও দেখতে চাই।’ প্রিয় শিষ্যের সেই স্বপ্ন নিশ্চই পূরণ হবে বলে তাঁর প্রথম কোচ সমীরেরও দৃঢ় বিশ্বাস।

সিতাইয়ে ধর্নায় বিএলও-রা। রবিবার।

৬৭ জন বিএলও’র গণ ইস্তফা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য ও অমৃতা দে

তুফানগঞ্জ ও সিতাই, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার তুফানগঞ্জ এবং সিতাইয়ে ইস্তফা দিলেন বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও)। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২৭ জন এবং সিতাইয়ে ইস্তফা দিয়েছেন ৪০ জন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন একের পর এক নতুন নির্দেশিকা জারি করায়, চরম চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত নোটিশ দিতে গিয়েও ভোটারদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁদের পক্ষে আর এসআইআর সংক্রান্ত কাজ করা সম্ভব নয়, এমনই বক্তব্য তাঁদের।

তুফানগঞ্জ-১ বিডিও সঞ্জয় ঘিসিং বলেন, ‘বিএলও-দের গণস্বাক্ষরিত ইস্তফাপত্র দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি মহকুমা শাসকের কাছে পাঠানো হয়েছে।’ তুফানগঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি জানান, সোমবার বিএলও-দের ডাকা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। সিতাইয়ের বিডিও অমিতকুমার মণ্ডল বলেন, ‘বিএলও-দের ইস্তফাপত্র মহকুমা শাসককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।’

নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট বিএলও’র সংখ্যা ৩৪। তাঁদের মধ্যে ২৭ জন রবিবার লিখিতভাবে ইস্তফাপত্র জমা দেন বিডিও তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) সঞ্জয় ঘিসিংয়ের কাছে। সোমবার থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজ আর করবেন না বলে তাঁরা ইস্তফাপত্রে উল্লেখ করেছেন। এদিন তুফানগঞ্জ-১ ব্লক প্রশাসনিক দপ্তরে চলছিল এসআইআর-এর লজিক্যাল

এরপর দশের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যেকোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
অ্যাক্সিডেন্ট হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বার্ন
24x7 Emergency
90 5171 5171

- কোনও সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ছাড়াই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে
- প্রায় প্রতিদিন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নতুন নতুন নির্দেশ জারি করা হচ্ছে
- নিত্য নতুন নির্দেশিকা জারি করায় তাঁদের চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে

বিরাটের লড়াই ব্যর্থ। কিউয়িদের কাছে সিরিজ হারল ভারত। সেঞ্চুরির পর কোহলি। রবিবার ইন্দোরে।

কোচবিহারের বর্জ্য জমবে মাঝেরডাবরি ভাগাড়ে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : কোচবিহার পুর এলাকার সংগৃহীত সব বর্জ্য এমাসের শেষের দিক থেকে আলিপুরদুয়ারের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হবে। রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (সুডা) এমনই নির্দেশ দিয়েছে। কোচবিহার পুরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ এনিয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কর্মী, আধিকারিকদের সঙ্গে শনিবার বৈঠকও করেন। বৈঠকে পুরসভার আধিকারিক ও কাউন্সিলাররাও উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, ‘কিছু চিঠি এসেছে। তবে আমি বাইরে থাকার কারণে চিঠিগুলি এখনও দেখা হয়নি। ফিরে সেগুলি দেখব।’ প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান, কোচবিহার পুরসভার সঙ্গে এই নিয়ে এখনও কোনও কথা হয়নি। ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। তাই এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।’ আলিপুরদুয়ারের ডাম্পিং গ্রাউন্ড শহর থেকে ৮-১০ কিলোমিটার দূরে মাঝেরডাবরি চা বাগান এলাকায় রয়েছে।

কোচবিহার পুরসভায় বৈঠকের পর আমিনা বলেন, ‘কোচবিহার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে খুব শীঘ্রই রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থার তরফে প্রসেসিং

এরপর দশের পাতায়

মোদির ভাষণে হতাশ সিঙ্গুর

শিল্প বার্তা নেই, শুধু অনুপ্রবেশের চড়া সুর

অরূপ দত্ত

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি : মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে অনুপ্রবেশ ঠেকানো ছিল ‘মোদির গ্যারান্টি।’ মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করতেও ‘মোদির গ্যারান্টি’ ছিল। ‘টাটার মাঠে’ প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিন্তু কোনও সিঙ্গুর-বার্তা পাওয়া গেল না। বিজেপি নেতারা কিন্তু ক’দিন ধরে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সিঙ্গুরকে। রাজ্যবাসীও মনে করেছিলেন, বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলকে পালটা দিতে সিঙ্গুরের জন্য বিশেষ কিছু নিয়ে আসবেন নরেন্দ্র মোদি।

বাস্তবে টাটার মাঠ পড়েই থাকল। আশ্বাস মিলল না দেশের প্রধানমন্ত্রী এলেও। অথচ সেই আশ্বাস আদায় করার জন্য মোদির উপস্থিতিতে বুধবার সিঙ্গুরের জনসভা মঞ্চে কম চেষ্টা ছিল না বিজেপি নেতাদের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে দেওয়ার পর সেদিন রতন টাটা বলেছিলেন, তিনি ব্যাড এমকে ছেড়ে গুড এম-এর কাছে যাচ্ছেন। সেই গুড এম হল সেদিনের গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।’

বিজেপির রাজ্য সভাপতি

জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গুরে রবিবার।

শমীক ভট্টাচার্যও তাঁর ভাষণে বলেন, ‘উন্নয়নের জন্য শিল্প দরকার। ভারী শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থানের খরা কাটবে না।’ কিন্তু কোথায় কী! মোদি চলে গেলেন সেই অনুপ্রবেশ ও তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির চর্বিতচর্বণে। নতুন কথা বলতে বাঙালি অস্মিতা উসকে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সৌজন্যে দুর্গাপুজো ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে বলে কৃতিত্ব দাবি এবং বাংলাকে ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে আত্মপ্রচার।

সভাস্থল সিঙ্গুর হলেও গতে বাঁধা ভাষণের বাইরে গেলেন না প্রধানমন্ত্রী। শুধু সিঙ্গুর নয়, রাজ্যবাসীর জন্য কোনও শিল্পবার্তা ছিল না মোদির ভাষণে। শুধু সাফাই দিলেন, আইনের শাসন না থাকায় রাজ্যে শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ হচ্ছে না। তাঁর কথায়, ‘বাংলায় বিজেপি সরকার এলে সিন্ডিকেট ট্যাক্স ও মাফিয়ারাজ নির্মূল করবে। এটা মোদির গ্যারান্টি। আইনের শাসন ফিরলে রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগ আসবে।’

তৃণমূলের দাবি, সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ফলেই কর্পোরেট জমি হাঙরদের হার মানতে হয়েছে। সিঙ্গুরে বিনিয়োগ আসেনি বলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে শাসকদল। উলটে বাঙালির বুদ্ধিমত্তাকে মোদি অপমান করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে। তৃণমূলের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই সিঙ্গুরে ১১.৩৫ একর জমিতে স্টেট অফ দ্য আর্ট ওয়ারহাউসের জন্য ৫০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন, পদ্ম বিধায়কে রুষ্ট

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে ফালাকাটা

সুভাষ বর্মন ও ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : ‘কী করতে এলাম রে ভাই, কিছুই তো নেই’- ক্যামেরা বাগিয়ে আক্ষেপ যায় না তরুণের। সঙ্গী বন্ধুকে বলছিলেন, ‘ছবি তোলার মতোও কিছু নেই।’ অথচ একসময় বেড়ানোর পাশাপাশি ছবি তোলার জন্য ভিড় হত জায়গাটায়। ছুটির দিন ভিড়ে পা ফেলার জো থাকত না কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে।

একেবারে কেউ যান না বললে ভুল হবে। শীতের সকালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পিকনিক এখনও হয়। কিন্তু না প্রকৃতির আকর্ষণ আছে, না পশুপাখি কিংবা বন্যপ্রাণীর। ফালাকাটারই দুই তরুণ বাইকে এতটা দূর এসে বলাবলি করছিলেন, ‘বেকার এলাম।’ পরিত্যক্ত পর্যটক আবাসগুলির ছবি তুলতে তুলতে একজন অপরজনকে বলছিলেন, ‘তৃণমূল আমলে কুঞ্জনগরের হতশ্রী দশা- ক্যাপশন লিখে ছবিগুলি ফেসবুকে পোস্ট করব।’

- ২০১১-তে আলিপুরদুয়ার জেলায় একমাত্র ফালাকাটায় ঘাসফুল ফোটে
- বিধানসভা কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলে থাকে ২০১৬ সালেও
- ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে হাতছাড়া হয় শাসকদলের
- পরের বছর ফালাকাটা পুর নির্বাচনে আবার তৃণমূলের ফল হয় ১৮-০

পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শুনছিলেন বন দপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু বাধা দূরের কথা, প্রতিবাদই বা করবেন কীভাবে! শুধু তো এই দুই তরুণ নয়, কুঞ্জনগরে এখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, কেউ এলে বেহাল দশারই ছবি তোলেন। বন দপ্তরের জলদাপাড়া বিভাগের এলাকায় কুঞ্জনগরে প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি চালু হয়েছিল প্রয়াত সিপিএম নেতা যোগেশ বর্মন বনমন্ত্রী থাকাকালীন।

কুঞ্জনগরের পরিচিতি তখন রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃণমূল আমলে এই কেন্দ্রের রাখা পশুপাখি নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে। স্থানীয় এক গ্রামবাসীর কথায়, ‘এখন কুঞ্জনগর আছে বটে, কিন্তু প্রাণটা আর নেই। কী দেখতে লোকে এখন আসবেন কুঞ্জনগরে?’

প্রকৃতি পর্যটনের এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অর্থনীতিতে একসময় জোয়ার এসেছিল। প্রচুর স্বনিযুক্তির সংস্থান হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

প্রশান্তকে বাঁচাতে প্রশাসনের ‘সেফ প্যাসেজ’

সময়ের কথা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আইনের চোখে সবাই সমান- এই বাক্যটি আদতে যে কেবল পাঠ্যবইয়ের পাতাতেই শোভনীয় তার জলজ্যান্ত উদাহরণ প্রশান্ত বর্মন। ক্ষমতা আর প্রভাব খাটিয়ে খুনে অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও তাঁর আস্তানায় দিব্যি রয়েছেন। জামিন খারিজের ২৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর ‘স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড’ প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বলা ভালো করেনি। গোয়েন্দাগিরিতে দেশের নামকরা আইপিএস রাজীব কুমারের মতো দুঁদে পুলিশকর্তা যে রাজ্য পুলিশের ডিজি, সেই রাজ্যের পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়া একজন আমলাকে ধরতে পারছে না, সেকথা মহাকালের নামে শপথ করে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

শনিবার জলপাইগুড়িতে ঢাকঢোল পিটিয়ে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন হয়েছে। ন্যায়বিচারের আলোয় নতুন দিশা দেখানোর কথা হয়েছে। মঞ্চ থেকে গণতন্ত্র বাঁচানোর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেই মঞ্চের সামনে বসে থাকা রাজ্য প্রশাসনের কর্তারা বলতে পারছেন না প্রশান্ত কোথায়, এসআইআর-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালীন কেন প্রায় এক মাস ধরে অফিসে আসছেন না তিনি, ছুটি নিয়েছেন কি না- সেইসব প্রশ্নের উত্তরটুকুও সংবাদমাধ্যমকে দিতে চাইছেন না জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। এসব থেকে সহজেই বোঝা যায়, প্রশাসনের একটা অংশ খুনে অভিযুক্ত বিডিওকে আড়াল করার চেষ্টায় খামতি রাখছে না।

অভয়া হত্যা মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সময় নেয়নি। দেশজুড়ে প্রতিবাদ হয়েছিল। স্বপন কামিল্যা দত্তাবাদের সামান্য স্বর্ণ কারিগর বলেই কি তাঁর খুন তথাকথিত সমাজ, পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়? অভয়া যেমন কর্মক্ষেত্রেই নৃশংসতার শিকার হয়েছিলেন, তেমনি স্বপনকেও তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে, সেকথা ভুললে চলবে না।

২০২৫-এর ২২ ডিসেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট প্রশান্তর আগাম জামিন খারিজ করে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশের নাকের ডগায় বসে প্রভাবশালী ওই আমলা বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উধাও হয়ে গেলেন, আর পুলিশ বলছে তারা নাকি তাঁর খোঁজ পাচ্ছে না! এই গল্পকথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশান্ত কোনও ছিঁচকে চোর নন যে, গলির অন্ধকারে হারিয়ে যাবেন। তিনি একজন পদস্থ সরকারি আধিকারিক। অথচ ২৬ ডিসেম্বর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরও পুলিশ তাঁকে ছুঁতে পারছে না। কেন? উত্তরটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। ‘পলাতক’ দেখিয়ে পুলিশ প্রশান্তকে সময় দিচ্ছে যাতে তিনি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কোনওভাবে রক্ষাকবচ জোগাড় করতে পারেন। অর্থাৎ পুলিশ এবং প্রশাসনের অন্দরেই তাঁকে ‘সেফ প্যাসেজ’ করে দেওয়া হচ্ছে।

প্রশান্তকে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে নির্লজ্জ কানামাছি খেলা চলছে,

এরপর দশের পাতায়

- জামিন খারিজের ২৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ
- প্রশান্তকে বাঁচানোর চেষ্টা গভীর প্রশাসনিক অসুখের লক্ষণ
- এসআইআর-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালীন কেন তিনি অফিসে আসছেন না, তার উত্তর প্রশাসনের কাছে নেই

সূত্রের খবর

দিল্লিতে এক প্রভাবশালীর আশ্রয়েই আপাতত রয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও

শপিং মলে নলেন গুড়

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৮ জানুয়ারি : বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে নলেন গুড়ের জুড়ি মেলা ভার। আপামর বাঙালির কাছে শীত আর নলেন গুড় প্রায় সমার্থক। মানুষ যাতে ঘরে বসেই ভালো নলেন গুড়ের স্বাদ পেতে পারেন সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হল মাঝিয়ানের কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। কোনওরকম রাসায়নিক পদার্থ না মিশিয়ে, একদম প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে খেজুরের রস থেকে খাঁটি নলেন গুড় তৈরি করা হবে বলে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তৈরি নলেন গুড় পাওয়া যাবে শপিং মলে। এমনকি ক্রেতারা যাতে অনলাইনেও এই গুড় অর্ডার করতে পারেন, সেই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের অধিকর্তারা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্প্রসারণ অধিকর্তা প্রভাতকুমার পাল বলেন, 'এই কেন্দ্রের জমিতে যেসব খেজুর গাছ রয়েছে, সেই গাছগুলো থেকে কয়েকশো রস সংগ্রহ করে, তার থেকে নলেন গুড় তৈরির ব্যাপারে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এই কার্যক্রমে সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি।'

মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র চত্বরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্যানালের ধারে প্রায় ১৫০টি খেজুর গাছ আছে। একসময় এই খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলার কথাও ভেবেছিলেন কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের অধিকর্তারা। কিন্তু প্রায় বছরখানেক আগে কর্তৃপক্ষের তরফে এই গাছগুলো থেকে রস সংগ্রহ করে তার থেকে নলেন গুড় তৈরির বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করা হয়।

এই বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট ডঃ শিবানন্দ সিনহা বলেন, 'প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।' তিনি যোগ করেন, 'খুব শীঘ্রই এই খাঁটি নলেন গুড় বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং শপিং মলে পাওয়া যাবে। এই উদ্যোগ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিত মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

মাঝিয়ান কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে খাঁটি নলেন গুড়।

আলিপুরদুয়ারের বক্সা ফোর্টে পড়ুয়াদের ভিড়। রবিবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার এখন দুঃস্থদের পাশে

সমস্যা যেমনই হোক, তাঁকে ডাকলেই পাশে পাওয়া যায়। তিনি জলপাইগুড়ির দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছে তরুণ প্রজন্মও।

আলোর সারথি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : প্রতিবছর অন্তত দুই হাজার করে কম্বল বিলি করেন। এর সঙ্গে রয়েছে কয়েকশো সোয়েটার, চাদর, জামাকাপড় কিংবা শাড়ি-ধুতি। কারও পড়াশোনা করতে আর্থিক বাধা, দুঃস্থ পরিবারের কেউ হাজারও দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে, শুধু খবরটুকু দরকার। চরম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পরীক্ষায় কেউ ভালো ফল উপহার দিলে পাশে রয়েছেন তিনি। ২৮ বছর ধরে নীরবে এই ধরনের সমাজসেবার কাজ চালাচ্ছেন জলপাইগুড়ির দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। এই কাজ করে প্রত্যন্ত চা বাগান এবং বনবস্তির বাসিন্দাদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই তিনি 'দেবদূত'। প্রচারবিমুখ মানুষটির একাজে দোসর তাঁর দিদি কঙ্কণা ভট্টাচার্য এবং পরিবারের বাকি সদস্যরা।

জলপাইগুড়ি শহরের জয় লেনের বাসিন্দা দেবজ্যোতি একসময় মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের (এমইএস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অবসর নেন ২০২২ সালে। তবে গাঁটের কড়ি খরচ করে নিরলস সমাজসেবার শুরু ১৯৯৭ সাল থেকে। বছরের শুরু থেকেই দেবজ্যোতি তাঁর কাজ শুরু করে দেন। যেমন চলতি বছরের প্রথমদিনই কম্বল দেন জটেশ্বরের সরুগাঁওয়ের পাঁচশো বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে।

শিশুদের নিয়ে পিকনিকে দেবজ্যোতি। ডায়না নদীতে।

১৩ জানুয়ারি গিয়েছিলেন বানারহাটের চা বাগানগুলিতে। সেখানে ছয়শো বিশেষভাবে সক্ষমের হাতে কম্বল তুলে দেন তিনি এবং তাঁর দিদি। এভাবে নিঃস্বার্থভাবে পাশে থাকা কেন? প্রশ্ন শুনে তিনি যেন দার্শনিক। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'এসেছি একা। যাবও একা। মাঝে মানুষের সঙ্গে এই বেঁচে থাকা।'

শনিবার দেবজ্যোতি নাগরাকাটার বন্ধ বামনডাঙ্গা, ধরণীপুর সহ পাঁচটি চা বাগানের ছয়টি প্রাথমিক স্কুলের চারশো খুদেকে নিয়ে ডায়না নদীর ধারে পিকনিকের আয়োজন করেছিলেন। মেনুতে ছিল ভাত, মাংস, চাটনি। শেষপাতে পাঁপড় এবং নলেন গুড়ের রসগোল্লা। সেইসঙ্গে প্রত্যেকের হাতে একটি করে নতুন সোয়েটার তুলে দেওয়া হয়। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষ ওরাওঁ বলল, 'সবার সঙ্গে পিকনিকে এসে এদিন নাচগান করেছি। খুব মজা হয়েছে। এত আনন্দ কোনওদিনও পাইনি।'

হীরাচরণকে সিঙ্খুলা সম্মান

শিলিগুড়ি, ১৮ জানুয়ারি : শিকড়ের খোঁজ করছেন চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। বোড়ো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস গবেষক হিসাবে পরিচিতি হীরাচরণ নার্জিনারির। উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র এই মানুষটি ৮১ বছর বয়সেও বেশিরভাগ সময় কাটান কলকাতার স্টেট আর্কাইভ, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। আলিপুরদুয়ার জেলার তালেশ্বরগুড়িতে মূল বাড়ি হলেও সেকারণে বছরের বেশিরভাগ সময় কাটে কলকাতায় পিকনিক গার্ডেনের ফ্ল্যাটে।

এই কাজের জন্য হীরাচরণ এবার 'সিঙ্খুলা' সম্মানের জন্য মনোনীত হয়েছেন। ১৯৮৭ থেকে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে। তিস্তাপাড় স্টাডি সার্কেল নামে সাংবাদিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার একটি সংস্থা প্রবর্তিত এই পুরস্কার আগে পেয়েছেন কবি

হীরাচরণ নার্জিনারি।

ও পরিবেশকর্মী জগন্নাথ বিশ্বাস (১৯৮৭), লোকসংস্কৃতি গবেষক সুনীল পাল (১৯৮৮), সাংবাদিক তুষার প্রধান (১৯৯৬), উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুহাসচন্দ্র তালুকদার (২০০৩) ও কুরুখ ভাষার সাহিত্যিক বিমল টোপ্পো (২০১৯)। সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য পুরস্কারটি বাংলা-ডুয়ার্সের উচ্চতম পাহাড়চূড়া সিঙ্খুলার নামাঙ্কিত। হীরাচরণ ষষ্ঠ ব্যক্তি, যিনি পুরস্কারটি পাচ্ছেন। তালেশ্বরগুড়িতে তাঁর বাড়ির অদূরে আলিপুরদুয়ার জেলার বড় পুখুরিয়া গ্রামে সিধো-কানহো কলেজে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারটি তাঁকে দেওয়া হবে। ১৯৮৫-তে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থের নাম 'In Search of Identity the Mech।' বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে তিনি এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের বোড়ো সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ লিখে চলেছেন। অসমের বোড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই বইটি এবছরই প্রকাশ করবে।

ব্যান্ড বাজিয়ে শেষযাত্রা

রায়গঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : মৃত্যু মানেই মৌন, নিস্তব্ধতা, নীরবতা। কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি দেখা গেল রায়গঞ্জের বড়ুয়া অঞ্চলের বামনগ্রামের ধর্মপুর গ্রামে। যেখানে শোকের মাঝেও রীতিমতো ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে শ্মশানে গেল বৃদ্ধের শেষযাত্রা।

ওই গ্রামের বাসিন্দা অনাথবন্ধু রায়ের বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর। শনিবার রাতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি নাতি-নাতনিদের আগেই বলে রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর মরদেহ যেন ব্যান্ডপার্টি সহযোগে শ্মশানে যায়। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শেষ ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়ে রবিবার ব্যান্ডপার্টি সহযোগে হলদিবাড়ি শ্মশানে মরদেহ নিয়ে আসা হয়। মেয়ে মঞ্জু, ইমামি, পূর্ণিমারা জানান, বাবার ইচ্ছের মান রাখতে এমন ব্যবস্থা। এদিন এমন অভিনব ব্যাপার চাক্ষুষ করতে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন প্রচুর মানুষ।

কর্মখালি

কোম্পানির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 13,500/- PF, ESI, মাসে ছুটি আছে। M : - 9635508609, 8653609553.

Rent for Bank

1946 Sq. Ft. space at Nilkamal Plaza, H.C.Rd, Opp : Meghdoot Cinema Hall for Rent Only for Bank, (M) 9475089531/ 7602846829. (C/-119778)

বিক্রয়

Shop For Sale At Siliguri, Only Buyer 9635314408. (K)

হারানো প্রাপ্তি

আমার Chain দলিল No.3574, Regd. Date: 13/08/2002 হারিয়েছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন। খগেন্দ্র চন্দ্র পাল। M-9434936819.

সঙ্গীত কলা

বাড়িতে গিয়ে গান ও তবলা উন্নত পদ্ধতিতে শেখানো হয়। (পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে) Contact:-9933353876. (K/D/R)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jahanur Bibi, W/o-Kuran Sekh, গ্রাম-সাদিপুর, (পো: জে কাগমারি, থানা-মোথাবাড়ি, গ্রাম পঞ্চায়েত বাঙ্গীটোলা, কালিয়াচক মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি:নং 11564, Dt. 20/11/2009) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 09/01/2026 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Mst. Nasima Khatun থেকে Nasima Khatun করা হইল। উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115453)

•

আধার কার্ড নং 2723 1426 3561, ভোটার ID কার্ড নং DWP2543528, ব্যাংক পাসবই, PNB, অ্যাকাউন্ট নং 1220010596884. MAHANACH BIBI লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখিত ভোটার কার্ড নম্বর, পার্ট নং 169, ক্রমিক নং 691 আমার নাম SAHANACH BIBI লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 16-1-26, J.M.1ST CLASS সদর কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি MAHANACH BIBI এবং SAHANACH BIBI, W/o. AMIRUDDIN MIYA, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম: হরিনচওড়া, পো:ঘুঘুমারি, থানা: কোতোয়ালি, জিলা:কোচবিহার, প.ব.। (C119504)

•

আমি শুভঙ্কর মজুমদার, পিতা: প্রভাত কুমার মজুমদার, ঠিকানা-চাঁচল থানাপাড়া, পোস্ট ও থানা-চাঁচল, জেলা-মালদহ। চাঁচল মহকুমা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাফিডেভিট (অ্যাফিডেভিট নং ৭৩, তারিখ-০৩/০১/২০২৬)-এর মাধ্যমে আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে আমি মেসার্স "হোসেন ইলেক্ট্রিক্যালস", প্রোঃ আমজাদ হোসেন, ঠিকানা-কালাকাটা ০৪ নং ব্রিজ (নিকট), পোস্ট অফিস-মোওয়ামারী, জেলা-কোচবিহার; এই ফার্মের সাথে লাইসেন্সধারী ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার হিসেবে নিযুক্ত অবস্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে এসেছি। মেসার্স "হোসেন ইলেক্ট্রিক্যালস", প্রোঃ আমজাদ হোসেন-এর ফার্মের সাথে শুভঙ্কর মজুমদার-এর ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর লাইসেন্স কোনোভাবেই কোনো চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় রইল না। (S/T)

অ্যাফিডেভিট

আমি শেখর অজিত কর্মকার ২৬.১২.২০২৫ তারিখে জলপাইগুড়ি Executive ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর অ্যাফিডেভিট (২৫১৫১) বলে শেখর অজিত কর্মকার এবং শেখর কর্মকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (K)

•

ভুলবসত আমার স্বামীর পাসপোর্টে আমার নাম লেখা হয়েছে BOBITA GHOSH (পাসপোর্ট নং-M9078313) তাই ইং 08/01/2026 তারিখে ইসলামপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে BABITA GHOSH MISTRI হলাম। BABITA GHOSH MISTRI এবং BOBITA GHOSH একই ব্যক্তি। (S/N)

•

আমি Ranjit Das S/o. Biren Das resident of Nathuachar P.O Barapatia Natunbas P.S Kotwali Dist Jalpaiguri আমার voter Card Number MRK 3135555 এ নাম আছে Ranjit Das কিন্তু PAN Card Number BISPD0934P এ নামের বানান ভুল Rangit Das থাকাতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ ইএম জলপাইগুড়ি কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভিট করে ভুল সংশোধন করে Rangit Das থেকে Ranjit Das করা হয়। Rangit Das ও Ranjit Das একই ব্যক্তি। (C/120044)

•

ভোটার ID Card No.LZL0175497 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভোটার লিস্ট-2002, 4-কোচবিহার উত্তর বিধানসভা, পার্ট নং 146, ক্রমিক নং 463 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হওয়ায় গত 02-1-26, J.M. (1ST CLASS), 3RD COURT, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি SUPRIYA ROY, SUPRIA (PAL) RAY এবং SOMA ROY, W/o. SRI SWAPAN KUMAR ROY, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। R.R.N.Road, বাজার পোস্ট অফিসের নিকট, কোচবিহার, থানা:কোতোয়ালি, পো: ও জেলা: কোচবিহার। (C/119503)

RECRUITMENT NOTICE

The District Level Selection Committee, Darjeeling, invites applications to fill up the contractual vacant posts under District Health & Family Welfare Samity, GTA Darjeeling. For details please visit www.wbhealth.gov.in & www.darjeeling.gov.in

Sd /-
Member Secretary, District Level Selection Committee, Darjeeling
& Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

আজ টিভিতে

হিডেন ফ্লেভার্স অফ ইন্ডিয়া : নর্থ ইস্ট
রাত ৮.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ হিরোগিরি, দুপুর ১.১৫ ভিলেন, বিকেল ৪.১৫ সংগ্রাম, সন্ধে ৭.৩০ দাদা, রাত ১০.৩০ লভ এক্সপ্রেস

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মানিক, দুপুর ১২.৩০ দাদাঠাকুর, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ নাগ পঞ্চমী

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ চুড়িওয়ালা, বিকেল ৪.০০ বৌমার বনবাস, সন্ধে ৭.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.০০ সংঘর্ষ, ১২.৩০ ন্যায়দণ্ড

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঝিনুকমালা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অন্তর্ধান

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৩ লিঙ্গা, দুপুর ১.৩৫ পরদেশ, বিকেল ৫.১১ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.২২ খুঁখার

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৫০ মেহন্দি, দুপুর ১২.৫২ মোহরা, বিকেল ৪.০৭ ম্যায় তেরা হিরো, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.২২ বিগ ব্রাদার

সোনি ম্যাক্স : সকাল ১০.২৪ আন মিলো সজনা, দুপুর ১.৪০ মিস্টার নটওরলাল, বিকেল ৪.৫৪ কমান্ডো, সন্ধে ৭.৪৮ শোলা অওর শবনম, রাত ১১.২৩ নাজায়েজ

এইটিন হুইলস অ্যাক্রস ইন্ডিয়া
রাত ৯.০০ ডিসকভারি হিন্দি

লভ এক্সপ্রেস রাত ১০.৩০
জলসা মুভিজ

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৪ ডাকু মহারাজ, দুপুর ১.১৫ গব্বর ইজ ব্যাক, বিকেল ৩.৫৭ সালার, সন্ধে ৭.৫০ দে কল হিম ওজি, রাত ১০.৪৭ শুটআউট অ্যাট লোখন্ডওয়ালা

স্টার গোল্ড টু : দুপুর ১.২২ কহি পেয়ার না হো জায়ে, বিকেল ৩.৫৪ মোহিনী, সন্ধে ৬.৫৫ ওম শান্তি ওম, রাত ১০.০২ সিক্রেট এজেন্ট

সালার বিকেল ৩.৫৭ স্টার গোল্ড

হাওড়া ডিভিসনে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

হাওড়া ডিভিশনের নলহাটি-গুমানি শাখায় ব্রিজ নং ২০২, ২০৬, ২১০, ২১২, ২৩৬, ২৬৪-এর রি-গার্ডারিং কাজ এবং রামপুরহাট ও সাদীনপুর স্টেশনের মধ্যে লেভেল ক্রসিং গেট নং. ২৫-তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের কাজের জন্য, ২৫.০১.২০২৬ তারিখ (রবিবার) পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রণ করা হবে : ● **মেমু ট্রেন বাতিল (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ৬৩৪৩৪ রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার। ● **যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ :** (১) ১৩০৩২ জয়নগর-হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬) ৪ ঘণ্টার জন্য। (২)১৩১৭৪ সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬) ৪ ঘণ্টার জন্য। (৩) ১২৩৬৪ হলদিবাড়ি - কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ৩ ঘণ্টার জন্য। (৪) ১৩০১৮ আজিমগঞ্জ-হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ১ ঘণ্টার ১৫ মিনিটের জন্য। ● **যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে আপ এক্সপ্রেস ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ :** ১৩০৩১ হাওড়া-জয়নগর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটের জন্য। ● **আপ এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন:** (১) ১২৫০৯ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে আন্দুল-হাওড়া-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। (২) ১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। (৩) ১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০১.২০২৬) পথ পরিবর্তন করে নৈহাটি-ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনেও থামবে। ● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ৬৩০৬৩/৬৩০৬৪ বর্ধমান-সাহেবগঞ্জ-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং ৬৩০০৭ কাটোয়া-রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার আজিমগঞ্জে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। ● **এক্সপ্রেস ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ (২৫.০১.২০২৬ তারিখ) :** ২২৫০৩ কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড় বিবেক এক্সপ্রেস খড়্গপুর ডিভিসনে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ১৩৪২৭ হাওড়া-সাহেবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস হাওড়া ও রামপুরহাটের মধ্যে ১৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ব্লক চলাকালীন কোনও স্পেশাল অথবা দেরিতে চলা ট্রেন ও সদ্য প্রবর্তিত ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে প্রয়োজন অনুসারে সেটির পথ পরিবর্তন/নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের ঘোষণা শুনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

ফাওলই-এর আওতায় ৪ বাগান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের আরও ৪ বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের সরকারি মাসিক অনুদান ফাওলই-এর আওতায় আনল শ্রম দপ্তর। ওই বাগানগুলি হল দার্জিলিংয়ের পান্ডাম, কলেজভ্যালি, জলপাইগুড়ির চামুর্চি ও আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া। এর ফলে সব মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক উপকৃত হবেন। উত্তরবঙ্গের এক শ্রম আধিকারিক বলেন, 'সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

পাহাড়ের পান্ডাম চা বাগান গত বছরের ৭ অগাস্ট থেকে বন্ধ। সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২৬৮। একইদিনে বন্ধ হয় কলেজভ্যালি। শ্রমিক সংখ্যা ৬৪২। ওই দুই বাগানে ফাওলই মিলবে গত বছরের ১ অক্টোবর থেকে। শ্রমিকরা বকেয়া টাকা এরিয়ার হিসেবে পাবেন।

জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের চামুর্চি ২০২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ। আলিপুরদুয়ারের দলসিংপাড়া ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। দুই বাগানের শ্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে ১০৭৪ ও ৯৬১। চামুর্চি ও দলসিংপাড়ার ক্ষেত্রে ফাওলই মিলবে গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে। ফাওলই বাবদ মাসে শ্রমিকপিছু দেড় হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।

রাজ্যের নয়া নিয়ম অনুযায়ী বন্ধ, লকড আউট বা কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি হলে ১ মাস পর থেকে ওইসব বাগানে ফাওলই চালু করে দেওয়া হয়। এই নীতির আওতায়, চারটি বাগান যেদিন থেকে বন্ধ হয় তারপর এক মাস হিসেব করে সেদিন থেকে শ্রমিকদের ফাওলই-এর আওতায় আনা হয়। তবে বাগান খুলে যাওয়ার পর ফাওলই বন্ধ হয়ে যাবে। এর মধ্যে দলসিংপাড়া চা বাগানটি গত মাসে খুলেছে। এর অর্থ যতদিন বাগানটি বন্ধ ছিল শ্রমিকরা ততদিন ফাওলই পাবেন।

৫ অক্টোবরের প্লাবনবিধ্বস্ত নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা-টন্ডু ও কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানকে গত নভেম্বর মাসে ফাওলই-এর আওতায় আনা হয়। বামনডাঙ্গায় ১১৬৪ জন ও সুভাষিণীতে ১২৫৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মাসে ১৫০০ টাকা করে পাবেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। বৃষ : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : আত্মীয়দের থেকে সাহায্যের আশা না করাই ভালো। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ে পদোন্নতির সম্ভাবনা। সিংহ : নিজের বুদ্ধিবলে পারিপার্শ্বিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : আয়ের রাস্তা সুগম হবে। আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা। তুলা : বাড়ির কোনও কাগজপত্র বাইরের লোককে দেখাতে যাবেন না। আর্থিক সংকট কাটবে। বৃশ্চিক : বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি। ধনু : পথঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কোনও প্রভাবশালী লোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার ফল আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। কুম্ভ : প্রেমে সামান্য অস্থিরতা লক্ষ করা যাবে। নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারের সংকট কেটে যাবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ পৌষ, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬, ৫ মাঘ, সংবৎ ১ মাঘ সুদি, ২৯ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১০। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ২।২০। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১২।৩২ বজ্রযোগ রাত্রি ৯।৪৫। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১।৫৬ গতে ববকরণ রাত্রি ২।২০ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১২।৩২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩২ গতে দোষ নাই, রাত্রি ২।২০ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ২।২০ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৭ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।২৯ গতে ৩।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।৯ গতে ১১।৪৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১২।৩২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ, দিবা ১২।৩২ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ ধান্যনিষ্ক্রমণ,দিবা ১২।৩২ গতে সাধভক্ষণ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৪৮ মধ্যে ও ১০।৪৪ গতে ১২। ৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৪ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৯ গতে ৪।৩৮ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সঙ্গিনী জুগিয়ে বাঘ ধরে রাখার ভাবনা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : বাঘমামা আসেন, যান। ট্র্যাপ ক্যামেরায় কখনও ধরা দেন। কিন্তু থাকেন না। বাঘশূন্য তকমা ঘোচে না বক্সা বনের। নামে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প। কিন্তু বাঘের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় অনেকদিনের। গত ১৫ জানুয়ারি আবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় ছবি উঠলেও তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাঘের হদিস পাননি বনকর্মীরা।

ক্যামেরায় যাদের ছবি ওঠে, তারা মর্দা। এই তথ্যের ভিত্তিতে বন দপ্তরের অনুমান, বাঘিনী নেই বলে 'বাঘমামা' মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে লাগোয়া ভুটান বা অসমের জঙ্গলে চলে যান। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, 'বক্সায় বাঘের থাকার পরিবেশ রয়েছে। তবে কোনও বাঘিনী না থাকায় বাঘ এলেও চলে যাচ্ছে। বাঘিনী জঙ্গলে এলে বাঘও থাকবে। তাই বাঘিনীকে জঙ্গলে ছাড়া যাওয়ার ভাবনা চলছে।'

এই আবহে আবার চার বছর পর রবিবার বক্সায় বাঘ শুমারি শুরু হল। বক্সার পূর্ব বিভাগে এই শুমারিরর পর বুধবার পশ্চিম বিভাগে কাজ শুরু হবে। মোট ছয়দিন শুমারি চলবে। বাঘ শুমারির পাশাপাশি অন্য

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প

প্রাণীদের তথ্য জোগাড়ের পরিকল্পনা আছে। ২০২১-২২ সালে শেষবার বাঘ শুমারি হয়েছিল বক্সায়। এবার অবশ্য দেশের সমস্ত ব্যাঘ্র প্রকল্পে একইসময়ে এই শুমারি হচ্ছে। বক্সায় ২০০ জনের বেশি বনকর্মী শুমারিতে অংশ নিয়েছেন।

গত ১৫ জানুয়ারি বক্সায় শেষবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় প্রাপ্তবয়স্ক মর্দা বাঘের ছবি পাওয়া গিয়েছে। ২০২১ ও ২০২৩ সালেও মর্দা বাঘের ছবি পাওয়া যায়। ২৩ বছর পর ২০২১ সাল থেকে প্রতি বছর মর্দা বাঘের দেখা মিলছে এই ব্যাঘ্র প্রকল্পে। ওই

বক্সার বিভিন্ন জায়গায় এরকমই বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।

বাঘ অসম বা ভুটান থেকে এসেছিল বলে অনুমান। একবারও কিন্তু বাঘিনীর দেখা মেলেনি।

বনাধিকারিকরা জানাচ্ছেন, মর্দা বাঘ অনেক বড় এলাকায় চলাফেরা করে। কিন্তু বাঘিনী ছোট এলাকায় গুটিয়ে থাকে। ফলে বাঘিনী আনলে বক্সায় থেকে যাবে। এতে মর্দা এলে বংশবৃদ্ধিও হবে। সম্প্রতি ট্র্যাপ ক্যামেরায় দেখা বাঘটি ইতিমধ্যে বক্সার পশ্চিম ডিভিশন থেকে পূর্ব ডিভিশনে চলে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ ওই এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। জয়ন্তী নদীর বুকেও বাঘের পায়ের ছাপ আছে বলে জানাচ্ছেন বনকর্তারা।

রবিবারও শুমারির সময় বনকর্মীরা বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছেন। এখন জঙ্গলে আরও বাঘ রয়েছে কি না, তার খোঁজ চলছে। শুমারিতে বনকর্মীরা 'এম স্ট্রিপস ইকোলজি' নামে বন দপ্তরের একটি বিশেষ অ্যাপ ব্যবহার করছেন। ছয়দিনের শুমারিতে প্রাপ্ত তথ্য ওই অ্যাপে আপলোড করতে বলা হয়েছে। তথ্যের সঙ্গে অ্যাপে ছবি আপলোড করা হবে। বাঘ শুমারির সময় জঙ্গলে কোন কোন ধরনের তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণী রয়েছে, তার তথ্যও সংগ্রহ করা হচ্ছে। এজন্য বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের এলাকায় ৮০টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি বেশি।

তৃণমূল সাংসদ ও বিজেপি নেতৃত্বের মুখে শুধুই আশ্বাস

উড়ানে অচলাবস্থা কোচবিহারে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা চালু হওয়া নিয়ে গত দেড়-দু'মাস ধরে যে যা বলেছেন সবটাই আসলে আষাঢ়ের গল্প। বিভিন্ন দাবি বা গল্পের সঙ্গে কোচবিহার বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার বর্তমান পরিস্থিতির কোনও যোগ নেই।

কয়েকদিন আগে কোচবিহারে এসে বিমানবন্দর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পরিদর্শনের সময় তিনি শীঘ্রই কোচবিহার বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালু করার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন। জেলা প্রশাসনের তরফেও এই বিমানবন্দরে পরিষেবা চালু রাখার জন্য রাজ্যকে চিঠি পাঠানো হয়। পাশাপাশি এই মর্মে কোচবিহার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন সময় চিঠি পাঠিয়েছিল, কিন্তু সেই চিঠিগুলোরও কোনও সদর্থক উত্তর পাওয়া যায়নি। এমনকি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের

কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে উড়ান ওড়া অনিশ্চিত।

তরফে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান চালানোর ব্যাপারে একটি বেসরকারি বিমান সংস্থার সঙ্গে যেটুকু কথাবার্তা হয়েছিল সেটাও ফলপ্রসূ হয়নি। এই অচলাবস্থার জেরে ৩১ জানুয়ারির পর এই বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালু থাকার বিষয়টি ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

এই প্রসঙ্গে কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিক শুভাশিস পাল বলেন, 'চলতি মাসে কোচবিহার বিমানবন্দরে শুধুমাত্র ৯ জানুয়ারি বিমান চলেছে। ৩১ জানুয়ারির পর বিমান পরিষেবা চালু থাকা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও খবর নেই।'

রাজ আমল থেকেই কোচবিহারে বিমান পরিষেবা চালু ছিল। বাম আমলে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই পরিষেবা ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত ১৯৯৫ সালে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বাম সরকার একাধিকবার চেষ্টা করেও বিমান পরিষেবা চালু করতে পারেনি।

২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের কয়েকমাস পরেই ফের এই বিমানবন্দরে বিমান পরিষেবা চালু হয়। এরপর বেশ কয়েকবার বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়, ফের চালু হয়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিমানবন্দর থেকে বিমান চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার পর নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে, উড়ান প্রকল্পের অধীনে ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই বিমানবন্দর থেকে ৯ আসনবিশিষ্ট বিমান চলাচল শুরু হয়। যে সংস্থাটি এখানে বিমান চালাত, তাদের চুক্তি ৩১ জানুয়ারি শেষ হবে। চুক্তি নবীকরণ না হওয়ায় ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এখান থেকে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা গিয়েছে।

এই বিষয়ে তৃণমূলের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, 'নতুন কোনও কোম্পানিকে দিয়ে বিমান চালানো যায় কি না সেটা অবশ্যই আমরা দেখব। আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছি। চিঠি দিয়েছি। দেখা যাক কী হয়।'

বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'একটি সংস্থার সঙ্গে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বিমান চালানোর চুক্তি রয়েছে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে বলে আশা করছি।'

- ১৯৯৫ সালে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়
- ২০১১ সালে বিমান ওড়া শুরু হলেও ২০১৬ সালে ফের বন্ধ হয়ে যায়
- ২০২৩ সালে ফের এই বিমানবন্দর থেকে বিমান ওড়া শুরু হয়

শিক্ষানীতি নিয়ে সভা

হলদিবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি : জাতীয় শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে আগামী ২৪ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুতে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে জনগণের পার্লামেন্টে জনগণের শিক্ষানীতি ২০২৫ পাশ হতে চলেছে। এনিয়ে হলদিবাড়ি শহরের বানাচাঁদ প্রাথমিক স্কুলে আলোচনা সভার আয়োজন করল সংগঠনের হলদিবাড়ি শাখা। উপস্থিত ছিলেন হলদিবাড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক বাসুদেব বিশ্বাস, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দীপককুমার দত্ত প্রমুখ। উপস্থিত শিক্ষানুরাগীদের মতে, জাতীয় শিক্ষানীতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেড়ে নিতে চায়। এদিনের সভায় সংগঠনের নতুন কমিটিও গঠন করা হয়। সম্পাদক ও সভাপতি মনোনীত হন যথাক্রমে দীপ মিত্র ও বাসুদেব বিশ্বাস।

জামিন পেয়েও ঘরছাড়া অভিযুক্তরা

দিনহাটা, ১৮ জানুয়ারি : দিনহাটা পুঁটিমারি-১ পঞ্চায়েতের কারিশাল এলাকায় এক তরুণকে প্রাণে মারার চেষ্টায় অভিযুক্ত পরিবারের সদস্যরা রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে পালটা অভিযোগ তুললেন গ্রামবাসীর একাংশের বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, গ্রামবাসীর একাংশের জন্য তাঁরা এই ঘটনায় জামিন পাওয়ার পরেও প্রায় এক মাস কার্যত বাড়িছাড়া। অথচ পুলিশ-প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি।

২১ ডিসেম্বর পুঁটিমারি-১ পঞ্চায়েতের কারিশাল গ্রামে তৌহিদ রব্বানি নামে এক তরুণকে মারধরের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী কয়েকজন তরুণের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করলেও বাকি অভিযুক্তরা আদালত থেকে জামিন পেয়ে যান। অভিযুক্ত পরিবারের সদস্যদের দাবি, জামিন পাওয়ার পর থেকেই তাঁরা গ্রামে ঢুকতে পারছেন না। বাড়িতে ফিরলেই হামলার আশঙ্কা থাকায় গত দু'মাস ধরে তাঁরা ঘরছাড়া অবস্থায় রয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আইনের প্রশ্ন তোলেন অভিযুক্ত পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, আদালত থেকে তাঁরা আইনি প্রক্রিয়াতেই জামিনে মুক্ত হয়েছেন। তাহলে কোন আইনে, কোন নির্দেশে তাঁরা নিজেদের বাড়িতে ঢুকতে পারবেন না। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশের ভূমিকা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতারও অভিযোগ তোলেন তাঁরা।

অভিযুক্ত পরিবারের এক মহিলা সদস্যের দাবি, ঘটনার দিন তৌহিদ তাঁর সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে স্বামী তা দেখে ফেলেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে তৌহিদ

কারিশালে খুনের চেষ্টা

পালটা তাঁর স্বামীকে মারলে তিনি বাঁচার তাগিদে প্রতিরোধ করতে গিয়েই একটি দুর্ঘটনা ঘটে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে আড়াল করা হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রকৃত ঘটনা সামনে না এনে একতরফাভাবে তাঁদেরই দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে।

ওই মহিলা আরও বলেন, 'পুলিশ এবিষয়ে পদক্ষেপ না করলে আগামীতে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব।'

যদিও সপ্তাহখানেক আগে আক্রান্ত পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছিল, ওই পরিবার গ্রামে নেশার কারবার চালায়। তাই তাদের আর গ্রামে থাকতে দেওয়া হবে না। এনিয়ে ওই আক্রান্ত পরিবার সহ অন্য গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ মিছিলও করেন। সেই মিছিলের দিন বিকেলেই অভিযুক্তের তরফে হুমকির অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়।

এ ব্যাপারে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের বক্তব্য, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়েই যা বলার বলব।'

সবমিলিয়ে অভিযোগ-পালটা অভিযোগ ঘিরে সরগরম কারিশাল।

ফের ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

শীতলকুচি, ১৮ জানুয়ারি : ফের ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। শনিবার অরুণাচলপ্রদেশে রেললাইনের ধার থেকে শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুর্শামারি গ্রামের এক তরুণের দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম হিমঙ্কর পাল (২৮)। পরিবারের দাবি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। তবে দেহ এখনও গ্রামে ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা দেহ আনতে গিয়েছেন। রবিবার মৃতের বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি চন্দন প্রামাণিক। তিনি ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

গত বৃহস্পতিবার কাজের সন্ধানে অরুণাচলপ্রদেশে পাড়ি দেন হিমঙ্কর। তবে সেখানে উপযুক্ত কাজ না পাওয়ায় তিনি বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। বাসে চেপে তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু অরুণাচল-অসম সীমানার রেললাইনের ধার থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের বাবা নীতীশ পাল বলেন, 'বাসযাত্রার সময় চালকের সঙ্গে হিমঙ্করের কোনও বিষয় নিয়ে বচসা হয়। এরপরই পরিকল্পিতভাবে তাঁকে মারধর করে রেললাইনের ধারে ফেলে দেওয়া হয় বলে আমাদের ধারণা।'

ঋতব্রতর সুপারিশ

কালচিনি, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার কালচিনির থানা ময়দানে তৃণমূলের নির্বাচনি জনসভা থেকে কালচিনি চা বাগানের মালিকের বিরুদ্ধে কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি তথা তৃণমূলের সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে যেসব চা বাগানের মালিক শ্রমিকদের মজুরি দিচ্ছেন না তাঁদের গ্রেপ্তারের সুপারিশ জানিয়েছি।'

জনসভায় উপস্থিত দলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তথা সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক জানান, কালচিনিতে চা শ্রমিকদের জন্য বিজেপির বিধায়ক কোনও কাজ করেননি। সভায় দলের দুই সাংসদ ছাড়াও তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

লাইব্রেরিতে পড়ে সাফল্যের গল্প

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ জানুয়ারি : ‘আমার কিন্তু স্বপ্ন দেখতে আজও ভালো লাগে।’ ওঁদের কারও বাবা পেশায় টোটোচালক, কেউ দোকানে কাজ করেন। কারও পরিবার চলে কৃষিকাজ করে। তবু ওঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে যেন মিলেমিশে গেল সুমনের ওই বিখ্যাত গানের লাইনটা। সংসারে অনটন তবু স্বপ্ন দেখতে তো বাধা নেই। ১৪ জন বন্ধু সংকল্প করেছিলেন পরিবারের হাল ফেরাতে সরকারি চাকরি পেতেই হবে। দেশসেবার সুযোগ পাওয়াই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। স্বপ্ন যেমন ছিল তেমনই এল সফলতাও। ১৪ জনের মধ্যে ৯ জনই পেলেন চাকরি। কেউ সিআইএসএফ-এ, কেউ বিএসএফ-এ, আবার কেউ সিআরপিএফ-এ। তরুণদের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁদের বাসস্থান ফালাকাটা ও কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সিঙ্গিজানি এলাকা। একসঙ্গে এতজন বন্ধুর চাকরি পাওয়ার বিষয়টি অন্যদেরও অনুপ্রেরণা জোগাবে, তেমনই আশা স্থানীয়দের।

চাকরির পরীক্ষায় সফল ৯ তরুণ।

ফালাকাটা শহরের মহাকালপাড়া-হাটখোলা এলাকায় সঞ্জীব বর্মনের বাড়ি। এছাড়া বড়ডোবার বাসিন্দা সুজিত বর্মন, ফালাকাটা শহর সংলগ্ন ৫ নম্বর বাজার এলাকার বাসিন্দা জয় দেবনাথ, আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা সৌভিক গোপ এবং রামঠেঙ্গা এলাকার তরুণ শুভদীপ বর্মন চাকরি পেয়েছেন। অন্যদিকে কৃষ্ণ বর্মন, সুরজ পাল, হংসরাজ বর্মন ও জয়প্রকাশ বর্মন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সিঙ্গিজানি এলাকায় থাকেন। নয়জনই গত বৃহস্পতিবার স্টাফ সিলেকশন জিডি কনস্টেবল পদে চাকরি পেয়েছেন। সঞ্জীব, হংসরাজ এবং সৌভিক সিআইএসএফ-এ সুযোগ পেয়েছেন। সিআরপিএফ-এ চাকরি পেয়েছেন সুজিত, জয় ও জয়প্রকাশ। এদিকে বিএসএফ-এ যোগ দেবেন কৃষ্ণ, সুরজ এবং শুভদীপ। ১৪ জনের দলে বাকি ৫ জন সামান্য নম্বরের জন্য বাদ পড়েছেন। বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি হলেও শুধুমাত্র স্বপ্নপূরণের আশাতেই তাঁদের বন্ধুত্ব মজবুত হয়। পারিবারিক অবস্থা তেমন ভালো নয় বলে কেউ কোনও কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারেননি। ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে সকলে একসঙ্গে প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সেখান থেকেই শুরু বন্ধুত্ব।

- ১৪ জন বন্ধুর মধ্যে ৯ জন সিআইএসএফ, বিএসএফ, সিআরপিএফ-এ চাকরি পেয়েছেন
- ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে সকলে একসঙ্গে প্রস্তুতি নিতে থাকেন, সেখান থেকেই শুরু বন্ধুত্ব
- গত বৃহস্পতিবার পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়েছে

সিআইএসএফ-এ যোগ দিতে চলা সঞ্জীব বললেন, ‘ছোট থেকেই দেখেছি আমাদের পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। তাই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আমাকে চাকরি পেতেই হবে মনে মনে এমন প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিলাম। সেইমতো বন্ধু পেয়ে যাই। ৯ জনই চাকরি পেলাম। বাকি ৫ বন্ধুও দ্রুত সাফল্য পাবেন বলে আমরা আশাবাদী।’ গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁরা। সেটার ফল প্রকাশের পর গত অগাস্টে শারীরিক মূল্যায়ন হয়। সেখানেও ৯ জন পাশ করেন এবং মেডিকেল পরীক্ষাতেও সফল হন। এরপর গত বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হয়। ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারে পড়াশোনা করার পাশাপাশি ভোরে ৫ নম্বর ডিভিশনের মাঠে তাঁরা দৌড় অনুশীলন করতেন।

শুভদীপ নামের আরেক তরুণের কথায়, ‘আমার বাবা টোটোচালক। খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি। বন্ধুরা একত্রিত হওয়াতেই সফলতা এসেছে। এখন স্বপ্ন সফল হয়েছে। দেশের জন্য কাজ করার পাশাপাশি এখন পরিবারের পাশেও দাঁড়াতে পারব।’

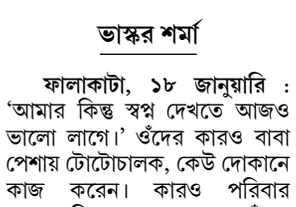

ছোট্ট তারা

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ঘোগারকুঠি হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ঈশান বর্মন পড়াশোনার পাশাপাশি নাচেও বেশ দক্ষ।

ভগ্নদশা স্টাফ কোয়ার্টারের

সংস্কারে উদ্যোগী সিতাই পঞ্চায়েত সমিতি

অমৃতা দে

সিতাই, ১৮ জানুয়ারি : সিতাই ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকায় সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির জমিতে ব্লক অফিসে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মীদের বসবাসের জন্য একাধিক আবাসন বা স্টাফ কোয়ার্টার নির্মিত হয়েছিল। প্রায় এক দশক ধরে সেই কোয়ার্টারগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে আবাসনগুলি ভগ্নপ্রায় ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। এলাকাবাসীর একাংশ দিনেরবেলায় ওই পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে ঢুকতে ভয় পান বলে জানিয়েছেন। সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপনকুমার দাস বলেন, ‘পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। ঘরগুলি সংস্কার করে পুনরায়

সিতাই ব্লক অফিসের আবাসন।

ব্যবহারযোগ্য করে তোলার বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতি উদ্যোগী হয়েছে। সংস্কারের পর প্রয়োজনে ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায় কি না সেই বিষয়টি বিবেচনাধীন।’

পূর্ত দপ্তর পঞ্চায়েত সমিতির জমিতে কোয়ার্টারগুলি নির্মাণ করে (পিডব্লিউডি)। নির্মাণের পর কয়েক বছর ব্যবহৃত হলেও পরে কোনও কারণে সেগুলি খালি হয়ে যায়। তারপর থেকে অনেকদিন কোনও সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। এর জেরে ঘরগুলির ছাদ, দেওয়াল ও দরজা-জানলার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়েছে। ঝোপঝাড়ে ঢেকে ওই এলাকাটি ব্লক অফিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু হলে একদিকে যেমন পরিত্যক্ত ঘরগুলির সমস্যা মিটবে, তেমনই ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকার সার্বিক চেহারা বদলাবে।

পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শরৎচন্দ্র রায়ের কথায়, ‘কোয়ার্টারগুলিকে নতুন করে কাজে লাগানো গেলে পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক উন্নতির পথ খুলতে পারে। সংস্কার করে ঘরগুলি যদি ভাড়া দেওয়া যায়, তাহলে নিয়মিত আয়ের একটি উৎস তৈরি হবে। এতে পঞ্চায়েত সমিতি উপকৃত হবে।’

এই পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলির পাশেই পঞ্চায়েত সমিতির ফাঁকা জমি রয়েছে, যেখানে ভবিষ্যতে সিতাই দমকলকেন্দ্র গড়ে ওঠার কথা। ফলে গোটা এলাকাটির উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। স্থানীয় বাসিন্দা রমেন বর্মনের বক্তব্য, ‘১০ বছর আগে কোয়ার্টারে যখন লোকজন থাকত তখন বেশ জমজমাট ছিল। আবাসনে ফের মানুষ থাকতে শুরু করলে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেকটা উন্নতি ঘটবে।’

প্রস্তুতি বৈঠক

চ্যাংরাবান্ধা, ১৮ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি করবে বামফ্রন্ট। এনিয়ে চ্যাংরাবান্ধা বাজারের সিপিএম কার্যালয়ে রবিবার প্রস্তুতি বৈঠক হয়। মেখলিগঞ্জ সিপিএমের এরিয়া-২ নম্বর কমিটির সম্পাদক দীপক গুহ বলেন, সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করেছে এসআইআর। বারবার নিয়ম বদলে হেনস্তা করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে মেখলিগঞ্জ বিডিও অফিসে ৩০ জানুয়ারি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে বামফ্রন্ট।

ধৃত দুই

বক্সিরহাট, ১৮ জানুয়ারি : চোলাই সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল বক্সিরহাট আবগারি দপ্তর। শনিবার রাতে বক্সিরহাট থানার শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তল্লিগুড়ি শিববাড়ি এলাকায় অভিযান চালান দপ্তরের কর্মীরা। ধৃতদের নাম হাকিম বর্মন এবং সুশীল কোঙার। তাঁরা যথাক্রমে নাকারখানা এবং শালবাড়ির বাসিন্দা। তাঁদের কাছ থেকে ২০ লিটার চোলাই উদ্ধার হয়েছে। রবিবার ধৃতদের তুফানগঞ্জ মহকুমা আদালত চারদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

সচেতনতা

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে চকচকা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির হল। বাল্যবিবাহের কুফল ও তার প্রতিকার, সাইবার ক্রাইম, মানব পাচার রোধে পদক্ষেপ করা নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে প্রধান আলোচক হিসেবে ছিলেন পার্শ্ব আইনসেবক তরুণ চক্রবর্তী।

স্পেশাল ভিজিট

চ্যাংরাবান্ধা, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার মেখলিগঞ্জ বিডিও অফিসে স্পেশাল ভিজিট করেন এসআইআর-এর স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের এসডিও অতনুকুমার মণ্ডল এবং বিডিও নরেশরাজ রাই। বিডিও বলেন, স্পেশাল রোল অবজার্ভার সমস্ত এসআইআর-এর শুনানি প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখেন। আধিকারিকদের সঙ্গে ও এসআইআর-এ আসা লোকজনের সঙ্গে সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন।

কার্যালয় উদ্বোধন

চ্যাংরাবান্ধা, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার চ্যাংরাবান্ধায় ভিআইপি মোড়ের কাছে মেখলিগঞ্জ সাব-ডিভিশনাল প্রেস ক্লাবের নবনির্মিত কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের এসডিও অতনুকুমার মণ্ডল, কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় প্রমুখ। প্রেস ক্লাবের সহ সম্পাদক সুজন রায় বলেন, ‘স্থায়ী ঠিকানা তৈরি হওয়ায় এবার থেকে আরও সুবিধা হবে আমাদের।’

অবহেলার সাক্ষী নয়ারহাটের পাঠাগার

নয়ারহাট, ১৮ জানুয়ারি : মাসছয়েক আগে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নয়ারহাট বাজারে একটি পুরোনো টিনের ঘর সংস্কার করে সেখানে পাঠাগার চালু করা হয়েছিল। আসবাবপত্রের পাশাপাশি কিছু বইও আনা হয়েছিল। কিন্তু চালু হওয়ার কিছুদিন পরেই পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে এই দধিকান্ত বর্মন পাঠাগার বন্ধ হয়ে যায়। এলাকার মানুষকে বইমুখী করার লক্ষ্যে পাঠাগারের পথ চলা শুরু হয়েছিল। স্থানীয় শিক্ষিত মহল এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। পাঠাগারটি দ্রুত খোলার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাম্পি বর্মন পাঠাগারটি চালু করার বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

পুঁটিমারির পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয়কুমার বর্মন বলেন, ‘পাঠাগারটি চালুর বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে আলোচনা করা হবে।’ তৃণমূলের নয়ারহাট অঞ্চল সভাপতি হিমাদ্রি রায় বর্মার বক্তব্য, ‘গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত পাঠাগারটি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’ পাঠাগার উদ্বোধনের সময় সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানিয়েছিলেন, বহুবছর আগে ওই ঘরটি দধিকান্ত বর্মন পাঠাগার হিসাবে পরিচিত ছিল। তবে মাঝে দীর্ঘদিন ঘরটি একাধিক রাজনৈতিক দলের দখলে ছিল। মানুষকে বই পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ঘরটিকে পুরোনো মহিমায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই পাঠাগারের জন্য আরও বই ও আসবাবপত্র আনা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চালু হতে না হতেই পাঠাগারটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

নয়ারহাটের বিজেপি নেতা বিপিন বর্মন এবিষয়ে বলেন, ‘পাঠাগার চালুর উদ্যোগ লোকদেখানো। তাই সেটি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।’

পাঠাগারটি তালাবন্ধ থাকায় ওই চত্বরটি এখন অটোস্ট্যান্ডে পরিণত হয়েছে। পাঠাগারের সামনে আবর্জনার স্তূপ জমেছে। আবর্জনার দুর্গন্ধে পথচলতি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্থানীয়রা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। পাঠাগার নিয়ে এমন উদাসীনতায় এলাকাবাসীর মধ্যেও ক্ষোভ জমা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা পাভেল সরকার বলেন, ‘পাঠাগারটি ফের চালু হলে এলাকার অনেকেই বইমুখী হবেন। বিশেষত যাঁরা চাকরির জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁদের সুবিধে হবে। তাঁরা এখানে প্রয়োজনীয় বই ও পত্রিকা পড়ার সুযোগ পাবেন।’

চিন্তায় মগ্ন।। *জলপাইগুড়ির বোদাগঞ্জের বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সুবীর বর্মন।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

টোটোর দৌরাত্ম্যে নাজেহাল পারডুবি

পারডুবি, ১৮ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যস্ততম হিন্দুস্তান মোড় কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়ক ও মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কের সংযোগস্থল। ফলে এলাকাটি সবসময় ব্যস্ত থাকে। এখানে ব্যাংক, এসএসবি ক্যাম্প সহ সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এলাকায় যানজট বেড়েছে। এরফলে পথচারী ও বিভিন্ন যানবাহন চালকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় টোটো ও অটোর অবৈধ পার্কিংয়ের ফলে যানজট অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। সেই কারণেই যানবাহন নিয়ন্ত্রণের দাবি উঠেছে।

এই এলাকার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে টোটো। এরফলে একদিকে যেমন সুবিধে হচ্ছে, অন্যদিকে অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে এলাকায় যানজট বেড়েছে। রাস্তার ওপর অবৈধভাবে টোটো ও অটো পার্কিং করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যার জেরে সমস্যা দেখা দিয়েছে। যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় বর্মনের কথায়, ‘হিন্দুস্তান মোড় এলাকায় যানজটের অন্যতম কারণ হল টোটো সহ বিভিন্ন ছোট যানবাহনগুলির অবৈধ পার্কিং।’ পথচারী বিপ্লব বর্মন বলছেন, ‘সাধারণ মানুষ যানজটে পড়ে নিত্যদিন ভোগান্তির মুখে পড়েন। এলাকায় প্রশাসন নিয়মিত টহল দেয়। কিন্তু টোটো ও অটো নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ করলে উপকৃত হব।’

বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখলে তাঁরা

হিন্দুস্তান মোড়ে টোটোর পার্কিং।

এই নিত্যদিনের যানজট থেকে মুক্তি পাবেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হিন্দুস্তান মোড় এলাকায় প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন থাকেন। মাথাভাঙ্গার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডিএম অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কোচবিহারেও বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ, পথ অবরোধ, বিডিও অফিস ঘেরাও আন্দোলন চলছে। এই আবহে জেলা শাসকের অফিস ঘেরাও করার ডাক দিলেন তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি আবদুল জলিল আহমেদ। রবিবার পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের জেলা সমাবেশে এই আন্দোলনের ডাক দেন তিনি।

কোচবিহার শহরের রেডক্রস ভবনে রবিবার পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলে রহমান, সংগঠনের জেলা সভাপতি হবিবর মিয়াঁ, জেলা সম্পাদক আবেদ আলি মিয়াঁ, বাতেন আলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জলিলও সেই সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ডিএম অফিস ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দেন।

কেন এই হুঁশিয়ারি, জলিলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘এসআইআর-এর নামে শুনানির মাধ্যমে মুসলিমদেরকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। প্রতিটি বুথ থেকে ৪০০-৫০০ করে মুসলিমদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। তাঁদের হয়রান করা হচ্ছে। জেলা শাসক যেহেতু নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি, তাই ঘটনার প্রতিবাদে নস্যশেখদের ডিএম অফিস ঘেরাও করে আন্দোলন করতে বলেছি।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘আমি একজন মুসলিম। সেই জায়গায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন চক্রান্ত হবে আর আমি ঘরে বসে বোকার মতো শুধু দেখব তা হয় না।’

রাস্তার শিলান্যাস

জামালদহ, ১৮ জানুয়ারি : পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের বরাদ্দে রবিবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের উছলপুকুরি অঞ্চলে তিনটি পাকা রাস্তার শিলান্যাস করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী। প্রথম রাস্তাটি পচার মোড় থেকে বামুনিয়া পার হয়ে ডাঙ্গাপাড়া পশ্চিমবাড়ি ও মিঠাই মোড় পর্যন্ত হবে। প্রায় ৩ কিমি ৫১৪ মিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা সেটি। দ্বিতীয় রাস্তাটি কামারপাড়া থেকে কাশেমের হাট হয়ে বায়ার বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ২ কিমি ৭০০ মিটার দৈর্ঘ্যের। তৃতীয় রাস্তাটি জামালদহ অঞ্চলের সুপার মার্কেট থেকে বারুণীমেলা হয়ে ফান্দির বাড়ি ভায়া পুরাণের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৪ কিমি ৫৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের হবে।

ছাঁট পাতি কেটে রোজগারের আলো রুনিবাড়িতে

বাতিল কাঠের পাতিই আজ নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রুনিবাড়ি গ্রামের মহিলাদের স্বপ্ন বোনার সুতো। এই পাতি কাটা শুধু রোজগার নয়- এ এক আত্মসম্মানের লড়াই। যে ছাঁট পাতিকে এক সময় ফেলে দেওয়া হত, সেটাই আজ বদলে দিয়েছে গোটা গ্রামের আর্থিক ও সামাজিক চিত্র।

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : রুনিবাড়ি গ্রামের কয়েকশো মহিলা অবসর সময়ের কাজ হিসেবে শুরু করা কাঠের পাতি কাটাকে এখন স্বনির্ভরতার মূল ভরসা করে তুলেছেন। যা আয় হচ্ছে, তা দিয়ে কেউ সন্তানদের পড়াশোনা করাচ্ছেন, আবার কারও সংসার চলছে শুধুমাত্র এই উপার্জনের উপর ভর করেই। অনেকেই বাড়তি পরিশ্রম করে অভাবের সংসারে ফিরিয়েছেন সচ্ছলতার ছোঁয়া। গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই নিম্ন আয়ের। কারও স্বামী ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক, কারও সংসার চলে টোটো চালিয়ে। প্রায় ১০ বছর আগে কাঠের ছাঁট পাতি কেটে বোঝা বাঁধার কাজ শুরু হলেও প্রথমদিকে এই কাজকে অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিলেন অনেকেই। কিন্তু সারাবছর ধরে নিয়মিত আয় হওয়ায় আজ সেই ধারণা বদলে গিয়েছে।

কী এই কাজ? কাঠ মিল থেকে প্লাই তৈরির সময় যে ছাঁট বেরোয়, আগে তা জ্বালানি হিসেবেই ব্যবহৃত হত। এখন সেই ছাঁট পাতি মিল থেকে পাইকাররা কিনে নিয়ে আসেন গ্রামে। এরপর নির্দিষ্ট মাপে কেটে সুতো দিয়ে বাঁধা হয়। সেই পাতি ফের ব্যবহার হয় নতুন প্লাই বোর্ড তৈরিতে, আর টুকরো অংশ যায় পেস্টিংয়ের কাজে। এই পুরো কাজের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মহিলারাই। এক গৃহবধূ আয়েষা সিদ্দিকা বলেন, ‘স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। দুই সন্তানকে পড়াশোনা করানো ও সংসার চালানোর দায়িত্ব এখন এই পাতি কাটার আয়েই সম্ভব

রুনিবাড়ি গ্রামে চলছে মহিলাদের পাতি কাটার কাজ।

হচ্ছে।’ রেজিয়া বেওয়া জানালেন, প্রায় ১০ বছর ধরে এই কাজ করেই চলছে তাঁর ছয়জনের সংসার। দিনে গড়ে ২০০ টাকা আয় হয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সরকারি ভাতার সঙ্গে এই আয় মিলিয়েই সংসার টিকে আছে। আর মুনিসর বেগমের কথায়, ‘শুধু আমি নই, আমাদের গ্রামের প্রায় সব মহিলাই এখন পাতি কেটে বাড়তি রোজগার করে স্বামীর পাশে দাঁড়াতে পারছেন।’

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা রিনা চৌহান জানাচ্ছেন, রুনিবাড়ি গ্রামের প্রায় প্রত্যেক মহিলা এই কাজে যুক্ত। এর ফলে গ্রামের আর্থিক পরিস্থিতি অনেকটাই ভালো। সরকারি বিভিন্ন সহযোগিতা পৌঁছে দিতে পঞ্চায়েতের তরফেও চেষ্টা চলছে। শুধু রুনিবাড়ি গ্রামে নয়, পাশের নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতেও ছড়িয়েছে এই কাজ। সিটকিবাড়ি গ্রামের শংকরী ভৌমিক বলেন, ‘অবসর সময়ে পাতি কেটে যা রোজগার হয় তা দিয়ে মেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় হয়।’

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকেও ট্রাকে করে ছাঁট পাতি আনা হয়। এতে মহিলাদের নিয়মিত কাজ ও আয় নিশ্চিত হচ্ছে। আশপাশের অঞ্চলেও এই কাজ জনপ্রিয় হচ্ছে বলে জানালেন পাতির ব্যবসায়ী মদন দে সরকার।

হাসছে গ্রাম

দলে আর ডাক পান না প্রাক্তন প্রধান

কংগ্রেসের হয়ে তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। পরে দলবদল করে তৃণমূলে যোগ। শালবাড়ি-১’এর ১০ বছরের অঞ্চল সভাপতি এবং পাঁচ বছরের প্রধান নিবারণচন্দ্র মণ্ডল আজ রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে।

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৮ জানুয়ারি : কথায় আছে, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। রাজনীতিতে অবশ্য পুরোনো নেতারা যে সবসময় ‘কদর’ পাবেন, সেই নিশ্চয়তা নেই। এখন তৃণমূল এবং বিজেপির অন্দরে কান পাতলেই শোনা যায়, আদি বনাম নব্য দ্বন্দ্ব। সময়ের মারপ্যাঁচে অনেক নেতা যখন জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁরা হয়ে ওঠেন ব্রাত্য। যেমন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১’এর তৃণমূলের ১০ বছরের অঞ্চল সভাপতি এবং পাঁচ বছরের প্রধান নিবারণচন্দ্র মণ্ডলের রাজনৈতিক জীবনে বদল ঘটেছে। দলের মূলস্রোত থেকে হারিয়ে গিয়েছেন এই তৃণমূল নেতা। কংগ্রেসের হয়ে তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। পরে দলবদল করে তৃণমূলে যোগ। জোড়াফুলের প্রতিষ্ঠালগ্নের কর্মী হিসাবেই এলাকায় তিনি পরিচিত। কিন্তু ওই যে সময়, সময়ের নিষ্ঠুরতা! অঞ্চল তো বটেই, নিজের বুথেও দলীয় কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে ডাকা হয় না, আক্ষেপ নিবারণের। দলের কেউ তাঁর খোঁজও রাখেন না। বয়সও প্রায় সত্তর ছুঁইছুঁই। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও যে তাঁকে দলের প্রয়োজনে ‘ব্যবহার’ করা হবে, কোনও নিশ্চয়তা নেই। রাজনীতির মঞ্চে তাঁর উপর থেকে স্পটলাইট সরে যাওয়ায়, তাঁর মন এখন চাষবাসে।

রাজনীতির অন্তরালে চলে গিয়ে নিবারণের সেভাবে আক্ষেপ না থাকলেও, বুকভরা অভিমান রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ‘গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এখন বিজেপির দখলে। কিন্তু দলকে সংঘবদ্ধ করতে এখন তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির তেমন উদ্যোগ নেই। বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে দুর্নীতির প্রতিবাদ করার সাহসটুকুও নেই। জেলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার প্রস্তুতি বৈঠকে ডাক পড়ে না আমাদের মতো পুরোনো নেতাদের।’ ডাক পেলে যে আবার ছাপিয়ে পড়বেন সক্রিয়ভাবে, সে কথা জানান নিবারণ।

শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দোরকো গ্রামের বাসিন্দা নিবারণ ১৯৯৮ সালে তৃণমূল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। ৯/১৮ নম্বর বুথে তৃণমূলের বুথ সভাপতি হন। ২০০৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত শালবাড়ি-১ তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির পদ সামলেছেন। এর মধ্যে ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হয়ে পাঁচ বছর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থাকেন। সাদামাঠা জীবনযাপন ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির জন্য দলীয় কর্মীদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল

নিবারণচন্দ্র মণ্ডল

প্রশ্নাতীত। রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তৎকালীন তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি রথীন মণ্ডল। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন নিবারণ। রথীন ‘প্রাক্তন’ হয়ে যাওয়ায় শালবাড়িতে নিবারণের রাজনৈতিক কেরিয়ারের গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী হতে শুরু করে। ২০২৩-এ শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। তখন থেকেই তিনি দলে ব্রাত্য হয়ে পড়েন। নিবারণের কথায়, ‘শুধু আমি নই, যোগ্য সম্মান না পেয়ে শালবাড়িতে দলের অনেক পুরোনো কর্মী বসে রয়েছেন। শালবাড়িতে দলের হাল খুবই খারাপ। নতুন ও পুরোনো কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ে না নামলে বিধানসভা ভোটে শালবাড়ি এলাকায় তৃণমূলের ভোটবাক্সে প্রভাব পড়বে।’ তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি নিরঞ্জন সরকারের বক্তব্য, ‘দলের হয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরাই নেতা। দলের সৈনিকরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে কর্মসূচিতে অংশ নেন, তাঁদের ডাকার প্রয়োজন পড়ে না।’

বাইরন, বাপিকে শুনানিতে ডাক

কড়া নিন্দা অভিষেকের

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : একের পর এক তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এসআইআর নোটিশ। সাংসদ দেব, সামিরুল ইসলাম ও বিধায়ক জাকির হোসেনের পর এবার শুনানির নোটিশ পেলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার ও সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের সুরে সুর মিলিয়েই এই ঘটনাকে বিজেপির 'ষড়যন্ত্র' বলে দাগিয়ে দিলেন দুই সাংসদ। চোপড়ার রোড-শো থেকে নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করে রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, 'আমাদের হেনস্তা করতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষকে নোটিশ ধরিয়েছে। এই বাংলায় সবচেয়ে কম নাম বাদ গিয়েছে বলেই নোটিশ পাঠাচ্ছে। কমিশন ও ভ্যানিশ কুমারকে কাজে লাগিয়ে নাম বাদের চক্রান্ত করছে বিজেপি।'

বাইরন বিশ্বাস সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুরসভার যে বুথের ভোটার সেখানের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও তাঁর হাতে শুনানির নোটিশ ধরিয়েছেন। বাইরনকে ২৪ জানুয়ারি দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ শুনানিতে হাজির হতে বলা হয়েছে। বিধায়কের অভিযোগ, 'আমার প্রয়াত বাবা এই জেলার অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পপতি ছিলেন। গোটা রাজ্যে আমাদের পরিচিত রয়েছে। আমার সঙ্গে যদি এই ধরনের আচরণ করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কী করা হচ্ছে তা সহজে অনুমেয়।' সম্প্রতি এসআইআর শুনানির জন্য নোটিশ পেয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের অপর তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনও। মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে দুই বিধায়ককে শুনানিতে ডাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দলের অন্দরে। যদিও বিজেপির দিকে আঙুল তুলে এদিন অভিষেক বলেন, 'আমরা যদি অবৈধ হই, তবে নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শা'ও অবৈধ। যাঁরা ভোট দিয়ে আপনাদের নির্বাচিত করলেন, তাঁরা যদি অবৈধ হয়, তবে আপনারা বৈধ হন কী করে? হার্ট অ্যাটাক আর স্ট্রোকে মানুষ মারা যাচ্ছেন, আর মোদিজি ৮ হাজার কোটি টাকার বিমানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কী সুন্দর বিচার, তাই না?'

সাংসদ বাপি হালদার শুনানির জন্য ডাক পেয়েছেন ২৮ জানুয়ারি। সংসদে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে তাঁকে হয়রানি করার জন্য তলব করা হয়েছে বলে অভিযোগ সাংসদের। তাঁর আবেদন, শুনানির তারিখ ওইদিনের পরিবর্তে এগিয়ে আনা হোক। বাপি বলেন, 'মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ও তপশিলি জাতি, উপজাতি মানুষকে এভাবে হেনস্তা করার চক্রান্ত চলছে।' অভিষেক বলেন, 'বাপি হালদার তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ। বয়স বড়জোড় ৩২-৩৫। ভাবুন তাঁকেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আমরা নাকি অনুপ্রবেশকারী!'

বিকশিত বাংলার 'স্বপ্ন'

বাঙালি অস্মিতা, উন্নয়নের তাস মোদির মুখে

অরূপ দত্ত

সিঙ্গুর, ১৮ জানুয়ারি : শিল্প বনাম কৃষির লড়াইয়ে উত্তপ্ত ছিল যে মাটি, সেই সিঙ্গুর থেকেই রবিবার রাজ্যবাসীর বাংলা ও বাঙালির হৃদস্পন্দন ছুঁতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সিঙ্গুরের পুণ্যভূমি থেকে রাজ্যবাসীর অস্মিতাকে ছুঁয়ে এক নতুন 'বিকশিত বাংলা'র রোডম্যাপ তুলে ধরলেন তিনি। ৮৩০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন—বাঙালির আবেগকে সঙ্গী করেই এগোবে আগামীর 'বিকশিত বাংলা'। প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, 'বাংলার উন্নয়ন ছাড়া ভারতের সমৃদ্ধি অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গই হবে পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মূল ইঞ্জিন।' তিনি আরও বলেন, 'মালদা থেকে হুগলি—আমি যেখানেই যাচ্ছি, মানুষের চোখে উন্নয়নের তৃষ্ণা দেখছি। এই জোয়ারই বাংলার ভাগ্য বদলাবে।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী তিনটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা সূচনা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক শিয়ালদা–বারাণসী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। মোদি সচেতনভাবেই বাঙালির আধ্যাত্মিক আবেগকে স্পর্শ করে বলেন, 'কাশী আমার সংসদীয় এলাকা ঠিকই, কিন্তু বাংলার সঙ্গে এর নাড়ির টান অতি প্রাচীন। এই ট্রেন সেই আত্মিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।' এছাড়া হাওড়া-আনন্দ বিহার এবং সাঁতরাগাছি-তাম্বরম রুটেও দু'টি অমৃত ভারত ট্রেনের সূচনা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের রেল যাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া আনবে।

হুগলির বলাগড়ে এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট সিস্টেম-এর শিলান্যাস এদিন ছিল এক মাস্টারস্ট্রোক। প্রায় ৯০০ একর জমির ওপর এই আধুনিক টার্মিনালে থাকছে ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট টার্মিনাল এবং রোড ওভার ব্রিজ। এটি বছরে প্রায় ২.৭ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণে সক্ষম হবে। ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট এবং দু'টি বিশাল জেটি সমৃদ্ধ এই প্রকল্পের ফলে কলকাতা শহরের যানজট কমবে। কেবল লজিস্টিক ক্ষেত্রেই নয়, পরিবহণ ক্ষেত্রে স্থানীয় হাজার হাজার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সিঙ্গুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী এক বড় স্বপ্ন দেখালেন বাংলার মৎস্যজীবী ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

বাঙালির মাছ-প্রীতিকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি। বলেন, 'ভারত বর্তমানে সামুদ্রিক খাদ্য রফতানিতে দ্রুত এগোচ্ছে। আমার লক্ষ্য, এই ক্ষেত্রে বাংলাই দেশকে নেতৃত্ব দিক।' পাশাপাশি, হুগলি নদীতে পরিবেশবান্ধব যাতায়াতের জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রিক ক্যাটামারান-এর উদ্বোধন করেন। কোচিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত এই জাহাজটি শূন্য-নিঃসরণ মোডে চলতে সক্ষম। এটি হুগলি নদী বরাবর ইকো-ট্যুরিজম এবং নিত্যযাত্রীদের পারাপারে বিপ্লব ঘটাবে। পরিবেশ রক্ষায় এবং পর্যটনে জোয়ার আনতে এদিন তিনি গঙ্গার বুকে অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক ক্যাটামারান-এর উদ্বোধন করেন। কোচিন শিপইয়ার্ডে নির্মিত এই শূন্য-নিঃসরণ জাহাজটি হুগলি নদীর দু'পাড়ে ইকো-ট্যুরিজম ও নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি স্বপ্নপূরণ করে এদিন জয়রামবাটি – বরগোপীনাথপুর–ময়নাপুর নতুন রেললাইনের উদ্বোধন করেন মোদি। এর ফলে মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটির সঙ্গে রেল যোগাযোগ সহজতর হল। ময়নাপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত একটি নতুন প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরও ফ্ল্যাগ-অফ করেন তিনি। মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটির সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ তীর্থযাত্রী ও ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটাল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সিঙ্গুরকে মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়ে মোদি এদিন কেবল সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করেননি, বরং উন্নয়নের মোড়কে বাঙালির অস্মিতাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কৃষ্টি, মাছ এবং মাটি—এই তিন আবেগকে হাতিয়ার করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, 'সোনার বাংলা'র আর্থিক পুনর্জাগরণই এখন তাঁর মূল লক্ষ্য।

■ রবিবার তিনটি অমৃত ভারত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন, উল্লেখযোগ্য শিয়ালদা-বারাণসী

■ বাঙালির মাছপ্রীতিকে বিশ্বমঞ্চে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন মোদি

■ হুগলি নদীতে ইলেক্ট্রিক ক্যাটামারানের উদ্বোধন করেন এদিন

> বাংলার উন্নয়ন ছাড়া ভারতের সমৃদ্ধি অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গই হবে পূর্ব ভারতের উন্নয়নের মূল ইঞ্জিন। মালদা থেকে হুগলি- যেখানেই যাচ্ছি, মানুষের চোখে উন্নয়নের তৃষ্ণা দেখছি।
>
> -নরেন্দ্র মোদি

ইট'স কুল... রবিবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের শঙ্কা

এসআইআর-এ মানসিক ক্ষত

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ফুলবাগানের একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ের বাইরে তিল ধারণের জায়গা নেই। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) শুনানির জন্য লম্বা লাইন। শুনানি শেষে বেরিয়ে আসা কাকলি সাহার কপালে চিন্তার গভীর ভাঁজ। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'সব তো জমা দিয়ে এলাম, এখন জানি না কপালে কী আছে।' গত নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের প্রতিটি কোণ থেকে আসছে হাহাকারের খবর। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এখনও পর্যন্ত এসআইআর সংক্রান্ত কারণে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১০০ জনের। এসআইআরের ফলে সমাজের নানা স্তরে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা। এর প্রভাব তাৎক্ষণিক নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী বলে মনে করছেন মনোবিদরা।

এসআইআর শুরুর পর থেকেই অদ্ভুত এক উদ্বেগ প্রভাব ফেলেছে বহু মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও। বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজির পরিসংখ্যান এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে। নভেম্বরের আগে যেখানে নিউরো সাইকোলজি বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫০-১৭০ জন, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৫-২৫০-এ। অন্যদিকে নিউরো মেডিসিন বিভাগে রোগীর সংখ্যা ৩০০ থেকে লাফিয়ে পৌঁছেছে ৫০০-র ঘরে। চিকিৎসকদের মতে, এই বিপুল বৃদ্ধির কারণ হল এসআইআর কেন্দ্রিক মানসিক চাপ ও অনিশ্চয়তা। মনোবিদদের মতে, এর ফলে এক চিরস্থায়ী আশঙ্কা থেকে যেতে পারে মানুষের মধ্যে। ফলে ছোটখাটো কোনও ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ, উত্তেজনা এমনকি তার মুখোমুখি হতেও ভয় পেতে পারেন মানুষ।

মনোবিদ অর্ণব দত্তের মতে, 'বহু মানুষ এসআইআরের সঙ্গে নাগরিকত্বের বিষয়টি জড়িয়ে ফেলেছে। ফলে এর থেকে ভবিষ্যতে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার থেকে যেতে পারে। ভবিষ্যতে কখনও যদি এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, মানুষ ভয় পাবে।' চিকিৎসক চন্দনা বক্সী জানালেন, 'এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর যত জন মানুষ আমার কাছে এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই স্ট্রেসের কারণ হিসেবে এসআইআরের কথা উল্লেখ করেছেন।'

সিদ্ধান্তহীনতা, অতিরিক্ত সাবধানতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হবে ব্যক্তি বিশেষে। এমনটাই মনে করছেন মনোবিদ দেবলীনা মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার চিন্তায় মানুষের মধ্যে পকেট ট্রমা তৈরি হচ্ছে। বৃহত্তরভাবে এর সামাজিক প্রভাব না পড়লেও ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে পারেন।' মনোবিদ রঞ্জন ঘোষের মতে, 'এর প্রভাব কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। মানুষ ছোটখাটো বিষয়ে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। কারোর যদি বাইপোলার বা অ্যাডিকশন থাকে তাহলে তা এই চাপের ফলে বেড়ে যেতে পারে। যে কোনও বিষয়ে সন্দেহ বা পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার হতে পারে ব্যক্তি বিশেষে।'

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এসআইআর শুনানির এই প্রক্রিয়া মানুষের মনে যে ক্ষত তৈরি করছে, তা সারিয়ে তোলা সময়ের পক্ষেও কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে মানুষ এখন নিজের মনের সঙ্গেই লড়তে বাধ্য হচ্ছে।

> মানুষ হেনস্তার সম্মুখীন হওয়ায় স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে। যার শারীরিক প্রভাবও রয়েছে। এটা দীর্ঘদিন ধরে চললে মানুষের মধ্যে ডিপ্রেশন তৈরি হয়।
>
> -চন্দনা বক্সী

বৈষম্য রোধে কড়া পদক্ষেপ ইউজিসি'র

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব বিতর্ক এবং প্রায় ১০ বছর আগে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু। জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কম ওঠেনি। এর আঁচ পড়েছে রাজ্যেও। এই অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে এবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-র নতুন বিধি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সম্প্রতি ইউজিসি 'প্রোমোশন অফ ইকুইটি ইন হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন' বিধি জারি করে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পরিচয় সহ একাধিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সামনের সারির উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই নিয়ম কার্যকর করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

নতুন বিধি অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে 'ইকুয়াল অপারচুনিটি সেন্টার' গঠন করতে হবে, যার চেয়ারম্যান হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা কলেজের অধ্যক্ষ। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা হবে 'ইকুইটি কমিটিও'। ওই কমিটিতে সদস্যরা দু'বছর পর্যন্ত বহাল থাকবেন। কোনও পড়ুয়া বা কর্মীর অভিযোগ পেলে কমিটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা খতিয়ে দেখবে। পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তৈরি করে ফেলতে হবে রিপোর্ট। তার ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবেন কর্তৃপক্ষ। রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে 'ওম্বুডসম্যান'-এ আবেদন করা যাবে। ২৪ ঘণ্টার জন্য চালু থাকবে হেল্পলাইন নম্বরও। ফোন মারফত কেউ অভিযোগ জানালে তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে। এই সম্পূর্ণ নিয়ম সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখবে ইউজিসি। গাফিলতি দেখতে পেলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে। ইউজিসি-র বৈধ প্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম বাদও যেতে পারে। এই নিয়ম কার্যকর হলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জাতিগত বিভেদ সহজেই রোধ করা যাবে বলে মনে করছে উপাচার্যমহল।

শুনানির আগে 'আত্মঘাতী'

আসানসোল, ১৮ জানুয়ারি : এসআইআরের শুনানিতে যাওয়ার আগেই আত্মঘাতী হলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের সালানপুর ব্লকের এক বৃদ্ধ। জানা গিয়েছে, মৃত বৃদ্ধ নারায়ণ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও তাঁর ছোট মেয়ে সঞ্চয়িতা দাস সেনগুপ্তর খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। ফলে তাঁরা শুনানিতে ডাক পান। তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত নথি না থাকায় প্রবল মানসিক চাপে বৃদ্ধ আত্মহত্যা করেন বলে পরিবারের দাবি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায় বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। এর জন্য দায়ী বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। বিজেপির কথায় নির্বাচন কমিশন বাংলার মানুষদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।' পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, শুনানির নোটিশ পাওয়ার পরেই তিনি যথেষ্ট চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিএলও তাঁকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ও ছোট মেয়ের ভবিষ্যতের আশঙ্কা করেই উদ্বেগে ছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ এখনও দায়ের করা হয়নি। সালানপুর ব্লক প্রশাসন সমগ্র ঘটনায় তদন্ত করে দেখছে বলেই জানা গিয়েছে।

সিপিএমের প্রচারে ফের সিঙ্গুরে কর্মসংস্থান

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : প্রায় দেড় দশক হতে চলল, ক্ষমতায় নেই বামেরা। ২০০৬ সালে টাটা মোটরসের ন্যানো প্রকল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিঙ্গুর আন্দোলন বামফ্রন্ট সরকারের পতনের এক অন্যতম কারণ। ওই সময় সিপিএমের বিরুদ্ধে কৃষিজমি রক্ষা, চাষির অধিকার, জমি ফেরত চাই—এই স্লোগানগুলিতেই বাম সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ দুই দশক পর সেই সিঙ্গুরই চাইছে শিল্প ও কর্মসংস্থান। এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে নতুন করে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক প্রচারে নামতে চাইছে বামেরা।

ভোটমুখী বাংলায় রবিবার টাটার মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে শিল্প নিয়ে আলাদা এক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এদিন সিঙ্গুরের জমিতে দাঁড়িয়ে শিল্পায়নের কোনও কথা শোনা যায়নি প্রধানমন্ত্রীর মুখে। এই প্রেক্ষিতে ওই সময় বিজেপি ও তৃণমূল তথা তৎকালীন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁতাতের কথা তুলে ধরে প্রচারে নেমে পড়েছে সিপিএম। সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রাজনাথ সিংয়ের ছবিকে পোস্টার বানিয়ে প্রচার শুরু করেছে বামেরা। সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানা না হওয়া নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলের আঁতাতকেই দায়ী করেছে তারা।

শুধু সমাজমাধ্যম নয়, সিঙ্গুরের জনগণের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মসংস্থানের পক্ষে নিজেদের অবস্থান জোরালো করার পরিকল্পনা করছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। বাম নেতাদের মতে, সময়ের সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে, শিল্প ছাড়া কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। তাদের দাবিই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'গত এক সপ্তাহ ধরেই এই বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছি আমরা। ওই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বাধা দিয়েছিল, তেমনই নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিল। এই নিয়ে আমাদের প্রচার চলবে।' সম্প্রতি পুরোনো পন্থাতেই বুথে বুথে বৈঠক করছে সিপিএম। সিঙ্গুর ইস্যুকে অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় জনগণের কাছে প্রয়োজনমতো তুলে ধরা হবে বলেই জানিয়েছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

> গত এক সপ্তাহ ধরেই এই বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছি আমরা। ওই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বাধা দিয়েছিলেন, তেমনই নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে সাহায্য করেছিলেন। এই নিয়ে আমাদের প্রচার চলবে।
>
> -মহম্মদ সেলিম

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪১ সংখ্যা, সোমবার, ৫ মাঘ ১৪৩২

কাঁটাবিদ্ধ ন্যাটো

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকিকে কেন্দ্র করে নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশনের (ন্যাটো) মধ্যে ব্যাপক অশান্তি শুরু হয়েছে। ট্রাম্পের স্বৈরাচারী মনোভাব মেনে নিতে নারাজ ন্যাটোর অন্য শরিকরা। গ্রিনল্যান্ড এব্যাপারে নিজেদের কঠোর মনোভাব ইতিমধ্যে আমেরিকাকে জানিয়ে দিয়েছে। সামরিক তৎপরতাও শুরু করেছে দেশটি। গ্রিনল্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়েছে ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, বেলজিয়াম সহ ইউরোপের নানা দেশ। ইউরোপীয় সেনারা ইতিমধ্যে গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছাতে শুরু করেছেন।

সম্প্রতি মার্কিন ডেল্টা ফোর্স রাতের অন্ধকারে তেলসমৃদ্ধ ভেনেজুয়েলায় হানা দিয়ে সস্ত্রীক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে কারাকাসের প্রাসাদ থেকে অপহরণ করে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিল। মাদক-সন্ত্রাসের অভিযোগে ইতিমধ্যে তাঁদের বিচারও শুরু হয়েছে মার্কিন আদালতে। এমনিতে ইজরায়েলকে সঙ্গী করে পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা বহুদিন ধরে খবরদারি চালিয়ে আসছে।

এখন আবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের নজর পড়েছে খনিজসমৃদ্ধ গ্রিনল্যান্ডে। কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রিনল্যান্ড শাসন করছে ডেনমার্ক। ১৯৭৯ সাল থেকে স্বশাসিত হলেও গ্রিনল্যান্ডের মানুষ ডেনমার্কের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসেন। সেই গ্রিনল্যান্ডের ওপর আমেরিকার নজর পড়ায় এখন শুধু ন্যাটো নয়, ট্রাম্পের আগ্রাসী মনোভাবের নিন্দায় সোচ্চার হয়েছে সারা বিশ্ব।

রোজ যিনি দেশে দেশে যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন, নিজেকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন, সেই ট্রাম্পের একের পর এক দেশে দাদাগিরি চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বজুড়ে। প্রতিবাদে এই মুহূর্তে গ্রিনল্যান্ডকে কেন্দ্র করে ন্যাটো ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে।

কয়েকদিন আগে হোয়াইট হাউসে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের দুই বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও বিদেশসচিব মার্কো রুবিও এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। দুই বিদেশমন্ত্রী হাজার চেষ্টা করেও রুবিও এবং ভ্যান্সকে গ্রিনল্যান্ড দখলের মার্কিন পরিকল্পনা থেকে টলাতে পারেননি। বৈঠক পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।

হোয়াইট হাউসে বৈঠকের কিছুক্ষণ আগে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস ফ্রেডেরিক নিলসেন কার্যত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেনকে পাশে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে যদি আমেরিকা এবং ডেনমার্কের মধ্যে কোনও একটি দেশকে বেছে নিতে বলা হয়, আমি সবসময় ডেনমার্ককে বেছে নেব।'

এত সবের পরেও ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের প্রশ্নে অনড় আছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাফ কথা, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার দরকার। তাঁর এই একগুঁয়েমি মনোভাবে অবশ্য ট্রাম্পকে ন্যাটো সামরিক জোটে একঘরে করে দিয়েছে। ন্যাটোর জন্ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল। ১২টি দেশ মিলে গঠন করেছিল ন্যাটো।

ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন ন্যাটো ছিল সোভিয়েত রিপাবলিকের নেতৃত্বাধীন ওয়ারশ চুক্তির প্রধান প্রতিপক্ষ। সোভিয়েতের পতনের পর ন্যাটো পূর্ব ইউরোপের বহু দেশকে জোটের সদস্য করে নেয়। প্রধানত রুশ আগ্রাসন থেকে রক্ষা এবং ইউরোপ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ইউরোপীয় দেশগুলির সামরিক জোটের প্রয়োজন অনুভব করেছিল তারা। সেই চাহিদা মিটিয়েছে ন্যাটো।

আজ গ্রিনল্যান্ডকে রক্ষা করতে নেমে পড়েছে ইউরোপের বহু রাষ্ট্র। ট্রাম্পের যুক্তি, রাশিয়া এবং চিন অনেক আগে থেকে গ্রিনল্যান্ড দখলের পরিকল্পনা এঁটেছে। আমেরিকা হস্তক্ষেপ না করলে রুশ ও চিনা কবজায় গ্রিনল্যান্ডের চলে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই অভিযোগ অবশ্য ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে মস্কো ও বেজিং।

আমেরিকা নতুন করে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের সঙ্গে বৈঠকে আগ্রহী। কিন্তু ট্রাম্পের ভূমিকায় সকলে হতাশ। কয়েক মাস আগে ন্যাটোর বিরাট আর্থিক দায়ভারের সিংহভাগ বহনে অক্ষমতা জানিয়ে ট্রাম্প সামরিক জোট ছাড়ার হুমকি দিয়েছিলেন। আজ সেই জোটে নিজেই কোণঠাসা মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

'গডফাদার' ট্রাম্প ও মার্কিন গণতন্ত্রের ফানুস

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রমাণ করেছেন, আমাদের 'হইহট্টগোলের' সংসদীয় ব্যবস্থাই আসলে স্বৈরতন্ত্রের সেরা প্রতিষেধক।

নীহারিকা সরকার

-এআই

ইদানীং একটা কথা প্রায়ই কানে আসে, 'ধুর মশাই! এই খিচুড়ি মার্কা সিস্টেমে দেশ চলে? তার চেয়ে আমেরিকার মতো প্রেসিডেন্টশিপ দিয়ে দিন। একজন নেতা, এক সিদ্ধান্ত, ব্যাস! কেল্লা ফতে।'

আমাদের অনেকেরই ধারণা, ভারতের মতো বিশাল বৈচিত্র্যের দেশে এই 'সংসদীয় গণতন্ত্র' বড্ড নড়বড়ে। পদে পদে বাধা, শরিকি কোন্দল, আর রোজকার 'কিচকিচ'। তার চেয়ে আমেরিকার মডেল কত চকচকে! একজন শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট, যিনি সাংসদদের ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়াই দেশ চালাবেন। অনেকটা সেই 'নায়ক' সিনেমার অনিল কাপুরের মতো- একদিনে সব সাফ! কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটা দেখার জন্য আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না, শুধু বর্তমান হোয়াইট হাউসের দিকে তাকালেই হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নামক 'ঝড়'- যিনি এখন দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার গদিতে- চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমেরিকার সেই বিখ্যাত 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস' বা 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য'-র তত্ত্ব আসলে কতটা ঠুনকো।

গণতন্ত্র নাকি জমিদারি?

আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা রাজতন্ত্রের ভয়ে তটস্থ ছিলেন। তাই তাঁরা খুব কায়দা করে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছিলেন- প্রেসিডেন্ট দেশ চালাবেন, কংগ্রেস (আইনসভা) টাকার থলি সামলাবে, আর সুপ্রিম কোর্ট আম্পায়ারের মতো হুইসল বাজাবে। খাতায়-কলমে দারুণ ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থা ততদিনই কাজ করে, যতদিন গদিতে বসা মানুষটা 'ভদ্রলোক' থাকেন এবং অলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলেন।

কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প? তিনি সেইসব নিয়মকে 'ডায়েট কোকের' খালি ক্যানের মতো দুমড়ে-মুচড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, আমেরিকার সংবিধান আসলে ভদ্রলোকদের জন্য লেখা, কোনও 'পাড়ার মস্তান'-এর জন্য নয়। ট্রাম্প অনেকটা বিয়েবাড়ির সেই বদমেজাজি জ্যাঠামশাইয়ের মতো- যিনি ক্রিস্টালের গ্লাস ভেঙে, ওয়েটারকে ধমক দিয়ে, শেষে সবাইকে শিষ্টাচারের জ্ঞান দেন।

'রাজা' ট্রাম্পের দরবার

ট্রাম্পের প্রথম জমানা যদি হয় ট্রেলার, তবে এই 'রাউন্ড-২' হল হরর মুভি। আমেরিকার বিচার ব্যবস্থা? তিনি নিজের পছন্দের লোক দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছেন। সুপ্রিম কোর্ট এখন আর নিরপেক্ষ আম্পায়ার নয়, বরং ট্রাম্পের 'ইয়েস ম্যান'-দের আখড়া। বিচারকরা ট্রাম্পের তৈরি করা পোশাক পরেই বিচারাসনে বসছেন বলে মনে হয়। ফেডেরাল এজেন্সিগুলো, যা কি না আমেরিকার মেরুদণ্ড, সেখানে এখন যোগ্যতার চেয়ে আনুগত্যের দাম বেশি।

সবচেয়ে ভয়ের কথা হল, ট্রাম্পের 'ইউনিটারি এগজিকিউটিভ থিওরি'। সোজা বাংলায়- প্রেসিডেন্ট যা করবেন, সেটাই আইন। তিনি চাইলে বিচার বিভাগকে নিজের ব্যক্তিগত উকিল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, আর এফবিআই-কে লেলিয়ে দিতে পারেন বিরোধীদের পেছনে। নিজের অপছন্দের শহরগুলোতে ফান্ড বন্ধ করে দেওয়া, সংবাদমাধ্যমকে 'ফেক নিউজ' বলে দেগে দেওয়া, এমনকি নির্বাচনের তারিখ নিয়ে ছেলেখেলা করা- এসব এখন ওভাল অফিসের রুটিন।

কূটনীতির নামে 'দাদাগিরি'

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমেরিকা এককালে যে দাপট দেখাত, ট্রাম্প সেটাকে স্রেফ মাফিয়া-সুলভ দাদাগিরিতে নামিয়ে এনেছেন। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হোক বা ইরানের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতা- আমেরিকার বহু বছরের পরিশ্রমকে তিনি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সরিয়ে আমেরিকার কোম্পানিগুলোর মধ্যে তেলের খনি বাঁটোয়ারা করার যে প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন, তা কোনও সভ্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মুখে মানায় না। একে 'বানর-বাঁটোয়ারা' ছাড়া আর কী বলা যায়? রাষ্ট্রসংঘ? ওসব তো ট্রাম্পের কাছে নিছক আড্ডাখানা।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা ইউরোপের নেতারা যে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে দু'বার ভাবেন, তার কারণ আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ট্রাম্প 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ কী পোস্ট করবেন, তার ওপর নির্ভর করে বিশ্বের অর্থনীতি। আজ যিনি বন্ধু, কাল তিনি শত্রু। এই খামখেয়ালিপনা কোনও সুপারপাওয়ারের নেতার শোভা পায় না। ডেনমার্কের মতো বন্ধু দেশকে গ্রিনল্যান্ড দিয়ে দেওয়ার জন্য ধমকানো- এ তো রিয়েল এস্টেটের দালালি, কূটনীতি নয়!

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার গদিতে বসে আমেরিকার 'চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস'কে যেন পরীক্ষার খাতার মতো কাটাকুটি করছেন। প্রেসিডেন্টের হাতে এত ক্ষমতা থাকলে, বিচার ব্যবস্থা থেকে কূটনীতি- সবই 'মুড'-এর ওপর চলে, সেটাই এখন ওভাল অফিসের রুটিন। তুলনায় ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে ঝগড়াঝাঁটি আর হট্টগোল থাকলেও, অন্তত সবাই মিলে লাগাম টেনে ধরতে পারে। ট্রাম্প বোঝালেন- গণতন্ত্রে ভদ্রলোকের শিষ্টাচার না থাকলে, সিস্টেমও বড্ড অসহায়।

আমরা প্রায়ই বলি, 'আমাদের দেশেই যত চোর-ডাকাত।' কিন্তু ট্রাম্প যা করছেন, তা 'তৃতীয় বিশ্বের' দুর্নীতিবাজ নেতাদেরও লজ্জায় ফেলে দেবে। নিজের হোটেল-রিসর্টে সরকারি মিটিং করা, পরিবারের সদস্যদের ব্যবসার সুবিধা করে দেওয়া, এমনকি হোয়াইট হাউসে বসে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবসা প্রোমোট করা- এসব এখন ওপেন সিক্রেট। মজার ব্যাপার হল, আমেরিকার তথাকথিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলো এসব দেখেও কুলুপ এঁটে বসে আছে।

ভারতের 'বিশৃঙ্খল' গণতন্ত্রই শ্রেয়

এখন প্রশ্ন হল, আমরা কি সত্যিই আমেরিকার এই মডেল চাই? এখানেই ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার সৌন্দর্য। আমাদের সংসদে হট্টগোল হয়, মাইক ভাঙা হয়, কিন্তু দিনশেষে প্রধানমন্ত্রীকে সাংসদদের জবাব দিতে হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের ভয় থাকে। আমাদের ব্যবস্থায় একজন প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যা খুশি তাই করতে পারেন না; শরিক দল, বিরোধী পক্ষ এবং সর্বোপরি সংসদ তাঁকে টেনে ধরে।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট একবার নির্বাচিত হলে চার বছরের জন্য তিনি কার্যত অজেয়। ইমপিচমেন্ট? ওটা তো এখন রাজনৈতিক প্রহসন। কিন্তু ভারতে সরকার পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে বলেই, স্বৈরাচারী হওয়ার সুযোগ কম।

ট্রাম্প চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, গণতন্ত্র কোনও অটোপাইলট মোডে চলা বিমান নয়। একে চালাতে গেলে চালকের সততা লাগে। আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি অন্তত গণতন্ত্রের বেসিক কোডগুলো মানবেন। ট্রাম্প সেই ভুল ভেঙে দিয়েছেন।

তাই পরের বার যখন কেউ বলবেন, 'ভারতের একটা প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম দরকার', তখন তাঁকে ট্রাম্পের ছবিটা দেখিয়ে দেবেন। 'নড়বড়ে' বাসের মতো আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রে হয়তো ঝাঁকুনি বেশি, কিন্তু অন্তত এটা নিশ্চিত করে যে, ড্রাইভার চাইলেই বাসটাকে খাদে ফেলে দিতে পারবেন না- যাত্রীরা (সংসদ) তাঁকে থামাবেনই।

গণতন্ত্রের আইটেম নম্বরে একজন উন্মাদ সোলো পারফর্মারের চেয়ে, আমাদের এই 'হইহট্টগোলের' দলবদ্ধ নাচই অনেক বেশি নিরাপদ।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৯৭৮

নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্য প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৩৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন ১৯৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের জন্য আলাদা মন্ত্রক গঠন করেছিল। জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহিদরাও মুক্তিযোদ্ধা। বিএনপি আবার সরকার গড়লে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রকে তাঁদের জন্য আলাদা বিভাগ হবে। এই পরিবারগুলির দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

- তারেক রহমান

ভাইরাল/১

বিহারের সীতামঢ়ীর এক তরুণ সাইকেলে যাচ্ছিলেন। মাছবোঝাই পিকআপ ভ্যান তাঁকে ধাক্কা মারে। মারা যান ওই তরুণ। কোনও সাহায্য না করে উলটে যাওয়া ভ্যান থেকে একদল মানুষ মাছ লুট করতে ব্যস্ত। নিন্দার ঝড়।

ভাইরাল/২

থাইল্যান্ডের লার্ন দ্বীপের একটি পাহাড় থেকে প্যারাগ্লাইডিং করছিলেন এক মার্কিন পর্যটক। মাঝ আকাশে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইভোল্টেজের বিদ্যুতের খুঁটির ওপর আছড়ে পড়েন। সেখানেই উলটো ঝুলতে থাকেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

জনমন
জনমত

টিউশনে জমজমাট বাণিজ্য

শিক্ষা আজ অনেকাংশে বাণিজ্যে পরিণত। নির্ধারিত ভর্তি ফি দিতে না পারলে ষষ্ঠ শ্রেণির শিশুটিকেও ভর্তি নেওয়া হয় না। আবার যে তরুণ শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তাঁকেও প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের মোটা অঙ্কের ফি দিতে হয়। সুতরাং বলা বাহুল্য, মানুষ হওয়ার জন্য যে বিষয়টি অপরিহার্য ছিল, সেখানে এখন বাণিজ্য বেশ জমে উঠেছে।

প্রাইভেট টিউশনির বাজার এতটা জমজমাট হওয়ার পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। বেকারত্ব নিদারুণভাবে বেড়ে চলেছে। টিউশনিটাই আপাতত কাজের সেরা উপায়। প্রতিযোগিতার বাজারে কখন যে বিষয়টি বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে তা কেউ খেয়াল করেননি। অনেক শিক্ষক এখন পড়ানোর চেয়ে ছাত্রদের পরীক্ষায় নম্বর পাইয়ে দেওয়ার কৌশল শেখাতেই বেশি ব্যস্ত!

অন্যদিকে, স্কুলের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষকের সামনে দিয়েই মেধাবী ছাত্রটি টিউশনিতে ছুটছে- এটি একজন আদর্শ শিক্ষকের জন্য লজ্জাজনক পরিস্থিতি। তবে এই লজ্জা শুধু আদর্শ শিক্ষকেরই, যে মা উচ্চশিক্ষিত হয়েও নিজের চার-পাঁচ বছরের শিশুটিকে অ-আ, এ-বি শেখানোর জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন তাঁর চোখে লজ্জার বদলে গর্ব দেখা যায়। এভাবেই অনেক ক্ষেত্রে অকারণে টিউশনির বাজার বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। টিউশন সেন্টারের 'রেডিমেড নোট' আজ পড়ুয়াদের বেশি পছন্দ। যখন একজন শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার আনন্দ ভুলে শুধু নম্বর তোলার যান্ত্রিক কৌশলে অভ্যস্ত হয়, তখন বুঝতে হবে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই পরাজিত হয়েছে। বাজারদরের ফর্দ থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করে তাকে জ্ঞান অর্জনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফিরিয়ে আনাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

রাসেল সরকার, বক্সিগঞ্জ, হলদিবাড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অসুরের অন্তিম প্রস্থান ও আমাদের বিবেক

দারিদ্র্য আর নিঃসঙ্গতার কাছে পরাজিত এক শিল্পীর মৃত্যুতে আমাদের মেকি সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ ভেঙেচুরে একাকার।

সাধন দাস

অমল চৌধুরী

মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠের সুরের সঙ্গে পর্দায় যাঁর সুঠাম দেহ আর ভয়াবহ হাসি অশুভের আস্ফালন তৈরি করত, তিনি অমল চৌধুরী- বাঙালির চিরচেনা 'জ্যান্ত অসুর'। প্রতি বছর দেবী দুর্গার হাতে তাঁর বিনাশ দেখে আমরা শুভ শক্তির জয় উদযাপন করেছি। কিন্তু গত ১৪ জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে যখন অশোকনগরের এক জীর্ণ ঘরে এই প্রবীণ শিল্পীর পচাগলা দেহ উদ্ধার হল, তখন সেই মৃত্যু কেবল এক শিল্পীর প্রস্থান রইল না; তা হয়ে উঠল আমাদের সমাজ ব্যবস্থার এক নির্দয় ময়নাতদন্ত। সেই নিরাভরণ নিথর দেহটি যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল- আসলে শিল্পী নন, উলঙ্গ হয়ে পড়েছে আমাদের মেকি সংস্কৃতিমনস্ক সমাজ।

অমলবাবুর অভিনয় ছিল অনন্য। তাঁর চোখের চাহনি আর শরীরী ভাষা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিশুদের মনে যেমন ভয়ের উদ্রেক করেছে, তেমনই বড়দের দিয়েছে অভিনয়ের চূড়ান্ত আস্বাদ। অথচ যে মানুষটি পর্দার অসুর হিসেবে ঘরোয়া আড্ডার বিষয় ছিলেন, ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন ভয়াবহ রকম নিঃসঙ্গ। একে একে মা, বাবা, ভাই, দিদি- সব স্বজন হারিয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। আমাদের চারপাশের আলোকোজ্জ্বল ভিড়ের মাঝেও যে কত অন্ধকার গহ্বর লুকিয়ে থাকে, তাঁর শেষজীবন তার বড় প্রমাণ।

দারিদ্র্য তাঁর কাছে কোনও বিমূর্ত ধারণা ছিল না, ছিল প্রতিদিনের কর্কশ বাস্তবতা। যে মানুষটি অভিনয়ের তাগিদে একসময় সুঠাম, পেশিবহুল শরীর গড়েছিলেন, পেটের দায়ে তাঁকে বাজারের ফেলে দেওয়া সবজি কুড়িয়ে দিন গুজরান করতে হয়েছে। তবু তিনি কারও কাছে হাত পাতেননি। শিল্পীর সম্মান বাঁচাতে ভগ্ন শরীর নিয়ে কখনও দেওয়াল লিখন করেছেন, কখনও গ্যারাজে গাড়ির গায়ে তুলি চালিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাঁর অভিনয় ছাড়া বাঙালির মহালয়া পূর্ণতা পায় না, তাঁর কাছে ছিল না কোনও 'আর্টিস্ট কার্ড'। এই একটি নথির অভাবে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন ন্যূনতম সরকারি সহায়তা বা মাসিক ভাতা থেকে। শিল্পের প্রতি এই চরম নিষ্ঠার কি এটাই ছিল প্রাপ্য পুরস্কার?

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন রাজ্যে 'মহানায়ক' বা 'মহানায়িকা' সম্মানের ছড়াছড়ি, যখন উৎসবের মরশুমে কোটি কোটি টাকা অনুদান আর প্রচারের আলোয় চারপাশ ঝলমল করে, তখন অমল চৌধুরীর মতো একজন আইকনিক মুখ কঙ্কালসার দেহে ব্রাত্যই রয়ে গেলেন। উৎসব শেষ হলে যেমন প্রতিমা বিসর্জন হয়, আমাদের স্মৃতি থেকেও তেমনই বিসর্জিত হন এই প্রবীণ শিল্পীরা।

অশোকনগরের সেই বন্ধ ঘরে শিল্পীর 'উলঙ্গ' দেহ উদ্ধারের ঘটনাটি আসলে আমাদের সভ্যতার মুখোশ খুলে দিয়েছে। অশুভ বিনাশের নামই যদি মহালয়া হয়, তবে দারিদ্র্য আর অবহেলার এই যে অসুর আমাদের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার বিনাশ কবে হবে? অমল চৌধুরীর মৃত্যু একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতার দলিল। এই লজ্জাজনক মৃত্যুর পর কি সত্যিই আমাদের লজ্জা হবে না? নাকি আবারও নতুন কোনও অসুর খুঁজে নিয়ে পুরোনোকে ভুলে যাওয়াই হবে আমাদের দস্তুর? প্রশ্নটি তোলা থাকল আমাদের বিবেকের কাছেই।

(লেখক মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৪৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। দৈহিক, শারীরিক ৪। চাল ৫। মক্কার বিখ্যাত মসজিদ, আলখাল্লা জাতীয় জামাবিশেষ ৭। নৈপুণ্য, অসাধারণ কর্ম বা কর্মসাধনা ৮। দুর্গের চারপাশের খাত ৯। শঠ, ধূর্ত ১১। মুক্ত, অকৃপণ ১৩। আফিং থেকে তৈরি মাদকবিশেষ ১৪। শেষ, খতম ১৫। লিখিত প্রমাণপত্র, অধিকার প্রমাণের পত্র।

উপর-নীচ : ১। ছন্দোবন্ধ ব্যাখ্যা, অল্পাক্ষর ব্যাখ্যার দ্বারা বহু অর্থের বোধক কবিতা ২। মুণ্ডচ্ছেদ, প্রাণদণ্ড ৩। বাল গোপালের প্রাতঃকালীন ভোগ ৬। অমঙ্গল, উৎপাত ৯। বাড়ির পেছনের দিক, ছাঁচতলা ১০। অত্যন্ত কুৎসিত বা জঘন্য আকৃতিবিশিষ্ট ১১। সমবেদনা, দয়া ১২। ছোট বা অগভীর বন।

সমাধান ■ ৪৩৪৭

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। বাটিকা ৫। চিনাবাদাম ৭। শবর ৯। কলকা ১১। মানমন্দির ১৪। বজ্জর ১৫। নিত্যকার।

উপর-নীচ : ১। মিশমিশ ২। মরীচি ৩। বাহবা ৪। কাঠিম ৬। দামাল ৮। বয়ান ১০। কালান্তর ১১। মাধব ১২। মন্দির ১৩। রয়ানি।

বিন্দুবিসর্গ

বাণিজ্য চুক্তি স্থগিতের সিদ্ধান্ত ইইউ-এর

গ্রিনল্যান্ড বিক্রি হবে না, প্রতিবাদের ঝড়

নুক ও ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : 'গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়', এই বজ্রনির্ঘোষে এখন কাঁপছে সুমেরু বৃত্তের বরফে ঢাকা দ্বীপটি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের 'উদ্ভট' দাবির প্রতিবাদে শনিবার রাজধানী নুকের রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার মানুষ। কনকনে ঠান্ডা আর তুষারপাত উপেক্ষা করেই এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সুমেরুর এই স্বশাসিত অঞ্চলের সার্বভৌমত্বের দাবিকে আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

প্রতিবাদ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই ফ্লোরিডা থেকে ধেয়ে আসে ট্রাম্পের নতুন অর্থনৈতিক আক্রমণ। তিনি ঘোষণা করেছেন, ডেনমার্ক সহ ইউরোপের আটটি দেশ যারা গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা করছে, তাদের পণ্যের ওপর আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানো হবে। ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই শুল্কের হার জুনের মধ্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হতে পারে। এই ঘোষণার পরই বিশ্ব রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

- ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের 'উদ্ভট' দাবির প্রতিবাদে শনিবার রাজধানী নুকের রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার মানুষ
- ডেনমার্ক সহ ইউরোপের আটটি দেশ যারা গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আধিপত্যের বিরোধিতা করছে, তাদের পণ্যের ওপর ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানো হবে
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল

খনিজ সম্পদে ঠাসা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই দ্বীপটিকে দীর্ঘদিন ধরে নিজের আয়ত্তে আনতে চাইছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, রাশিয়া ও চিনের হাত থেকে সুমেরু অঞ্চলকে রক্ষা করতে আমেরিকার এই মালিকানা প্রয়োজন। তবে নুকের মার্কিন কনসুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেন্স-ফ্রেডেরিক নিলসেন স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'আমরা ডেনমার্কের অংশ হিসেবেই থাকতে চাই। গ্রিনল্যান্ড কোনও পণ্য নয় যে কেউ চাইলে কিনে নেবে।'

এদিনের মিছিলে ৯ বছরের শিশু থেকে ৪৭ বছরের প্রৌঢ়া মারি পেডারসেনকেও দেখা গিয়েছে। মারি বলেন, 'আমি আমার সন্তানদের এখানে এনেছি এটা শেখাতে যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা আমাদের অধিকার।'

এদিকে হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ স্টিফেন মিলার ট্রাম্পের প্রস্তাবকে রক্ষা করে বলেন, 'ডেনমার্ক একটি ছোট দেশ, তাদের পক্ষে গ্রিনল্যান্ড রক্ষা বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।' তিনি আরও দাবি করেন যে, মার্কিন করদাতারা ইউরোপের প্রতিরক্ষায় যে ভরতুকি দিচ্ছে, তা একটি 'খারাপ চুক্তি'। তবে ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ এবং ইউরোপীয় দেশগুলির সামরিক ঐক্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, সার্বভৌমত্ব নিয়ে তারা কোনও আপস করবে না। বিক্ষোভকারীদের হাতে থাকা 'মেক আমেরিকা গো অ্যাওয়ে' লেখা প্ল্যাকার্ডগুলি এখন আটলান্টিকের দু-পারের সম্পর্কের গভীর ফাটলকেই নির্দেশ করছে।

তুমি কি এমনই শক্তিমান... সন্তানকে নিয়ে প্রতিবাদে শামিল এক মা। নীচে বিক্ষোভে হাজার হাজার গ্রিনল্যান্ডবাসী।

বিজেপি মানুষের প্রথম পছন্দ মোদি

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি : সুশাসন ও উন্নয়নের কারণে দেশজুড়ে ভোটারদের প্রথম পছন্দ হিসেবে উঠে আসছে বিজেপি। রবিবার অসমের একটি জনসভায় এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'বিজেপি এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আসন ও ভোট দু'টোই বেশি পেয়েছে। মহারাষ্ট্র পুরভোট ও কেরলেও দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। কেরলে বিজেপির মেয়র হয়েছেন। এই ফল বুঝিয়ে দিচ্ছে, দেশজুড়ে মানুষ সুশাসন আর উন্নয়নের জন্য বিজেপিকেই ভরসা করছে।'

কংগ্রেসকে বিঁধে তাঁর তির, 'নেতিবাচক রাজনীতির কারণে কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাই স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের কথা ভেবে মানুষ বিজেপির ওপরই ভরসা রাখছেন।' সদ্যসমাপ্ত বৃহন্মুম্বই পুরসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় ফলকেও কটাক্ষ করেছেন মোদি। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস ১৮৮৫ সালে মুম্বইয়ে জন্মেছিল। অথচ সেই শহরের পুরভোটেই কংগ্রেস চতুর্থ স্থান পেয়েছে।' কংগ্রেসকে বিঁধে মোদি বলেন, 'শুধুমাত্র নিজেদের নেতিবাচক রাজনীতির কারণেই কংগ্রেস দেশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। যে মুম্বইয়ে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল সেখানেই এখন তারা চতুর্থ নয়তো পঞ্চম স্থানে নেমে গিয়েছে। যে মহারাষ্ট্রে এতদিন তারা রাজত্ব চালিয়েছিল এখন সেই কংগ্রেস ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস সরকারের আমলে অসমে বেআইনি অনুপ্রবেশ বেড়ে গিয়েছিল।

বৃহন্মুম্বই পুরসভায় কংগ্রেস এবার জিতেছে মোট ২৪টি আসন। গতবার তারা পেয়েছিল ৩১টি আসন। এবার লাতুর পুরসভাও দখল করেছে হাতশিবির। বিজেপি মুম্বইয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ঠিকই, কিন্তু গতবারের তুলনায় তাদের আসনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৭টি। ২০১৭ সালে বিজেপি মুম্বইয়ে জিতেছিল ৮২টি আসন। এবার তারা পেয়েছে ৮৯টি আসন।

নেতিবাচক রাজনীতির কারণে কংগ্রেস মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাই স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের কথা ভেবে মানুষ বিজেপির ওপরই ভরসা রাখছেন।

নরেন্দ্র মোদি

বিয়ের বিজ্ঞাপনে প্রতারণা

লখনউ, ১৮ জানুয়ারি : সরকারি কর্মচারী পরিচয় দিয়ে সংবাদপত্রে বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন দুই তরুণ নাভেদ ও ভুরা। দাবি ছিল 'সুন্দরী পাত্রী চাই'। বিজ্ঞাপন দেখে পাত্রীর পরিবার ফোন করত তাঁদের। ধীরে ধীরে কথাবার্তা এগিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতেই শুরু হত নানা অছিলায় টাকা চাওয়ার খেলা। কখনও ফোন করে তাঁরা জানাতেন খুব অসুবিধায় পড়েছেন, আবার কখনও দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী শোনাতেন। হবু বৌয়ের পরিবার বিশ্বাস করে টাকা দিলেই যোগাযোগ বন্ধ করে দিতেন দুজনে।

পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দিল্লি সহ একাধিক রাজ্যের অসংখ্য পরিবারের সঙ্গে এভাবেই প্রতারণা করেছেন নাভেদ ও ভুরা। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের থানায় এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। ঘটনার তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মার্কিন অর্থে ভারতকে এআই চ্যাটজিপিটির!

ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : আমেরিকার অর্থে ভারত এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ভিত্তিক পরিষেবা পাচ্ছে! এমন অভিযোগ তুলে নতুন বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। তাঁর দাবি, চ্যাটজিপিটির মতো সংস্থা আমেরিকার পরিকাঠামো ও সম্পদ ব্যবহার করে ভারত ও চিনের মতো দেশকে পরিষেবা দিচ্ছে। নাভারো প্রশ্ন তোলেন, 'ভারত এআই ব্যবহার করবে, আর তার জন্য আমেরিকার নাগরিকরা কেন অর্থ খরচ করবেন?' তাঁর যুক্তি, চ্যাটজিপিটি আমেরিকার মাটি ও পরিকাঠামো ব্যবহার করে বাকি বিশ্বে পরিষেবা দিচ্ছে, যা মার্কিন স্বার্থবিরোধী। এই মন্তব্যের পর ওয়াকিবহাল মহলে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবার চ্যাটজিপিটির ওপর কোনও নতুন ফতোয়া জারি করতে চলেছে ট্রাম্প প্রশাসন? তেমনটা হলে ভারতের কয়েক কোটি ব্যবহারকারী বিপাকে পড়তে পারেন।

ক্ষুব্ধ ইরানি বিক্ষোভকারীরা

'পিঠে ছুরি মেরেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প'

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১৮ জানুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্পের আশ্বাসে ভরসা করে ইরানের রাজপথে নেমেছিলেন লাখ লাখ মানুষ। লক্ষ্য ছিল সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই সরকারের পতন। কিন্তু সেই আন্দোলনের চরম মুহূর্তে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আকস্মিক 'সুর বদল' ও ইরান সরকারের প্রতি নমনীয় মনোভাবকে চরম 'বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবে দেখছেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, 'আন্দোলনকারীদের পিঠে ছুরি মেরেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট!'

এদিকে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর সবথেকে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সাক্ষী হয়েছে ইরান। ২৮ ডিসেম্বর থেকে চলা সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজারে পৌঁছে গিয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছেন এক ইরানি আধিকারিক। নিহতদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন নিরাপত্তা কর্মীও রয়েছেন। প্রশাসনের দাবি, 'সশস্ত্র দাঙ্গাকারী ও সন্ত্রাসবাদীরা' সাধারণ মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করায় এই প্রাণহানি ঘটেছে। ইরানের বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গির বলেন, 'আমরা অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়ব না।' অনেক বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ আনা হয়েছে, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

দিনকয়েক আগে ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'আমেরিকা তৈরি' এবং 'সাহায্য আসছে'। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ওয়াশিংটন সামরিক অভিযান চালিয়ে খামেনেই সরকারকে উৎখাত করবে। ট্রাম্পের এমন 'আশ্বাস' শুনেই তাঁরা প্রাণের তোয়াক্কা না করে রাস্তায় নেমেছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি ট্রাম্পের এক বিবৃতিতে সব সমীকরণ ঘেঁটে গিয়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান সরকার তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে বিক্ষোভকারীদের আর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না, তাই আপাতত সামরিক অভিযানের দরকার নেই। এমনকি এই 'সহযোগিতার' জন্য ইরান সরকারকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

নজরে ইরান

- ট্রাম্পের সামরিক সাহায্যের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা পথে নামলেও শেষমুহূর্তে তাঁর 'সুর বদল'
- আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়েছে
- বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ
- খামেনেই এই অশান্তির জন্য আমেরিকা-ইজরায়েলকে দায়ী করেছেন
- দিশাহারা আন্দোলনকারীরা

এই মন্তব্যে তেহরানের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তেহরানের এক ব্যবসায়ী আক্ষেপ করে বলেন, '১৫ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য ট্রাম্পই দায়ী। তাঁর 'লকড অ্যান্ড লোডেড' পোস্ট দেখেই মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। এখন বুঝতে পারছি, আমেরিকা নিশ্চয়ই ইরান সরকারের সঙ্গে কোনও গোপন সমঝোতা করতে আমাদের ব্যবহার করেছে।' অপর এক বিক্ষোভকারী বলেন, 'ট্রাম্প আমাদের বোকা বানিয়েছেন, আমাদের কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।' এক নারী বিক্ষোভকারীর কথায়, 'আমি আর কোনও আশা দেখছি না। ট্রাম্পের কিছু যায়-আসে না।'

ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর সেই দাবি নতুন মাত্রা পেয়েছে। যদিও বিক্ষোভকারীদের একাংশ এখনও বিশ্বাস করেন যে, এটি ট্রাম্পের রণকৌশল হতে পারে। তবে ট্রাম্পের এই পিছু হটা যে ইরানের সাধারণ মানুষের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

১৫০০ শিশু উদ্ধার, রেলের সর্বোচ্চ সম্মান চন্দনাকে

মিরাট, ১৮ জানুয়ারি : রেলের আরপিএফ অফিসার চন্দনা সিংহ গত কয়েক বছরে প্রায় ১৫০০ শিশুকে উদ্ধার করেছেন। স্বীকৃতিস্বরূপ পেলেন রেলের সর্বোচ্চ সম্মান 'অতি বিশিষ্ট রেলসেবা পুরস্কার'। ৯ তারিখ তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

রেলপুলিশের শিশু উদ্ধারের অভিযান 'অপারেশন নানহে ফরিস্তে' আরপিএফ অফিসার চন্দনা সিংহের নেতৃত্বে শুরু হয় ২০২৪ সালে। অভিযানের সূচনা লখনউয়ের চারবাগ স্টেশন থেকে। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাচার হতে যাওয়া বহু শিশুকে তাঁর টিম উদ্ধার করেছে। ২০২৫-এ ১০৩২ শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

তার মধ্যে ৩৯ জনকে পাচার করা হয়েছিল স্রেফ শ্রমিকের কাজে লাগানোর জন্য। ওই দলে বছর ছয়েকের এক বালিকা ছিল।

ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার দেবাংশু শুক্লা চন্দনার কাজের প্রশংসা করে বলেছেন, 'চন্দনার টিমে মহিলারাই বেশি আছেন। তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ। পারস্পরিক সমন্বয়ের কারণে কাজে সাফল্য মিলছে।'

চন্দনা বলেছেন, 'আটের দশকে জনপ্রিয় টিভি সিরিয়াল 'উড়ান'-এর আইপিএস অফিসার কল্যাণী সিংহকে দেখে উর্দি পরার প্রেরণা পাই।' বছর এগারোর কন্যার মা চন্দনা। তাঁর বেড়ে ওঠা ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মী। ক্যামেরা-লাজুক চন্দনার স্পটলাইট এড়িয়ে চলা স্বভাববৈশিষ্ট্য। উচ্চতর পদে পৌঁছোতে পরীক্ষা দিয়েছেন। স্মিত হেসে বলেছেন, 'আমাকে যে কাজ দেওয়া হয়, তা পুরোপুরি করি।'

উমরের দীর্ঘ কারাবাসে উদ্বেগ প্রকাশ চন্দ্রচূড়ের

জয়পুর, ১৮ জানুয়ারি : নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানির মতো সরাসরি না হলেও জেএনইউয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদের অন্তহীন কারাবাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। দীর্ঘ পাঁচ বছর বিচারহীন অবস্থায় খালিদের জেলে থাকা নিয়ে যখন দেশজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে, তখন তাঁর বিলম্বিত ন্যায়বিচার নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন চন্দ্রচূড়।

জয়পুর লিটারেচার ফেস্টিভালে উমরের জামিনের আবেদন বারবার খারিজ হওয়া নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি জানান, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের দ্রুত বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যদি কোনও মামলার বিচারপ্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ না করা যায়, তবে সেই দীর্ঘ কারাবাস আসলে শাস্তিতেই পরিণত হয়। তাঁর কথায়, 'যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রুত বিচার সম্ভব না হয়, তবে জামিনই হওয়া উচিত নিয়ম, জেল নয়।' উমর খালিদের নাম উল্লেখ করে তিনি জানান, বিচারক হিসেবে তাঁদের

কেবল নথিপত্র ও প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাঁর সাফ কথা, জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে কাউকে অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখা যায় না। আদালতকে খতিয়ে দেখতে হবে জাতীয় নিরাপত্তার দাবি কতটা যৌক্তিক। তিনি সতর্ক করে দেন যে, জামিনকে যদি শাস্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তবে বিচারব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কারও দোষ যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তিনি নির্দোষ। কারান্ধকারের আড়ালে যে বছরগুলি হারিয়ে গিয়েছে, তা কোনও অবস্থাতেই পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।'

চন্দ্রচূড় মনে করিয়ে দেন, জামিন বাতিলের কেবল তিনটি নির্দিষ্ট ভিত্তি রয়েছে। অভিযুক্ত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করলে, দেশ ছেড়ে পালালে কিংবা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করলে তবেই জামিনের আর্জি খারিজ করা যায়। ওই তিনটি কারণ না থাকলে অভিযুক্ত অবশ্যই জামিন পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মতে, জনরোষ নয়, সাংবিধানিক ভারসাম্য রক্ষা করাই আদালতের আসল কাজ।

ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব জারি। অথচ এই বিরোধের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের নাতবৌ শানজেহ আলি রোহেল মেহেন্দি অনুষ্ঠানে বেছে নিলেন ভারতীয় লেহেঙ্গা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা পান্না-সবুজ লেহেঙ্গায় ঝলমলে দেখিয়েছে রোহেলকে। মুহূর্তে সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এর জন্য নিজের দেশের নাগরিকদের সমালোচনার মুখে শরিফ পরিবার।

'বাবা, আমি মরতে চাই না'

গৌতম বুদ্ধ নগর, ১৮ জানুয়ারি : ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করে। তরুণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যুবরাজ মেহতাও তাই করেছিলেন।

শুক্রবার অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় ঘন কুয়াশায় মোড়া একটি উঁচু পাড়কে ঠাওর করতে না পেরে তাঁর গাড়ি তাতে ধাক্কা মেরে পড়ে যায় পাশের গভীর নালায়। ৭০ ফুট গভীর নালায় ডুবন্ত গাড়ি থেকে টর্চের আলো জ্বালিয়ে চিৎকার করেন। মৃত্যুর মুহূর্তে বাবাকে বলেন, 'আমার গাড়ি খাদে পড়েছে। জলে ভরে যাচ্ছে। ডুবে যাচ্ছি, মরতে চাই না। বাবা আমায় বাঁচাও।' তারপরেই স্তব্ধ। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ফোনের সংযোগ। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নয়ডার ১৫০ সেক্টরে।

খাদে পড়ে শেষ আর্তি তরুণের

যুবরাজ মেহতা গুরুগ্রামের অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সীতামাড়ির ছেলে। মা নেই। বোন ব্রিটেনে। বাবা রাজকুমার মেহতা জানিয়েছেন, ছেলের শেষ মুহূর্তের ফোন, মেসেজ পেয়ে পুলিশকে জানান। নিজেও যান। স্থানীয় পুলিশ, ডুবুরি, জাতীয় বিপর্যয়

মোকাবিলা বাহিনীর চেষ্টায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে যুবরাজকে তোলা গেলেও ততক্ষণে সব শেষ। ই-কমার্স সংস্থার ডেলিভারি এজেন্ট মনিন্দর কোমরে দড়ি বেঁধে নালায় ঝাঁপ দিয়েও বাঁচাতে পারেননি। মনিন্দর জানিয়েছেন, ১০ দিন আগে একটি ট্রাক ওই নালায় পড়েছিল।

ইতিমধ্যে এই ঘটনায় দুজন বিল্ডারের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। গ্রেটার নয়ডার এসিপি হেমন্ত উপাধ্যায় বলেন, মৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিতর্কে সুর বদল রহমানের

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : 'ভারত আমার শিক্ষক, ভারতই আমার ঘর।' সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে বলিউডের অন্দরে 'সাম্প্রদায়িক শক্তি'র প্রভাব নিয়ে মন্তব্য করে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এআর রহমান। তার জেরে বিতর্ক শুরু হতেই সেই আগুনে এবার জল ঢাললেন খোদ 'মোৎসার্ট অফ মাদ্রাজ'।

রবিবার এক ভিডিও বার্তায় তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রশ্নাতীত। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রহমান অভিযোগ করেছিলেন, গত আট বছরে বলিউডের ক্ষমতার অলিন্দে এক বড় বদল এসেছে। অ-সৃজনশীল মানুষের দাপট বেড়েছে এবং পরোক্ষভাবে সেখানে 'সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত' কাজ করছে। যার ফলে আগের মতো কাজ পাচ্ছেন না তিনি। এমনকি ভিকি কৌশল অভিনীত সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার 'ছাবা' ছবিটিকেও 'বিভাজনকারী' তকমা দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, এই ছবি বীরত্বের আড়ালে বিভেদকে পুঁজি করেছে।

তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বিশিষ্ট লেখক-গীতিকার জাভেদ আখতার বলেন, 'মুম্বইয়ের মানুষ ওঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। ওঁরা হয়তো ভাবেন পশ্চিমের প্রযোজকদের সঙ্গে উনি ব্যস্ত। অথবা উনি নিজের বড় বড় শো নিয়ে ব্যস্ত। ছোটখাটো প্রযোজকরা ওঁর কাছে যেতে ভয় পান। আমি মনে করি না, এর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক বিষয় আছে।' বাঙালি সংগীতশিল্পী শানও মনে করেন, এই পরিস্থিতির নেপথ্যে সাম্প্রদায়িকতা নেই। তিনি বলেন, 'আমি এতগুলি বছর ধরে গান গাইছি। অনেক সময় আমিও কাজ পাইনি। কিন্তু আমি এটাকে কখনও ব্যক্তিগতস্তরে নিই না। রহমান সাবের একটি সিগনেচার স্টাইল আছে। উনি অনেক বড় মাপের সুরকার। ওঁর অনুরাগীর সংখ্যাও কমেনি, বরং বেড়েছে। আমি মনে করি না, সংগীতের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা সংখ্যালঘু বিষয়ক কিছু আছে। কারণ সংগীত সেইভাবে হয় না।'

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রহমানের সাফাই, 'সংগীতই আমার সংযোগের ভাষা। আমি কাউকেই আঘাত করতে চাইনি। ভারত আমাকে কথা বলার স্বাধীনতা দিয়েছে এবং বহু সংস্কৃতির কণ্ঠস্বরকে উদযাপনের সুযোগ দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি ভাগ্যবান যে আমি ভারতীয়। আমাদের সংস্কৃতিই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

ফের পাক ড্রোন

জম্মু, ১৮ জানুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশে ফের দেখা মিলল রহস্যময় ড্রোনের। সূত্রের দাবি, সীমান্ত পেরিয়ে এগুলি পাকিস্তান থেকে এসেছিল। এই নিয়ে এক সপ্তাহে চতুর্থবার উপত্যকার আকাশে পাক ড্রোনের অনুপ্রবেশ ঘটল। ভারতকে রক্তাক্ত করতে সীমান্তপারের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা কি এবার বড়সড়ো কোনও নাশকতার ছক কষছে? শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সাম্বা জেলার রামগড় সেক্টরের দু'জায়গায় রহস্যময় ড্রোনের দেখা মেলে। সেনা ক্যাম্পের কাছাকাছি ড্রোনগুলি বেশ কিছুক্ষণ পাক খাচ্ছিল বলে খবর। তবে সেগুলিকে ধ্বংস করার আগেই ড্রোনের গতিবিধি হারিয়ে যায় এবং কিছু সময় পর সেগুলি সীমান্তের ওপারে ফিরে যায়। ৯ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে অন্তত ১২ বার পাক ড্রোন হানা দিল।

মাধ্যমিকে বাংলায় প্রস্তুতি

পিয়ালী মল্লিক, *শিক্ষক*
কচুয়া বোয়ালমারী উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

এ বছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছ, আশা রাখছি সকলেরই পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। যারা এখনও সিলেবাস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে উঠতে পারোনি তারাও জোরকদমে পড়াশোনা চালিয়ে যাও, কারণ পরীক্ষা দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে।

আজ তোমাদের সঙ্গে খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু সহজ কিছু কৌশল ভাগ করে নেব যাতে তোমরা বাংলায় খুব ভালো নম্বর নিয়ে মাধ্যমিকে পাশ করতে পার। তবে প্রথমেই বলব, অবশ্যই খুব ভালো করে পাঠ্যবই পড়বে। কারণ নোটবই বা সাজেশন পাঠ্য বই-এর বিকল্প হতে পারে না। যে যত ভালো করে পাঠ্যবই পড়বে, যত ভালো করে ব্যাকরণ প্র্যাকটিস করবে সে বাংলায় তত ভালো নম্বর তুলতে পারবে।

গদ্য-পদ্যে প্রস্তুতি :

গল্প এবং কবিতার সারাংশ একবার চোখ বুলিয়ে নাও। প্রতিটি পাঠ থেকে পড়বে- মুখ্য ভাব, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি এবং পংক্তি, নাম-স্থান-ঘটনা।

৩ এবং ৫ নম্বরের জন্য যেগুলো পড়বে :-

গল্প : পথের দাবি ,বহুরূপী, জ্ঞানচক্ষু, নদীর বিদ্রোহ।

কবিতা : অসুখী একজন, আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি, অভিষেক, অস্ত্রের বিরুদ্ধে গান, প্রলয় উল্লাস, সিন্ধু তীরে, আফ্রিকা।

নাটক : সিরাজদ্দৌলা।

প্রবন্ধ : হারিয়ে যাওয়া কালিকলম, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান (যে কোনও একটি)।

সহায়ক গ্রন্থ – : কোনি।

যা পড়বে-

ক) কোনির জীবন সংগ্রাম ও তার মানসিক দৃঢ়তা ব্যাখ্যা কর।

খ) কোনি কীভাবে বাংলা সাঁতার দলে জায়গা পেল তার ধারাবাহিক আলোচনা কর।

গ) কোনির পারিবারিক সমস্যা ও তার মানসিক প্রতিক্রিয়া।

মনে রাখবে, প্রশ্ন ঠিকভাবে বাছাই করাতেই অর্ধেক সাফল্য আসে।

- যে প্রশ্নের পুরো উত্তর জানা আছে সেটাই লেখ।
- 'অথবা' থাকলে সহজ ভাষা এবং বেশি পয়েন্ট যেটাতে আছে সেটা লেখ।
- অজানা প্রশ্ন আন্দাজে লিখে কখনোই সময় নষ্ট করবে না। এতে তোমাদের উত্তরপত্রের উপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

উত্তর লেখার ধরন নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ :-

গঠন : ভূমিকা (দুই-তিন লাইন), মূল অংশ (দুই-তিন লাইন), উপসংহার (এক-দুই লাইন) লিখবে। মনে রেখো পরীক্ষক উত্তরের গঠন দেখেই বুঝতে পারেন উত্তরের মান কেমন।

কবিতা ও গল্পের প্রশ্নের উত্তর যেভাবে লিখবে :

- অপ্রয়োজনীয় লাইন কোট কোরো না। কোট করলে তা কোনও মতেই যেন পরোক্ষ উক্তি না হয়।
- লেখকের নাম ও গ্রন্থের নাম যাতে কোনও মতেই ভুল না হয়।
- চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যতটা বেশি সম্ভব পয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে।

ব্যাকরণে প্রস্তুতি :-

ব্যাকরণে খুব অল্প অথচ নির্ভুল লিখে অঙ্কের মতন পুরো নম্বর পাওয়া সম্ভব। তাই প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যাকরণ অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে।

ব্যাকরণ-এ পড়বে : কারক, সমাস, বাক্য, বাচ্য, বঙ্গানুবাদ।

রচনা ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে :

- সহজ ভাষা এবং পরিষ্কার লেখায় বেশি নম্বর পাওয়া যায়।
- কঠিন শব্দ বা জটিল বাক্য না লিখে সহজসরল ভাষায় লেখার চেষ্টা কর যাতে তোমার নিজস্বতা প্রকাশ পায়।
- রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা, উপশিরোনাম, উপসংহার থাকতেই হবে।

হাতের লেখা ও উপস্থাপনা :

- স্পষ্টভাবে লিখবে।
- গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা বাক্য আন্ডারলাইন করবে।
- অবশ্যই প্যারাগ্রাফ করে লিখবে।

সময় ব্যবস্থাপনা :

পরীক্ষার সময় ব্যবস্থাপনা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা গ্রহণ করে।

- প্রথম ১৫ মিনিট প্রশ্ন পড়বে।
- ব্যাকরণ-এর অংশ আগে লিখতে পার।
- শেষ দশ মিনিট পুরো উত্তরপত্র চেক করবে।

জরুরি ও শেষ কথা :

১) প্রশ্ন ভালো করে পড়বে।

২) উত্তর নিজের ভাষায় লিখবে।

৩) বানান ও বাক্য গঠন ঠিক রাখবে।

৪) প্রশ্নের নম্বর অনুযায়ী উত্তর লিখবে।

৫) অপ্রয়োজনীয় কথা লিখবে না।

৬) এখন পুরোনো পড়া রিভাইস করো, আর নতুন কিছু মুখস্থ করতে যেও না।

৭) অযথা আতঙ্কিত হবে না।

মনে রাখবে, তুমি এতদিন যা পড়েছো, সেটাই মাথা ঠান্ডা রেখে, প্রশ্নের ভাষা বুঝে, নিজের ভাষায় গুছিয়ে লিখলে অবশ্যই ভালো নম্বর পাবে।

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

শব্দস্রোতে ভাসছে প্রজন্মের একাল-সেকাল

প্রযুক্তা দাস, শিক্ষার্থী
ইংরেজি বিভাগ,
এসবিএস গভর্নমেন্ট কলেজ হিলি,
দক্ষিণ দিনাজপুর

মানবজীবনে প্রতিনিয়ত শব্দের খেলা চলতেই থাকে। কেন-না যোগাযোগের মূল উপকরণই শব্দ। কিন্তু যখন সেই শব্দই তার সীমা অতিক্রম করে, তখন তা রূপান্তরিত হয় এক ভয়ংকর শত্রুতে, 'শব্দদানব'-এ। নগরায়ণের দ্রুত প্রসার, যানবাহনের বৃদ্ধি, নির্মাণকাজের অবিরাম শব্দ, উৎসব-পার্বণে মাইকের ব্যবহার, আতশবাজি- সব মিলিয়ে পরিবেশে শব্দের মাত্রা অহরহ বেড়েই চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা দিনে সর্বোচ্চ ৬৫ ডেসিবেল এবং রাতে ৪৫ ডেসিবেল। অথচ শহরের বহু এলাকায় শব্দের মাত্রা ৭০–৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে।

অতিরিক্ত শব্দ শিশুদের যেমন মনোযোগ নষ্ট করে, বিরক্তিভাব জন্ম নেয়, তেমন প্রবীণদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর যাঁরা দিনের বড় অংশই ট্রাফিকের মধ্যে কাটান, তাঁরা ক্রমাগতই শব্দের দখলে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত শব্দ মানুষকে অজান্তেই আক্রমণাত্মক করে তোলে এবং শান্ত সামাজিক পরিবেশকে বিনষ্ট করে। শব্দের তাণ্ডবে পথচলতি কিংবা গৃহপালিত জীবেরাও আজ আতঙ্কিত!

শব্দ দৌরাত্ম্য রুখতে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ আবশ্যক, এগিয়ে আসতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। অনুষ্ঠানগুলিতে শান্ত উপায়ে মাইক-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সরকারি নিষেধাজ্ঞা তো রয়েছেই, পাশাপাশি তরুণরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে তাঁদের বোঝাতে পারেন।

আজকের যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তা (যেমন ভিডিও/রিলস) মানুষের মনে ধরে সহজেই। 'শিশুর বধিরতা', 'বৃদ্ধের ঘুম কেড়ে নেওয়া', 'কুকুরের চোখে শব্দ দূষণ', 'একটি পাখির ভয়'- এই ধরনের বিষয় নিয়ে মানবিক, আবেগঘন ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হলে সকলে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ট্রাফিক সিগন্যালে হর্ন প্রয়োগ বন্ধ করে লাল লাইটের ডিজিটাল বোর্ড মহানগরের মতো ছোট শহর ও গ্রামেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

শব্দরূপী দানব আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী হলেও আমরা চাইলেই নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতার মাধ্যমে তাকে পরাস্ত করতে পারি। ঔদাসীন্য জয় করে সুস্থ-শান্ত পরিবেশ গড়াই হোক অঙ্গীকার।

জীবনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সারিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

- স্নায়ুতন্ত্রের এককের একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে তার বিভিন্ন অংশগুলি দেখাও।
- একটি প্রতিবর্ত চাপের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
- একটি ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থানিক গঠনের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।
- পিটুইটারিকে প্রভু গ্রন্থি বলে কেন?
- ইনসুলিন ও গ্লুকাগনের ক্রিয়া পরস্পর বিরোধী- ব্যাখ্যা করো।
- ট্রপিক ও ন্যাস্টিক চলনের পার্থক্য লেখো (উদ্দীপকের প্রভাব, অক্সিন হরমোনের প্রভাব এর ভিত্তিতে)
- গমনের চালিকাশক্তি প্রাণীদের জীবনকে নীচের কাজগুলোর জন্য কীভাবে প্রভাবিত করে- খাদ্য সন্ধান, আত্মরক্ষা, অনুকূল আশ্রয় খোঁজা, প্রজনন।
- ক্রোমোজোম, DNA এবং জিনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বুঝিয়ে দাও।
- মানুষের অক্ষিগোলকের লেন্সের কাজ কী?
- চোখের উপযোজন-এর সঙ্গে লেন্সের সম্পর্ক কী?
- জনুক্রম কাকে বলে? রেখাচিত্রের মাধ্যমে ফার্নের জনুক্রম দেখাও।
- ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন-এর পার্থক্যগুলি লেখো।
- মিয়োসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব কী?
- নিম্নলিখিত কোষ অঙ্গাণুগুলির কোষ বিভাজনে একটি করে ভূমিকা উল্লেখ করো :- সেন্ট্রোজোম এবং মাইক্রো টিউবিউল, রাইবোজোম, মাইটোকনড্রিয়া।
- স্ব-পরাগযোগ ও ইতর পরাগযোগের পার্থক্য লেখো। বায়ু পরাগী, জল পরাগী ও পতঙ্গ পরাগী ফুলের বৈশিষ্ট্য উদাহরণ সহ লেখো।
- কোষ বিভাজনের পূর্বে ইন্টারফেজ কেন প্রয়োজন? কোষচক্রের বিভিন্ন বিন্দুতে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হলে কী কী ঘটনা ঘটতে পারে?
- মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিটি চেকার বোর্ডের মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও। মেন্ডেলের দ্বিসংকর জনন থেকে প্রাপ্ত সূত্রটি লেখো।
- থ্যালাসিমিয়ার কারণ কী? থ্যালাসিমিয়া প্রতিরোধে জেনেটিক কাউন্সেলিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- 'প্রচ্ছন্ন গুণ সর্বদা হোমোগ্যামেটিক অবস্থায় প্রকাশ পায়'- ব্যাখ্যা করো।
- মটর গাছের বীজের বর্ণ ও বীজের আকার এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মেন্ডেল দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা করেছিলেন এই পরীক্ষায় F_2 জনুতে যে ক'টি হলুদ ও গোলাকার বীজযুক্ত মটর গাছ উৎপন্ন হয় তাদের জিনোটাইপগুলি চেকার বোর্ডের সাহায্যে দেখাও।
- অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলতে কী বোঝো তা একটি ক্রসের সাহায্যে দেখাও।
- সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা উল্লেখ করো।
- 'লবণ সহনের জন্য সুন্দরী উদ্ভিদ বিশেষভাবে অভিযোজিত'- বক্তব্যটির যথার্থতা উল্লেখ করো।
- নৃত্যের মাধ্যমে মৌমাছিরা কীভাবে খাদ্যের উৎস সন্ধান করে তা লেখো।
- খাদ্য সংগ্রহ ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জিরা যেভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যা সমাধান করে তা লেখো।
- রুই মাছের পটকার অভিযোজনগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
- ল্যামার্কের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যের প্রধান দুটি বিষয়ে বর্ণনা করো।
- হৃৎপিণ্ডের তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান কীভাবে অভিব্যক্তির মতবাদের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে?
- 'সমসংস্থ অঙ্গের ধারণা অপসারী বিবর্তন কে নির্দেশ করে' - উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- জলক্ষয় সহনের জন্য উটের নাসিকা কী ভূমিকা পালন করে?
- প্রাকৃতিক নির্বাচন কাকে বলে? অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম কত প্রকার ও কী কী ব্যাখ্যা করো।
- অভিব্যক্তির ফলে সর্বাপেক্ষা উচ্চপর্যায়ের দৌড়োনোর উপযোগী অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ক্ষেত্রে ঘোড়ার বিবর্তনীয় প্রবণতাগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
- শব্দ দূষণের দুটি ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো।
- সুন্দরবনের দুটি পরিবেশগত সমস্যা হল খাদ্য-খাদক সংখ্যার ভারসাম্যের ব্যাঘাত ও সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি--এর সম্ভাব্য ফলাফলগুলি ব্যাখ্যা করো।
- বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশের ফলে ভারতীয় জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এরকম তিনটি বহিরাগত প্রজাতির নাম ও তাদের ক্ষতির ধরন লেখো।
- কোন একটি অঞ্চল 'হটস্পট' হওয়ার দুটি শর্ত লেখো।
- রেড পান্ডা ও কুমির-এর বিপন্নতার কারণ কী কী?
- জীববৈচিত্র্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এমন কোন নির্দিষ্ট লোকালয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে PBR-এর যে কোনও দুটি ভূমিকা উল্লেখ করো।
- জনবিস্ফোরণের সঙ্গে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সম্পর্ক স্থাপন করো- জলাভূমি ধ্বংস, জীবাশ্ম জ্বালানির দ্রুত নিঃশেষিত হওয়া, কৃষিজমির সংকোচন, পানীয় জলের অভাব ও জলবায়ুর পরিবর্তন
- দূষণের সঙ্গে জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং উপকারী পতঙ্গের দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্তির সম্পর্ক স্থাপন করো।
- জীববৈচিত্র্যের এক্স সিটু সংরক্ষণের জন্য জিন ব্যাংককে কেন গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করা হয়?

২০২৬ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি

উচ্চমাধ্যমিক জীববিদ্যার সাজেশান

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

জীববিদ্যায় এবছরের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাব্য ২, ৩, ৪ ও ৫ নম্বরের প্রশ্নগুলি উল্লেখ করা হল। ২ নম্বরের প্রশ্নগুলি ৩ নম্বর হিসেবেও আসতে পারে। আবার ৩ নম্বরের প্রশ্নের মধ্যেও ২ নম্বরের প্রশ্ন থাকতে পারে।

অষ্টম অধ্যায় : জীববিদ্যা ও মানবকল্যাণ

(মোট নম্বর -১০)

২ নম্বরের প্রশ্ন -

১) মানবদেহে কত প্রকারের অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়?

২) কোলোস্ট্রাম কী? এতে উপস্থিত একটি অ্যান্টিবডির নাম লেখো।

৩) IgA কে ক্ষরণকারী অ্যান্টিবডি বলে কেন?

৪) এপিটোপ ও প্যারাটোপ কী?

৫) অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির দুটি পার্থক্য লেখো।

৬) রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা কাকে বলে?

৭) ইন্টারফেরন কী?

৮) অ্যাডজুভেন্ট বলতে কী বোঝো?

৯) বুস্টার ডোজ কী?

১০) DPT ও MMR কী?

১১) প্যাথোজেন কীভাবে রোগ সৃষ্টি করে?

১২) T-লিম্ফোসাইট কত প্রকারের হয়?

১৩) ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণগুলি লেখো।

১৪) রেসপিরেটরি ড্রপলেট বলতে কী বোঝায়?

১৫) অ্যাসকেরিয়েসিস রোগের বিস্তার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

১৬) লোফলার্স সিনড্রোম কাকে বলে?

১৭) মেরোজয়েট কী?

১৮) ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মুখ্য ও গৌণ পোষকের নাম কী?

১৯) এলিফ্যানটিয়েসিস কী?

২০) ভ্যাকসিন বা টিকা কী?

২১) ইমিউনোথেরাপি কী?

২২) ভেক্টর কাকে বলে?

২৩) রেট্রোভাইরাস কী?

২৪) কারসিনোজেন কী?

২৫) মেটাস্ট্যাসিস কী?

২৬) কেমোথেরাপি কী?

২৭) অক্সোজিন ও টিউমার সাপ্রেসর জিন কী?

২৮) টিকাকরণ বলতে কী বোঝো?

২৯) ড্রাগ আসক্ত মানুষের ড্রাগ বন্ধ করলে কী কী উপসর্গ দেখা যায়?

৩০) ক্যানাবিনয়েডস কী?

৩১) ব্যাগিং কাকে বলে ?

৩২) গামা রশ্মির মাধ্যমে উদ্ভিদে কীভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা যায়?

৩৩) ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন কী?

৩৪) হেটেরোসিস কী?

৩৫) ক্যালাস পালন কী?

৩৬) টোটিপোটেন্সি কী?

৩৭) ফর্টিফয়েড ফুড উপকারী কেন?

৩৮) LAB কী? উদাহরণ দাও।

৩৯) BOD কী?

৪০) বায়োগ্যাস কাকে বলে?

৪১) শক্তির উৎস হিসেবে মিথেন ব্যবহারের দুটি সুবিধা লেখো।

৪২) GAP কী?

৪৩) VAM কী?

৪৪) অ্যান্টিবায়োটিক কী?

৪৫) মাইকোরাইজার দুটি প্রধান গুরুত্ব লেখো।

৩ নম্বরের প্রশ্ন -

১) নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণগুলি কী কী? এই রোগ কত প্রকারের হয়? রোগটি কীভাবে বিস্তার লাভ করে?

২) একটি আদর্শ অ্যান্টিবডির গঠন চিহ্নিত চিত্র সহ সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৩) টাইফয়েড রোগের কারণ ও উপসর্গ সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

৪) HIV-এর সম্পূর্ণ নাম লেখো। AIDS কী?

৫) ড্রাগের অপব্যবহার কাকে বলে? একটি উত্তেজক ও একটি ট্রাঙ্কুলাইজার ড্রাগের উদাহরণ দাও।

৬) ডেঙ্গি রোগের বাহকের নাম লেখো। এই রোগের লক্ষণগুলি উল্লেখ করো।

৭) ইমাসকিউলেশন কাকে বলে? উদ্ভিদের কী কী উপায়ে ইমাসকিউলেশন করা হয়?

৮) কৃত্রিম বীজের তিনটি সুবিধা লেখো।

৯) জৈবিক নিয়ন্ত্রণে সন্ধিপদ প্রাণীদের ভূমিকা উল্লেখ করো।

১০) বায়োফার্টিলাইজার কী? দুটি ব্যাকটিরিয়ার বায়োফার্টিলাইজার হিসেবে ব্যবহার পদ্ধতি বর্ণনা করো।

নবম অধ্যায় : জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা এবং তার প্রয়োগ

(মোট নম্বর - ১২)

২ নম্বরের প্রশ্ন -

১) রিকম্বিন্যান্ট DNA টেকনলজি কাকে বলে ?

২) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?

৩) ট্রান্সফরমেশন কী?

৪) লাইপোফেকশন কী?

৫) PCR কী?

৬) ট্রান্সজেনিক জীব কাকে বলে?

৭) জিন থেরাপি কী?

৮) পেটেন্ট কী?

৯) cDNA লাইব্রেরি কী?

১০) বায়োসেফটি কী?

১১) Southern blotting কী?

১২) হাইব্রিডোমা কী?

১৩) রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ কী?

১৪) প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন কী?

১৫) ELISA কী?

১৬) বায়োপাইরেসি কী?

১৭) GMO কী?

১৮) মানব ইনসুলিন বলতে কী বোঝো?

১৯) ক্লোনিং ভেক্টর কাকে বলে?

২০) আণবিক কাঁচি ও আণবিক আঠা বলতে জৈবপ্রযুক্তিতে কোন দুটি উৎসেচককে বোঝানো হয়?

৩ নম্বরের প্রশ্ন -

১) মানবদেহে জিন থেরাপি বলতে কী বোঝো?

২) মানবদেহে স্টেম কোষের অবস্থান ও গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখো।

৩) জিনোম DNA লাইব্রেরি ও cDNA লাইব্রেরির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৪) Bt তুলা বলতে কী বোঝো? একটি বায়োপেটেন্টের উদাহরণ দাও।

৫) এন্ডোনিউক্লিয়েজ কী? রেসট্রিকশন সাইট কাকে বলে?

৬) হাইব্রিডোমা প্রযুক্তির সাহায্যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কীভাবে প্রস্তুত হয় তা সংক্ষেপে লেখো।

৭) পেটেন্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি উল্লেখ করো।

৮) কৃষি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সংক্ষেপে লেখো।

৪ নম্বরের প্রশ্ন –

১) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রয়োজনীয় ধাপগুলি বর্ণনা করো।

২) জেনেটিক ফিউশন কাকে বলে? উদাহরণের মাধ্যমে চিত্র সহ পদ্ধতিটি আলোচনা করো।

৩) গোরু কীভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সঙ্গে যুক্ত তা আলোচনা করো। ভিটামিনের ঘাটতি পূরণে জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারের একটি উদাহরণ দাও।

৪) স্টেম কোষ কাকে বলে ? স্টেম কোষ কত প্রকার ও কী কী?

৫) ভ্যাকসিন প্রস্তুতির যে কোনও দুটি পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬) রিকম্বিন্যান্ট DNA প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিকগুলি লেখো।

৭) জিন প্রযুক্তির সাহায্যে কীভাবে মানব ইনসুলিন উৎপন্ন করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৮) রিকম্বিন্যান্ট ইনসুলিনের সুবিধাগুলি কী কী?

৯) GMO উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপগুলি উদাহরণ সহ লেখো।

১০) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ব্যবহারিক গুরুত্ব সম্বন্ধে লেখো।

দশম অধ্যায় : বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ

(মোট নম্বর -১৩)

২ নম্বরের প্রশ্ন –

১) প্রোটো-কোঅপারেশন কী?

২) ইকোলজিক্যাল নিচ কী?

৩) বায়োম কী?

৪) অটইকোলজি ও সিনইকোলজির পার্থক্য লেখো।

৫) বাস্তুতান্ত্রিক অভিযোজন কাকে বলে?

৬) মিউচুয়ালিজম কী?

৭) ধারণক্ষমতা কাকে বলে?

৮) পরিযান কাকে বলে?

৯) স্যাপ্রোট্রফ কী?

১০) ইকোটাইপ ও ইকোটোন কী?

১১) লিন্ডেম্যান-এর 10 শতাংশের সূত্রটি কী?

১২) জীবভর কী?

১৩) জিনগত বৈচিত্র্য কী?

১৪) ক্রায়ো সংরক্ষণ কাকে বলে?

১৫) Hot spots কী?

১৬) Red Data Book কাকে বলে?

১৭) গ্রিন বেঞ্চ কী?

১৮) GAP কী?

১৯) কচুরিপানা জল বিশুদ্ধকরণে কীভাবে সাহায্য করে?

২০) চিপকো আন্দোলন / সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন বলতে কী বোঝো?

২১) তেজস্ক্রিয় দূষণ কী?

৩ নম্বরের প্রশ্ন –

১) বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবী কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২) ব্রুড প্যারাসিটিজম কী? একটি উদাহরণ দাও।

৩) যে কোনও তিনপ্রকার জনসংখ্যা আন্তঃক্রিয়ার উদাহরণ সহ বর্ণনা দাও।

৪) বায়োমাসের পিরামিড চিত্র সহ বর্ণনা করো।

৫) বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৬) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাগুলি লেখো।

৭) জাতীয় উদ্যান কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৮) ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু সংরক্ষণের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৯) কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা হয়?

১০) বিশ্ব উষ্ণায়নের তাৎপর্য উল্লেখ করো।

৫ নম্বরের প্রশ্ন –

১) হাইড্রোসিরি ও জেরোসিরির মধ্যে একটি মিল লেখো। হাইড্রোসিরির পর্যায়গুলি বর্ণনা করো।

২) জৈববৈচিত্র্যের ভূমিকা আলোচনা করো।

৩) জৈববৈচিত্র্যের অবলুপ্তির কারণগুলি উল্লেখ করো।

৪) ইন-সিটু সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলাভূমির গুরুত্ব আলোচনা করো।

ছোট্ট তারা

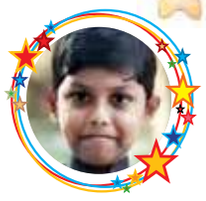

বৃহান্ত ত্রিপাঠী দিনহাটার সেন্ট মেরিজ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। কম্পিউটার অলিম্পিয়াডে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। যোগাসনেও পুরস্কার রয়েছে তার।

ফুটপাথনামা

শীতের পসরায় জীবিকার সন্ধান

রাজ শহরের শুধু জনপদই নয়। এক-একটি ফুটপাথেও রয়েছে জীবনের নানা কাহিনী। রুটিরুজির সন্ধানে শহরের ফুটপাথে শীতবস্ত্র, জুতোর পসরা সাজান অনেকে। আজকের শপিং মল ও অনলাইনের যুগেও ফুটপাথে ব্যবসা করে পেটের ভাত জোগান অনেকে। এই অসম লড়াইয়ে তাঁরা প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছেন।

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : সকালসকাল যখন অফিস যাওয়ার ব্যস্ততা দিব্যজ্যোতি মহন্ত, অমিত সাহা এবং সৌরভ দত্তদের। ঠিক সেইসময় ফুটপাথের একাংশ ঝাড় দিয়ে নিজেদের দোকান সাজান সাহাজাত মণ্ডল, রাজু পণ্ডিত, মামন মণ্ডলরা। এই দোকান অবশ্য কোনও স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ঘর নয়। ফুটপাথে পাতা একখানি ত্রিপল। আর তার ওপরেই কম্বল বা শীতবস্ত্রের পসরা সাজান তাঁরা।

শহরের বড় বড় শপিং মল এবং বাজারের প্রতিষ্ঠিত দোকানগুলির মাঝে সাহাজাত, রাজুদের পেটের ভাত জোগাড় হয় ফুটপাথের ব্যবসাতেই। তবে তাঁদের খদ্দেরের সঙ্গে শহরের স্থায়ী দোকানের খদ্দেরের পার্থক্য অনেকটাই। বাজারের ব্যবসায়ীদের থেকে কেনাকাটা করতে যেমন জেলার বিভিন্ন জায়গার ব্যবসায়ী এবং ক্রেতারা আসেন। তেমনি অসমের একটা অংশের ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দারাও সেখানে আসেন। কিন্তু ফুটপাথের এই ব্যবসায়ীদের টার্গেট কিন্তু পথচলতি খদ্দের। সেকারণে তাঁরা হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড এবং স্কুল সংলগ্ন এলাকা ব্যবসার জন্য বেছে নিয়ে পসরা সাজান। এভাবেই পথের ধারে ব্যবসা করে নিজেদের জীবন-জীবিকা চালাচ্ছেন তাঁরা। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় পসরা সাজান মামন মণ্ডল, বাবুল মণ্ডলরা। রাসমেলার সময় তাঁরা প্রতিবার মুর্শিদাবাদ থেকে কোচবিহারে ব্যবসা করতে আসেন। শীত কাটিয়ে আবার তাঁরা ফিরে যান নিজেদের জেলায়।

> মূলত শিলিগুড়ি এবং কলকাতা থেকে পোশাক তুলি। প্রতিদিন সকাল সকাল ব্যাগ ভর্তি করে জিনিসপত্র এনে পসরা সাজাই। আবার সন্ধ্যায় সেগুলি বিক্রিবাট্টার পর গুছিয়ে ফিরে যাই।
>
> **রাজু পণ্ডিত** *বিক্রেতা*

সকালে দোকান সাজানোর ফাঁকেই মামন বললেন, 'প্রতিদিন হাসপাতালে প্রচুর মানুষ আসেন। বাস ধরতেও অনেকে এই রাস্তা ব্যবহার করেন। তাই রোগীর পরিজন এবং পথচারীরাই আমাদের খদ্দের।' এই ফুটপাথই তাঁদের বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল। সকালসকাল দোকান খোলার পরেই সেখানে বসেই তাঁরা সকাল এবং দুপুরের খাবার খান। ক্রেতার চাপ কম থাকলে সেই ত্রিপলেই তাঁরা একটু-আধটু জিরিয়েও নেন। ব্যবসার খাতিরে আশপাশের দোকানিদের সঙ্গে হয় আড্ডাও। এভাবেই দিনের শেষে আয় করে ঘরে ফেরেন তাঁরা।

জেনকিন্স স্কুল সংলগ্ন এলাকায় মোজা, টুপি, জাম্পার সহ শীতের পোশাকের দোকান দেন রাজু। বাকিদের মতো প্রতিদিন সকালসকালই দোকান খোলেন। স্কুলে আসা অভিভাবক, পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী তাঁর সম্বল। এক দশকের বেশি সময় ধরে ফুটপাথেই রুটিরুজি জোগাচ্ছেন রাজু। তাঁর কথায়, 'মূলত শিলিগুড়ি এবং কলকাতা থেকে পোশাক তুলি। প্রতিদিন সকালসকাল ব্যাগ ভর্তি করে জিনিসপত্র এনে পসরা সাজাই। আবার সন্ধ্যায় সেগুলি বিক্রিবাটার পর গুছিয়ে ফিরে যাই।'

রাজমাতাদিঘি সংলগ্ন মোড়ে জুতোর দোকান দেন আবুল মিয়াঁ। ২০০ টাকায় জুতো কিনতে তাঁর দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন বাসস্ট্যান্ডে আসা যাত্রী থেকে শুরু করে পথচারীরাও। তবে শুধু আবুল নয়। আবুলের মতো অনেকেরই জীবন চলছে ফুটপাথের এই দোকানের ওপর নির্ভর করেই। উড়ো খদ্দেরদের ভরসাতেই এভাবে রোজ দোকান সাজান তাঁরা। আর সন্ধ্যায় ঘরফিরতি পাখিদের মতো তাঁরা নিজেদের ঘরে ফিরে যান।

চোর সন্দেহে মার

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা শহরের সুভাষপল্লি এলাকায় চোর সন্দেহে এক তরুণকে খুঁটিতে বেঁধে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, ভেড়া চুরি করে পালানোর সময় ওই তরুণকে স্থানীয় বাসিন্দারা হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এরপর তাঁকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ধৃত ওই তরুণের নাম ছক্কুল মিয়াঁ। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁকে থানায় এনে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনায় স্থানীয়দের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : শ্রীরামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হল। এই শিবির থেকে মোট ২২০ জন পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং স্কুল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ পান। অপরদিকে, ডিএনপি স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হল। এদিন ক্লাব প্রাঙ্গণে হওয়া এই শিবিরে প্রায় ২০০ জন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সুযোগ পান।

রক্তদান শিবির

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : প্রয়াত পাঁচ বন্ধুর স্মৃতিতে রবিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন জেনকিন্স স্কুলের ১৯৯৯ (মাধ্যমিক) ২০০১ (উচ্চমাধ্যমিক) ব্যাচের প্রাক্তনীরা। এমজেএন ক্লাব কক্ষে হওয়া এই শিবির থেকে মোট ৩৯ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। সংগৃহীত রক্ত সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।

সম্মাননা

তুফানগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার তুফানগঞ্জ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে রক্তদাতাদের নিয়ে সম্মাননা অনুষ্ঠান হল। শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বন্দে মাতরম ভবনে শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সভাপতি পার্থ বর্মা, সম্পাদক সুব্রত দেবনাথ সহ অন্যরা। সুব্রত জানান, মোট ৩০ জনকে সম্মানিত করা হয়েছে।

পাখি পাকা পেঁপে খায়।। *কোচবিহার শহরে তোলা। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ*

হলদিবাড়িতে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

হুজুরের মেলার মাঠ এখন ভাগাড়

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী হুজুরের মেলা শেষ হয়েছে দুইদিন আগে। এখনও আবর্জনা সাফাই হয়নি। মেলার মাঠ এখন কার্যত ভাগাড়ের রূপ নিয়েছে হলদিবাড়িতে। হলদিবাড়ি শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের শেষপ্রান্তে অবস্থিত হুজুরের মাজার। প্রতি বছর হুজুরের নিজস্ব ৩৩ বিঘা জমিতে হুজুরের মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা শেষ হওয়ার দুইদিন পরেও মাঠ পরিষ্কার কেন হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পথচারীরা।

স্থানীয় মনোজ দাসের কথায়, 'মেলার মাঠজুড়ে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য বাঁশ। পাশাপাশি মাঠের নানা জায়গায় তৈরি হয়েছে অসংখ্য খানাখন্দ। মাঠে পড়ে থাকা বিভিন্ন আবর্জনা নিয়ে কুকুর টানাটানি করছে। সেইসঙ্গে দুর্গন্ধ।' পথচারী নির্মল রায় বলছেন, 'প্রতিবছর এই পথে একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলতে হয়।'

এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক লুৎফর রহমানের বক্তব্য, 'মাজার চত্বরে ইতিমধ্যে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়েছে। এত বড় মাঠের আবর্জনা সংগ্রহ করতে অনেকটাই সময় লাগবে।'

রবিবারও হুজুরের মেলার মাঠে গিয়ে দেখা গেল, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর প্লাস্টিক, থালা, চায়ের কাপ, বিভিন্ন খাবারের দোকানের আবর্জনা। রাস্তার পাশে কোথাও কোথাও স্তূপ আকারেও আবর্জনা জড়ো করা হয়েছে। মাঠের মধ্যে কোথাও আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাজার চত্বরেও মোমবাতি, ধূপকাঠির কিছু অংশ পড়ে রয়েছে এখনও। তবে মাজার চত্বরের কিছু অংশ সাফাই হয়েছে। মেলার মাঠের প্যান্ডেল এবং অনেক দোকানের কাঠামোও খোলা হয়নি। স্থানীয় বাবলু মহম্মদের কথায়, 'মেলার মাঠের উচ্ছিষ্ট কাক সহ বিভিন্ন পাখি মুখে করে বাড়িতে ফেলছে।' আরেক বাসিন্দা দীপক বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'মেলার মাঠে প্লাস্টিক জমে রয়েছে। সেসব সংগ্রহ করে পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট হাবে নিয়ে ফেলা উচিত।'

- মাঠে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর প্লাস্টিক, উচ্ছিষ্ট, থালা, চায়ের কাপ
- রাস্তার পাশে কোথাও কোথাও স্তূপ আকারেও জড়ো করা হয়েছে আবর্জনা
- কোথাও বর্জ্য জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে

মেলার মাঠের পাশেই রয়েছে দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত অফিস ও দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ির উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। রাত পোহালেই পঞ্চায়েত অফিস ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে মানুষ আসবেন। তাঁদের উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা মাড়িয়ে চলাচল করতে হবে। মেলা প্রাঙ্গণের মাঝবরাবর রয়েছে রাজ্য সড়ক। সেই সড়ক দিয়ে বিভিন্ন এলাকার বহু মানুষ যাতায়াত করেন। অথচ, আবর্জনার জন্য সেখানে চলাচল করা যাচ্ছে না। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত মাঠ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। আবর্জনা বেশিদিন পড়ে থাকলে এলাকায় রোগব্যাধি ছড়াবে।

হলদিবাড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস বলছেন, 'মেলা কমিটির তরফে মেলা চত্বর সাফাইয়ের কথা রয়েছে। তারা না করলে পুরো এলাকাটি পুরসভার তরফে পরিষ্কার করা হবে।'

কিশোরের দেহ উদ্ধার

হলদিবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার সকালে ফাঁকা জমিতে এক কিশোরের দেহ পড়ে থাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনাটি হলদিবাড়ি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ধারানগর এলাকার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাইয়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কীভাবে ওই কিশোরের মৃত্যু হল? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তবে গলায় কালশিটে দাগ রয়েছে। পাশ থেকে একটি গামছা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শ্বাসরোধে এই কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে আসার পরেই এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্য দেওয়া সম্ভব। ওই কিশোরের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। মৃত কিশোরের আনুমানিক বয়স ১৪ বছর।

অচেতন তরুণ

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা পোস্ট অফিস মোড়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকা এক তরুণকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিনিধি এবং মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ নজরুল সদনের সামনে মাথার নীচে নিজের ব্যাগ রেখে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিলেন ওই তরুণ। বহু পথচারী দেখে এড়িয়ে গেলেও ঘটনাটি নজরে আসে সংবাদমাধ্যমের ওই প্রতিনিধির। তিনি দ্রুত মাথাভাঙ্গা থানার আইসি হেমন্ত শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপর তারা ওই তরুণকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে।

সংবর্ধনা

দিনহাটা, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ দিনহাটা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা শুকারুরকুঠি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা সমাজসেবী প্রসন্নকুমার বর্মনের বাড়িতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো উপহার সামগ্রী ও সম্মাননা তুলে দেন। একইভাবে ওকরাবাড়িতে ক্রীড়া প্রশিক্ষক অজিত বর্মনের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো উপহার সামগ্রী ও সম্মাননা তুলে দেন সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায়।

যানজটে নাজেহাল মেখলিগঞ্জ

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : মেখলিগঞ্জ শহরের বাজার এলাকায় প্রায়দিনই যানজটের সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য মেখলিগঞ্জ পুরসভা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, শহরের পুর ভবন সংলগ্ন এলাকায় এক সময় একটি বাস দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু পুরসভার নির্দেশকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনের পর দিন পুর ভবন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে একসঙ্গে একাধিক বাস দাঁড়িয়ে থাকছে। ফলে যানজটের সমস্যা বেড়েই চলেছে। এই সমস্যা সমাধানের দাবি তুলেছেন শহরবাসী।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'বিগত দিনে এবিষয়ে একাধিকবার সচেতন করা হয়েছে। পুলিশকে বলা হয়েছে যাঁরা নিয়ম মানবে না তাঁদের বিরুদ্ধে যেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

- পুর কর্তৃপক্ষের নির্দেশকে অমান্য করে পুর ভবন সংলগ্ন এলাকায় একসঙ্গে একাধিক বাস দাঁড়িয়ে থাকে
- এর ফলে বাজার এলাকায় যানজটের সমস্যা তৈরি হয়
- হাটবারের দিনগুলিতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়

মেখলিগঞ্জ শহরে মহকুমা হাসপাতালের বিপরীতে একটি ঝাঁ চকচকে বাস টার্মিনাস রয়েছে। অভিযোগ, মেখলিগঞ্জ বাজারে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে বাসগুলি টার্মিনাসে না এসে বাজার এলাকাতেই রাস্তার ওপর সারিবদ্ধভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জ শহরে সোমবার ও শুক্রবার হাট বসে। শহরের পাশাপাশি হলদিবাড়ি থেকেও প্রচুর ব্যবসায়ী ওই দিনগুলিতে মেখলিগঞ্জে বাজার করতে আসেন। শহর সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকেও সাধারণ মানুষ হাটবারের দিনগুলিতে এখানে আসেন। ওই দিনগুলিতে যানজটের সমস্যা আরও বড় আকার ধারণ করে। অনেক সময় ওই যানজটের মধ্যে অ্যাম্বুল্যান্সও আটকে যায়।

যদিও বেসরকারি বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মেখলিগঞ্জের সদস্য অঞ্জন সিং বলেন, 'পুরসভার নিয়ম মেনেই চলা হচ্ছে। বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি ঘটনা ঘটতে পারে।'

মেখলিগঞ্জ শহরের বাসিন্দা শিবা সাহা বলেন, 'হাটবারের দিনগুলিতে বাজারে একাধিক বাস দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এবিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষ কড়া না হলে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।' তাঁর মতে, মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের বিপরীতে বাস টার্মিনাস রয়েছে। যাত্রী নামিয়ে বাসগুলি সেখানে দাঁড়ালে এই সমস্যা হবে না।

একই সুর শোনা গিয়েছে শহরের আরেক বাসিন্দা রুদ্রদীপ গুহর গলায়। তিনি বলেন, 'মেখলিগঞ্জ বাজার এলাকার সম্প্রসারণ হয়নি। অথচ যানবাহনের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। যানজটের সমস্যা রুখতে পুরসভার উচিত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।'

রাজ্য সম্মেলন সমাপ্ত

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির তিনদিনের রাজ্য সম্মেলন শেষ হল রবিবার। ১৬ জানুয়ারি সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন শুরু হয়েছিল কোচবিহারের গুঞ্জবাড়ির ঠাকুর পঞ্চানন ভবনে। তিনদিন সম্মেলন শেষে রবিবার বিদ্যুৎ দাসকে সভাপতি ও সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধীরাজকুমার রায়কে সংগঠনের যুগ্ম সহ সভাপতি করে ২৬ জনের সম্পাদকমণ্ডলী করে ৯৬ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি আগামী দুই বছর সংগঠনের সমস্ত কাজকর্ম করবে বলে সংগঠন সূত্রে খবর।

কোচবিহার স্টেডিয়ামে ক্লাব হাউস তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। - জয়দেব দাস

কাজে লাগছে না ক্লাবহাউস

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : ঝাঁ চকচকে ক্লাবহাউস তৈরি। কিন্তু তা ব্যবহারই করতে পারছেন না খেলোয়াড়রা। মাঠের পাশে বসে খেলা পরিচালনা করতে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে কোচবিহার স্টেডিয়ামে একটি ক্লাবহাউস তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থেকেই খেলোয়াড়দের খেলার কথা। কিন্তু তা তৈরি হয়ে পড়ে থাকলেও এখনও পর্যন্ত উদ্বোধন না করায় সমস্যা দেখা গিয়েছে। যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কথা, 'ক্লাবহাউসে টুকটাক কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সেগুলি সম্পন্ন করে শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে।'

কোচবিহার স্টেডিয়ামে এতদিন কোনও ক্লাবহাউস ছিল না। ফলে ক্রিকেটার ও দলের কর্মকর্তাদের মাঠের পাশে তাঁবু টাঙিয়ে সেখানে থেকেই খেলা পরিচালনা করতে হত। স্বাভাবিকভাবেই এখানে বড় ম্যাচ পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্লাবহাউসের অভাব। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে ২০২৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জি+টু ক্লাবহাউস তৈরির কাজ শুরু হয়। বর্তমানে সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি জেলা ক্রীড়া সংস্থার। সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেছেন, 'ক্লাবহাউস তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আমরা চাইছি দ্রুত সেটির উদ্বোধন হোক।'

বর্তমানে কোচবিহার স্টেডিয়ামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেট লিগ চলছে। জেলার ২২টি দল সেখানে অংশ নিয়েছে। ঝাঁ চকচকে ক্লাবহাউস থাকতেও তাঁবুতে বসে খেলা কেন পরিচালনা করতে হবে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে। দ্রুত ক্লাবহাউসটি চালুর দাবি তুলেছেন তাঁরাও।

স্টুডিওর সামনে আর লাইন পড়ে না

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : সময় বদলায়। আশি বা নব্বইয়ের দশকে যাঁদের জন্ম, তাঁরা বদলে যাওয়া সমাজকে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। বিশ্বায়নের ফলে হাতে হাতে চলে আসে মুঠোফোন। আর সেই মুঠোফোন বদলে দিয়েছে অনেককিছু। এক দশক আগেও যেখানে সরস্বতীপুজো, দুর্গাপুজো থেকে প্রজাতন্ত্র দিবস বা স্বাধীনতা দিবসের ভিড় জমত স্টুডিওর বাইরে। বিশেষত সরস্বতীপুজোর সপ্তাহখানেক আগে থেকেই নতুন রূপে সেজে উঠত স্টুডিও। সরস্বতীপুজোর দিন অঞ্জলি সেরেই কচিকাঁচা থেকে তরুণ-তরুণীরা স্টুডিওর বাইরে লাইন দিত ছবি তুলতে।

এখন সেসব সোনালি অতীত। কদর নেই ফোটোগ্রাফার পেশার। তবুও সরস্বতীপুজোর আশায় দিন গুনছেন মেখলিগঞ্জে স্টুডিও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ফোটোগ্রাফাররা। কোচবিহার জেলার সীমান্ত শহর মেখলিগঞ্জে এই মুহূর্তে হাতেগোনা কয়েকজন ফোটোগ্রাফার রয়েছেন। ডারউইনের সেই অমোঘ মতবাদ 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' সূত্র মেনে নতুন প্রযুক্তির কাছে হার মেনেছে পুরোনো প্রযুক্তি। সেই সূত্র মেনেই এক-এক করে হারিয়েছে শহরের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা স্টুডিওগুলিও। যাঁরা ভালোবাসার টানে এখনও এই পেশা ধরে রেখেছেন তাঁদের সিংহভাগই সংসার চালাতে এই পেশার পাশাপাশি অন্য পেশাতেও ঝুঁকছেন।

মেখলিগঞ্জের এক স্টুডিও মালিক শ্যামল নাহার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, '১৯৮৫ সাল থেকে মেখলিগঞ্জে স্টুডিও চালাই। এখন ফোটোগ্রাফারদের পরিস্থিতি ভয়াবহ। মোবাইলের কারণে এই পেশাই শেষ হয়ে গিয়েছে। আগে বাড়িতে আত্মীয়পরিজনরা এলে বা দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজোর সময় স্টুডিওতে এসে ছবি তোলার হিড়িক পড়ত। সরস্বতীপুজোর দিন ৭০০ থেকে ৮০০ ফোটো তুলতাম। ৭-৮ বছর ধরে অবস্থা খারাপ।' তাঁর আরও সংযোজন, বাবা-মা মারা গেলে আগে যেখানে দিনে ৩০-৪০টা ফোটো হত। এখন সেই সংখ্যা মাসে ১ থেকে ২টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসার চালাতে স্টুডিওর পাশাপাশি কাপড়ের দোকান চালান। তবুও তিনি আশায় রয়েছেন এবার সরস্বতীপুজোয় কিছু হলেও ফোটো তুলবেন।

-এআই

> দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজোর সময় স্টুডিওতে এসে ছবি তোলার হিড়িক পড়ত। সরস্বতীপুজোর দিন ৭০০ থেকে ৮০০ ফোটো তুলতাম। ৭-৮ বছর ধরে অবস্থা খারাপ।
>
> **শ্যামল নাহা**
> *স্টুডিও মালিক*

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা শুভজিৎ দাস বলছেন, 'আশি বা নব্বইয়ের দশকে সরস্বতীপুজোর সময় স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলার জন্য রীতিমতো গ্রুপ তৈরি করা হত। ছবি তোলার পর ছবি কবে পাওয়া যাবে সেই নিয়ে উদ্দীপনা কাজ করত। সারাবছর অপেক্ষা করতাম।' শহরের প্রবীণ বাসিন্দা শিশিরকুমার চক্রবর্তী জানালেন, স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলার মধ্যে একটা আলাদা উদ্দীপনা ছিল। প্রচুর স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

প্রায় দুই দশকের বেশি সময় ধরে স্টুডিও চালান বিদ্যুৎ সরকার। ব্যবসার হালহকিকত নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'একটা সময় সরস্বতীপুজোর দিন দোকানের বাইরে ছবি তোলার এমন লাইন পড়ত যে সেই ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত লোক রাখতে হত। এখন সেসব সোনালি অতীত।'

পৃথিবীর পাঠশালা

আশ্চর্য সীমান্ত

নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামের সীমান্তে অবস্থিত 'বার্লে' গ্রামটি পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল সীমানাগুলোর একটি। এখানে এমন অনেক বাড়ি আছে যার মাঝখান দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা চলে গিয়েছে। ফলে বাড়ির বসার ঘর হয়তো বেলজিয়ামে, আর রান্নাঘর নেদারল্যান্ডসে! এখানকার এক ক্যাফের মাঝখান দিয়েও সীমানা গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, যে দেশে আপনার সদর দরজা, আপনি সেই দেশের নাগরিক। এমনও হয়েছে যে, নেদারল্যান্ডসের ডাচ আইনের কড়াকড়ির সময় রেস্তোরাঁর গ্রাহকরা টেবিল সরিয়ে বেলজিয়ামের অংশে গিয়ে দিব্যি খাওয়াদাওয়া চালিয়ে গিয়েছেন।

গাছের ইন্টারনেট

গাছ কথা বলতে পারে না— এটা আমরা ভাবি। কিন্তু মাটির নীচে তারা একে অপরের সঙ্গে দিব্যি যোগাযোগ রাখে! বনের নীচে থাকা ছত্রাকের এক বিশাল জালের মাধ্যমে গাছেরা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, যাকে বিজ্ঞানীরা মজা করে বলেন 'উড ওয়াইড ওয়েব'। এই জালের মাধ্যমে বড় গাছগুলো ছোট চারাদের খাবার পাঠায়। এমনকি কোনও গাছে পোকা আক্রমণ করলে রাসায়নিক সংকেত পাঠিয়ে বাকিদের সতর্ক করে দেয়। প্রকৃতির এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আমাদের ইন্টারনেটের চেয়ে কোনও অংশে কম স্মার্ট নয়।

ক্যান্ডি আবিষ্কারক

ছোটবেলায় আমরা সবাই রঙিন 'কটন ক্যান্ডি' বা হাওয়াই মিঠাই খেয়েছি। কিন্তু জানেন কি, এই মিষ্টির আবিষ্কারক ছিলেন একজন ডেন্টিস্ট বা দাঁতের ডাক্তার? ১৮৯৭ সালে উইলিয়াম মরিসন নামের এক ডেন্টিস্ট তাঁর বন্ধু জন হোয়ার্টনের সঙ্গে মিলে এই যন্ত্রটি তৈরি করেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন 'ফেয়ারি ফ্লস'। আশ্চর্য ব্যাপার হল, একজন দাঁতের ডাক্তার হয়েও তিনি এমন এক খাবার তৈরি করলেন যা আসলে চিনি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যা দাঁতের বারোটা বাজাতে ওস্তাদ! ব্যবসার খাতিরে শপথ ভোলার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর হয় না।

মহাকাশের গন্ধ

মহাকাশচারীরা যখন স্পেসওয়াক সেরে স্টেশনে ফিরে আসেন, তখন তাঁদের পোশাকে এক অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যায়। নাসার মহাকাশচারীদের মতে, মহাকাশের নিজস্ব একটি গন্ধ আছে। এই গন্ধ অনেকটা গরম ধাতু, ঝালাই করার ধোঁয়া বা পোড়া মাংসের (বারবিকিউ স্টেক) মতো! মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা ওজোন গ্যাস এবং মৃত নক্ষত্রের কণা বা পলিসাইক্লিক অ্যারোম্যাটিক হাইড্রোকার্বনের কারণেই নাকি এই অদ্ভুত গন্ধ তৈরি হয়। অর্থাৎ অসীম শূন্যতা আসলে গন্ধহীন নয়, বরং বেশ কড়া গন্ধযুক্ত!

বন্দে ভারত স্লিপারের ভাড়া নিয়ে প্রশ্ন

লক্ষ্মীবার থেকে যাত্রা শুরু

■ বুধবার ছাড়া কামাখ্যা থেকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন ট্রেনটি ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে

■ হাওড়া থেকে ট্রেনটির নিয়মিত চলাচল শুরু হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি থেকে

■ বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : উদ্বোধনী যাত্রা শেষ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রেলের তরফে বন্দে ভারত স্লিপারের নিয়মিত যাত্রার দিন ঘোষণা করে দেওয়া হল। রবিবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, কামাখ্যা থেকে কমার্সিয়াল যাত্রা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। বুধবার ছাড়া এখান থেকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন ট্রেনটি ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে। পূর্ব রেলের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে হাওড়া থেকে ট্রেনটির নিয়মিত চলাচল শুরু হচ্ছে ২৩ জানুয়ারি থেকে। বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে হাওড়া থেকে ছাড়বে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে। তবে ট্রেনটির ভাড়া কত, তা জানানো হয়নি কোনও নির্দেশিকাতেই। রেলের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বক্তব্য, 'নির্দিষ্টভাবে প্রতিটি শ্রেণির ভাড়ার কাঠামো ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু ওই ভাড়ার সঙ্গে কিছু ট্যাক্স যুক্ত হবে। তাছাড়া এধরনের ট্রেনগুলির ক্ষেত্রে ভাড়া ওঠানামা করে। ফলে স্পষ্ট করে ভাড়া কত, তা বলা যায় না।' রেল সূত্রে খবর, সোমবার থেকে পাওয়া যাবে বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট।

কলকাতা যাওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ একটু বেশি রাতে ট্রেনের দাবি করে আসছিল দীর্ঘদিন ধরেই। সেই দাবি পূরণ হয়েছে বন্দে ভারত স্লিপারের মধ্যে দিয়ে। শনিবারই মালদা থেকে ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার রেলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল কমার্সিয়াল যাত্রার দিন। রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হাওড়া ও কামাখ্যার মধ্যে সেমিহাইস্পিড ট্রেনটি মালদা টাউন ও নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) ১০ মিনিট এবং আজিমগঞ্জ ও নিউ কোচবিহারে ৫ মিনিট করে দাঁড়াবে। বাকি স্টপগুলিতে স্টপ টাইম ২ মিনিট। কামাখ্যা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে ট্রেনটি হাওড়া পৌঁছাবে পরের দিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে। এই ট্রেনটি যাত্রাপথে উত্তরবঙ্গের নিউ আলিপুরদুয়ারে ৯টা ২৩ মিনিটে, নিউ কোচবিহারে ৯টা ৪০ মিনিটে, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ১০টা ৫৫ মিনিটে, এনজেপিতে ১১টা ৩০ মিনিটে, আলুয়াবাড়ি রোডে ১২টা ২২ মিনিটে, মালদা টাউনে ৩টা ২৫ মিনিটে পৌঁছাবে এবং হাওড়া থেকে কামাখ্যা যাওয়ার পথে ট্রেনটি উত্তরবঙ্গের মালদা টাউনে ১০টা ৫০ মিনিটে, আলুয়াবাড়ি রোডে ১২টা ৫৮ মিনিটে, এনজেপিতে ১টা ৪০ মিনিটে, জলপাইগুড়ি রোডে ২টা ২০ মিনিটে, নিউ কোচবিহারে সাড়ে তিনটা এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে ৩টা ৪৮ মিনিটে পৌঁছাবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলেন, 'সোমবার থেকে টিকিট বুকিংয়ের সুবিধা পেতে পারেন যাত্রীরা।' একটু বেশি রাতে ট্রেন মেলায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে উত্তরবঙ্গের পর্যটন ও বাণিজ্য মহল। তবে ভাড়া কত হবে, তা নিয়েই মূলত প্রশ্ন সকলের।

আরও চারটি স্টেশনে দাঁড়াবে ভিস্টাডোম

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ জানুয়ারি : যাত্রীসংকটের অভাব অভিযোগের মাঝেই আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের চারটি নতুন স্টেশন ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনের স্টপ পেতে চলেছে। এখন থেকে গুলমা, নাগরাকাটা, বানারহাট ও দলগাঁও স্টেশনে থামবে ভিস্টাডোম। স্বাভাবিকভাবে পুরোনো টাইমটেবিলে পরিবর্তন হবে। তবে কখন কোন স্টেশনে ভিস্টাডোমের স্টপ থাকবে তা এখনও জানা যায়নি। ভিস্টাডোমে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই এই উদ্যোগ বলে রেলমন্ত্রক জানিয়েছে। বিশেষ করে পর্যটনকেন্দ্রিক স্টেশনগুলির কথা মাথায় রেখে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বলেন, 'বিভিন্ন স্টেশনে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপের দাবি ছিল। সেইমতো স্টপ দেওয়ার কথা রয়েছে। তবে এখনও এবিষয়ে রেল বোর্ডের নির্দেশিকা হাতে আসেনি।'

একই সঙ্গে শিলিগুড়ি-বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এখন থেকে হ্যামিল্টনগঞ্জ ও কালচিনি স্টেশনে স্টপ দেবে। বিভিন্ন সময় চা বাগান এলাকার বাসিন্দারা স্টপের দাবি জানিয়েছিলেন। এতদিন সড়কপথ যাতায়াতের একমাত্র ভরসা ছিল। অতিরিক্ত ভাড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নাজেহাল হতে হয়েছে। এখন থেকে স্কুল, কলেজের পড়ুয়াদের আলিপুরদুয়ার শহরে পৌঁছাতে অনেক সুবিধা হবে।

রানি কমলাপতি-আগরতলা এক্সপ্রেস নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে স্টপ দেবে। সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনের অবশ্য নিউ কোচবিহারে স্টপ থাকবে।

আগরতলা-তেজস রাজধানীর নিউ কোচবিহার স্টেশনে স্টপ থাকায় অল্প সময়ে দিল্লি যাওয়া সম্ভব হবে। কর্মভূমি এক্সপ্রেসের নিউ মাল জংশনে স্টপ থাকবে। আগে আলিপুরদুয়ারের পর এই ট্রেন এনজেপিতে স্টপ দিত। ফলে নিউ মাল জংশন এলাকার

যাত্রীদের এনজেপিতে গিয়ে ট্রেন ধরতে হত।

মহানন্দা এক্সপ্রেসের স্টপ দেওয়া হয়েছে সেবকে। এতে সিকিম ও সংলগ্ন এলাকার যাত্রীদের দিল্লি যেতে সুবিধা হবে। সিফং এক্সপ্রেসকে গোঁসাইগাও-তে স্টপ দেওয়া হয়েছে। পার্থপ্রতিম ঘোষ নামে শহরের এক শিক্ষকের কথায়, 'অনেক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপ আলিপুরদুয়ারে নেই। নিউ কোচবিহার স্টেশনে তেজস রাজধানী ও সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপ থাকলেও আলিপুরদুয়ারে এই দুটি ট্রেনের স্টপ কেন নেই বুঝতে পারছি না।'

অসম পেল দুটি অমৃত ভারত

নিউজ ব্যুরো

১৮ জানুয়ারি : উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগের উন্নতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন। ফলে এই অঞ্চল থেকে প্রথমবার নন-এসি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু হল। ডিব্রুগড়-গোমতীনগর (লখনউ) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং কামাখ্যা-রোহতক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস দুটি অসমের কলিয়াবর থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করাহয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ-পরিবহণ ও জলপথমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং কেন্দ্রীয় বিদেশ বিষয়ক ও বস্ত্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা প্রমুখ।

ডিব্রুগড়-গোমতীনগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস আপার অসম থেকে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংযোগ আরও মজবুত করবে। অন্যদিকে, কামাখ্যা-রোহতক অমৃত ভারত গুয়াহাটি থেকে হরিয়ানার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবে।

গণ ইস্তফা

প্রথম পাতার পর

ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত শুনানি। ওই শুনানি চলাকালীন ব্লক অফিস চত্বরে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন বিএলও-রা এবং পরবর্তীতে একটি প্রতিনিধিদল বিডিওর হাতে ইস্তফাপত্র তুলে দেয়। বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয় সিতাই ব্লক অফিসে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিএলও-দের একাংশ। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার পর ইস্তফাপত্র তুলে দেওয়া হয় সিতাইয়ের বিডিওর হাতে। এখানকার ৯৯ জনের মধ্যে ৪০ জন বিএলও ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

বিএলও-দের বক্তব্য, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা সুস্পষ্ট নির্দেশিকা ছাড়াই নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রায় প্রতিদিন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নতুন নতুন নির্দেশ জারি করা হচ্ছে। প্রতিটি বুথে প্রচুর ভোটারের নাম লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি তালিকায় উঠছে। যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাচাই করা কার্যত অসম্ভব। পাশাপাশি, ভোটার তালিকায় কারও নাম বাদ পড়লে বা সমস্যা দেখা দিলে, ভোটারদের যাবতীয় ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। যেন সমস্ত দায়ভার বিএলও-দের। সিতাইয়ের জগদীশচন্দ্র বর্মন বলেন, 'প্রতিদিন নতুন নতুন নির্দেশিকা মেনে কাজ করতে গিয়ে আমরা মানসিক ও শারীরিকভাবে চাপে পড়ছি। কোনও সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ছাড়াই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ফলে আমরা ক্রমাগত হয়রানির শিকার হচ্ছি।' তুফানগঞ্জের অবন্তী দাস বলেন, 'বাঁচার অধিকার সবার আছে। আমরাও বাঁচতে চাই। যাঁদের ম্যাপিং রয়েছে, তাঁদেরও শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। প্রথমে ভোটারদের বলা হয়েছিল, কাগজ জমা দিলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না। তারপরেও তাঁদের কাছে নোটিশ যাচ্ছে।' মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার জন্য ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানান তুফানগঞ্জের সুজিত দত্ত।

বোমাতঙ্ক, জরুরি অবতরণ

প্রথম পাতার পর

বিমানবন্দরে সাধারণত হাই রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়ে থাকে কয়েকদিনের জন্য। তবে, এদিনের ঘটনার পর তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে কর্তৃপক্ষ। তারপরই হাই রেড অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয়। বাগডোগরা বিমানবন্দরে প্রবেশের পথে শুরু হয় নাকা চেকিং। নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকে ছিলেন এয়ারপোর্ট ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম, সিআইএসএফ-এর ডিসি হরবীর সিং, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা অধিকারিক রিত্তিকা কাঞ্জিলাল, ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনের অধিকারিক এসকে ঝা প্রমুখ। সেখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা শ্রদ্ধা প্রধান ওই বিমানে ছিলেন। বাগডোগরায় নেমে বললেন, 'দিল্লি থেকে ফ্লাইট ছাড়ার পর সকাল ৮টা নাগাদ আমাদের জানানো হয়, বিমানে টেকনিকাল কিছু সমস্যা হয়েছে। লখনউতে তাই নামানো হবে। তারপর বাগডোগরায় যাবে। সব যাত্রীকে নামিয়ে সিকিউরিটি হোল্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুরে বিমান সংস্থার তরফেই খাবার দেওয়া হয়েছিল। বিকেলে ফের চেকিং করে বিমানে তোলা হয়।'

দিল্লি থেকে সিকিম বেড়াতে আসা মনোতোষ খাগড়ের কথায়, 'আমাদের বোমার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। শুধু প্রযুক্তিগত সমস্যার কথা বলেছিল। তবে বিমানবন্দরে তৎপরতা দেখে সন্দেহ হচ্ছিল।'

বাবার জন্মদিনে অকশন ব্রিজ

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জানুয়ারি : শহরবাসী কবি সঞ্জয় সাহা তাঁর বাবা শচীন্দ্রনাথ সাহার ৮৫তম জন্মদিনকে স্মরণীয় করে তুলতে রবিবার নিজের বাড়িতেই আয়োজন করলেন অভিনব এক অকশন ব্রিজ প্রতিযোগিতার।

বাবার প্রিয় খেলাকে কেন্দ্র করেই এই উদযাপন। মোট ১৬টি দলে ৩২ জন প্রতিযোগী অংশ নেন এই ব্রিজ লড়াইয়ে। এদিন প্রতিযোগিতায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল জন্মদিনে শচীন্দ্রনাথ সাহার নিজেরই অংশগ্রহণ। আশি পেরিয়েও তাসের চাল নিয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস ও আগ্রহ দেখে মুগ্ধ উপস্থিত সকলে।

কবি সঞ্জয় সাহা বলেন, 'বাবা ব্রিজ খেলতে ভীষণ ভালোবাসেন। তাই গত পাঁচ বছর ধরে আমরা ওঁর জন্মদিনটা একটু অন্যভাবে পালন করছি। কেক কাটার বাইরে তাঁর ভালোলাগাকেই গুরুত্ব দিচ্ছি।'

প্রশ্নের মুখে ইউসুফ

বহরমপুর, ১৮ জানুয়ারি : বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার বলেছিলেন, 'বেলডাঙ্গায় যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে এত প্রতিবাদ হচ্ছে, তাঁর বাড়িতে বারবার যেতে চাইছেন ইউসুফ। আমিই তাঁকে বলেছি, এখন নয়। পরিস্থিতি শান্ত হলে দলের কর্মীদের নিয়ে ওখানে যেতে।' দলের সেকেন্ড ইন কমান্ডের এমন বক্তব্যের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার বেলডাঙ্গায় পা রাখলেন বহরমপুরের সাংসদ ও প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। কিন্তু 'এতদিন কোথায় ছিলেন' প্রশ্ন তাড়া করে বেড়াল তাঁকে। এদিন স্থানীয় দলীয় বিধায়ক হাসানুজ্জামানকে নিয়ে বেলডাঙ্গায় নিহত পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিনের বাড়িতেও যান ইউসুফ। সাংসদকে হাতের কাছে পেয়ে নানা অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন নিহত শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা। এখানেও এতদিন এত অশান্তির মাঝে কেন তাঁকে দেখা যায়নি, ভিড়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় অনেককেই। জবাবে ইউসুফ বলেন, 'আমি এখানেই ছিলাম। এখানকার মানুষজনের সঙ্গে তৃণমূল স্তরে আমাদের যোগাযোগ আছে। আমি তাঁদের জন্যই কাজ করি। মানুষজন এবং সংবাদমাধ্যমকে ভুল বোঝানো হয়েছে। এখনও আমরা সবরকমভাবে এই পরিবারের পাশে আছি।'

বেলডাঙ্গার অশান্তি নিয়ে সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করেছিলেন অভিষেক। নাম না করলেও তাঁর নিশানায় ছিলেন তৃণমূল থেকে সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ইউসুফের বক্তব্য, 'পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের নাগরিক। রুটিরুজির জন্য হয়তো তাঁদের বাইরের রাজ্যে যেতে হয়। কিন্তু তাই বলে তাঁদের উপর এই অত্যাচার চলতে পারে না। এখানে ভুল বোঝানো, উসকানি চলেছে সমানে।'

কোচবিহারের বর্জ্য

প্রথম পাতার পর

ইউনিট তৈরি করা হবে। ফলে ভাগাড়টি পরিষ্কার করতে হবে। তাই সেখানে আর আবর্জনা ফেলা যাবে না।' তিনি জানান, কোচবিহার শহরের সমস্ত বর্জ্য গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে প্রতিদিন আলিপুরদুয়ার জেলার মাঝেরডাবরি ভাগাড়ে ফেলা হবে।

কোচবিহার পুরসভায় বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫৬ টন বর্জ্য তৈরি হয়। এরজন্য প্রতিদিন প্রায় ৪১টি গাড়ি ব্যবহার করে পুরসভা। প্রশ্ন উঠেছে কোচবিহার শহর থেকে প্রতিদিন এই বর্জ্য প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলা নিয়মিত সম্ভব হবে কি না। তাছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলার স্থানীয় বাসিন্দারা তা মেনে নেবেন কি না।

কোচবিহারের নিজস্ব ভাগাড়েই বর্জ্য ফেলার জন্য পুরসভার গাড়ি শহরের মধ্য দিয়ে যাবার সময় নানা কারণে বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সেখানে অন্য জেলার বর্জ্য আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার সময় এই সমস্যা আরও বেশি হতে পারে বলেই ধারণা। তারপরেও মাঝেরডাবরির ভাগাড়ের প্রসেসিং ইউনিটে বর্জ্য শুধু নিয়ে গিয়ে ফেললেই হবে না। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথক করে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে। এরসঙ্গে বিপুল পরিমাণ এই বর্জ্য প্রতিদিন একাধিক গাড়িতে করে নিয়ে মাঝেরডাবরির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলতে যে পরিমাণ তেল খরচ হবে সেই টাকাই বা আসবে কোথা থেকে?

বকুলতলা এলাকায় কোচবিহার পুরসভার ভাগাড় শহর থেকে কমবেশি ৫ কিলোমিটার দূরে। গাড়িতে সেখানে বর্জ্য ফেলতে পুরসভার মাসে তেল খরচ হয় সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা। সেখানে মাঝেরডাবরি ভাগাড়টি কোচবিহার শহর থেকে কমবেশি ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে। সেখানে বর্জ্য ফেলতে প্রতিমাসে কোচবিহার পুরসভার ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকার তেল প্রয়োজন।

পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের নোডাল ইঞ্জিনিয়ার বাদল সরকার বলেন, 'সুডার ডিরেক্টর ও অ্যাডিশনাল সেক্রিটারি জলি চৌধুরী দু'দিন আগে আমাকে ফোন করে কোচবিহারের ভাগাড়ে বর্জ্য না ফেলে আলিপুরদুয়ারের ভাগাড়ের প্রসেসিং ইউনিটে নিয়ে গিয়ে ফেলতে বলেছেন। এরজন্য পরিবহণ বাবদ অতিরিক্ত যে খরচ হবে তা সরকার বহন করবে বলে জানিয়েছেন।' কোচবিহারের ভাগাড়ে যে প্রসেসিং ইউনিট তৈরি হবে তা করতে ১০-১২ কোটি টাকা খরচ হবে বলে পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে।

ভাষণে হতাশ সিঙ্গুর

প্রথম পাতার পর

যেখানে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো কোম্পানিতে বহু কর্মসংস্থান হচ্ছে। সার্বিকভাবে যা ই-কমার্সের মতো শিল্পকে শক্তিশালী করবে।

সিঙ্গুরের তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'সিঙ্গুর জানে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই এলাকার মানুষের সঙ্গে আছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজনীতি করতে এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না।' শিল্প নিয়ে চুপ থেকে কৃষিভিত্তিক সিঙ্গুরের কথা বলেছেন মোদি। আলু ও পাটচাষিদের স্বার্থরক্ষার অঙ্গীকার করেছেন। কেন্দ্রের 'এক জেলা এক পণ্য' নীতিতে ধনিয়াখালির শাড়ি, পাটজাত পণ্যকে শোকেস করার কথা বলেছেন।

মোদি বলেন, 'প্লাস্টিকের বদলে পাটজাত পণ্যের ব্যবহারের ফলে পাটচাষিরা উপকৃত হচ্ছেন। হুগলি জেলায় আলু, পেঁয়াজ ও সবজির বিপুল উৎপাদন হয়। আমার স্বপ্ন, দুনিয়াজুড়ে প্যাকড ফুডের চাহিদা মেটাতে এই সব পণ্য একদিন বিশ্বের বাজার দখল করবে। তার জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও কোল্ড চেনের প্রসার ঘটাতে চায় কেন্দ্র। কিন্তু কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধে মার খাচ্ছে কৃষক ও মৎস্যজীবী মানুষ।'

তিনি হুঁশিয়ারি দেন, দিল্লির আপ সরকার উন্নয়ন বিরোধিতায় রাজনীতি করতে গিয়ে আয়ুষ্মান ভারতকে গ্রহণ করেনি। দিল্লির মানুষ তাই আপ সরকারকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর কথায়, যে সরকার বিকাশে বাধা দিয়েছে, তাদের শাস্তি পেতে হয়েছে। বাংলার নির্মম সরকারকেও রাজ্যের মানুষ উচিত শিক্ষা দেবে।'

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কড়া সমালোচনাও ছিল মোদির মুখে। রাজ্যে মহাজঙ্গলরাজের অবসান করে সুশাসন আনার ডাক দিয়ে তাঁর বক্তব্য, বাংলায় মহিলারা সুরক্ষিত নয়, রেপ বলাৎকারের মতো ঘটনা লাগামহীন। তাঁর কথায়, 'ইসি কারণসে টিএমসি কো সবক শিখানা বহুত জরুরি হ্যায়।'

মোদি চলে যাওয়ার পর সিঙ্গুরের সাধারণ মানুষের আক্ষেপ ঝরে পড়ল- যে জমিতে একসময় কারখানার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, আজ তা না কৃষিযোগ্য, না শিল্পোপযোগী। সভাস্থলে ছিলেন জমি আন্দোলনের শরিক ৭০ বছরের বৃদ্ধ রমাপদ ধারা। এসেছিলেন কর্মসংস্থানের দিশা দেখার আশায়। সভা শেষে বাজেমেলিয়া মোড়ে চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'আমার ছেলেকে কাজের জন্য মুম্বই যেতে হয়েছে। মোদি এখানে কাজের ব্যবস্থার কথা বললে হয়তো ছেলেটা গ্রামে ফিরতে পারত।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তরের ছাত্র দেবাশিস মান্না বলেন, 'সিঙ্গুরকে নিয়ে শুধু রাজনীতি হল। বেকারদের কর্মসংস্থানের কথা কারও কাছে শুনছি না।' সভা থেকে ফেরার পথে চোখে-মুখে হতাশা নিয়ে বেড়াবেড়ি গ্রামের মহাদেব দাস বললেন, 'ভেবেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী কোনও বড় শিল্পের কথা ঘোষণা করবেন। কিন্তু কোনও দিশা দেখলাম না।

তবে যথারীতি মোদির গলায় ছিল অনুপ্রবেশ নিয়ে চড়া সুর। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূলের ভোটব্যাংক। তাই তাদের বাঁচাতে ধর্নায় বসে পড়ছে তৃণমূল। অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর যেতে চায় ওরা। অনুপ্রবেশকারীদের সুরক্ষা দিতে জাল নথি তৈরি করে দিচ্ছে। এখন সময় এসেছে, ভুয়ো কাগজ নিয়ে যাঁরা ঢুকে পড়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানো।'

তারপরই জনতার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন, এ কাজ কে করতে পারে? জনতা সমস্বরে মোদি মোদি চিৎকার করলে জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একাজ করতে পারে আপনার একটি ভোট। বিজেপিকে দেওয়া আপনার একটি ভোটই পারে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে।'

পদ্ম বিধায়কে রুষ্ট

প্রথম পাতার পর

গ্রামীণ অর্থনীতির সেই মডেলের কঙ্কাল এখন দাঁড়িয়ে আছে কুঞ্জনগরে। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য এজন্য দোষারোপ করে কেন্দ্রকে। তাদের যুক্তি, কুঞ্জনগরকে স্বীকৃতি দেয়নি ন্যাশনাল জু অথরিটি। ফলে এই কেন্দ্রের আবাসিক বন্যপ্রাণী, পাখিদের পাঠিয়ে দিতে হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে।

শুধু কুঞ্জনগর কেন, গোটা ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গ্রামগঞ্জে অনেক চকচকে রাস্তাঘাট, কালভার্ট হয়েছে। ফালাকাটা শহরে স্টেডিয়াম হয়েছে। অনেক জায়গা পথবাতির আলোয় রাতে উজ্জ্বল। ফালাকাটা শহরের এক তরুণ এসব শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'এসব ধুয়ে কি মশাই পেট চলে!'

এই বিধানসভা কেন্দ্রেরই একপ্রান্ত এথেলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের শিল্পতালুকের শিলান্যাস হয়েছিল। তারপর একটি ইটও গাঁথা হয়নি। তরুণটি বলছিলেন, 'কাজ আসবে কি আকাশ থেকে? রাস্তা, সেতু যতই হোক, ফসলের ন্যায্য দাম পান না কৃষক। গ্রাম থেকে তাই দলে দলে লোকে ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন মজুর হয়ে।'

কুঞ্জনগর নিয়েও তৃণমূলের যুক্তি মানতে নারাজ স্থানীয়রা। ফালাকাটার এক গাড়িচালক বলেন, 'পশুপাখি নাহয় নিয়ে গিয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। কিন্তু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা পর্যটক আবাসগুলি সংস্কার করে পর্যটনের ব্যবস্থা করা তো যেত। সেই উদ্যোগটা না নিয়েছে সরকার, না বন দপ্তর।' কুঞ্জনগর যাওয়ার গাড়ির চাহিদা আর নেই। অথচ ফালাকাটায় গাড়ি চালানো অনেকের জীবিকা।

বাম জমানাতেই ফালাকাটায় শক্তি বাড়িয়েছিল তৃণমূল। যে কারণে ২০১১ সালে আলিপুরদুয়ার জেলায় একমাত্র ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ঘাসফুল ফুটেছিল। সেই জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে ২০১৬ সালেও। তবে ২০১৯-এ পরপর দু'বারের বিধায়ক অনিল অধিকারীর মৃত্যুতে নেতৃত্বের যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি তৃণমূল। ফলে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে আসন হাতছাড়া হয় শাসকদলের।

তবে বিজেপি জিতলেও ব্যবধান ছিল মাত্র চার হাজার ভোট। তার ওপর বিজেপির বিধায়ক দীপক বর্মনকে নিয়ে বেশ অসন্তোষ রয়েছে। কারণ, গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ করেননি তিনি। যদিও বিজেপির যুক্তি, 'দলদাস' প্রশাসন বিধায়ককে কাজ করতে দেয়নি। পদ্মের নীচু মহলে কান পাতলে অবশ্য শোনা যায় যে, এবার জিততে হলে নতুন মুখ প্রয়োজন।

২০২২ সালে নবগঠিত ফালাকাটা পুরসভার নির্বাচনে ১৮-০ ফলে জয়ী হয় তৃণমূল। তাতে অবশ্য বলা যায় না যে, পাল্লা তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে আছে। ২০১৪ সালে আলিপুরদুয়ার পৃথক জেলা হওয়ার পর ফালাকাটাকে মহকুমা করার দাবি এখনও পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ আছে। জটেশ্বরে আলাদা ব্লক ও গ্রামীণ হাসপাতাল কিংবা ফালাকাটা শহরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কিছুই হয়নি।

২০২১-এর পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায় এবারও প্রার্থীপদের দৌড়ে আছেন। গত পুরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফল ভালো হওয়ায় ফালাকাটা পুনর্দখলে মরিয়া তৃণমূল। ফলে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবার দুই ফুলই।

প্রশান্তকে বাঁচাতে প্রশাসনের 'সেফ প্যাসেজ'

প্রথম পাতার পর

তাতে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ অবাক নন, বরং লজ্জিত। রাজগঞ্জের বিডিও যেন জাদুকর পিসি সরকারের উত্তরসূরি। তিনি ভ্যানিশ হয়ে গেলেন, আর আমাদের তুখোড় গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারা তা জানলেন না। পুলিশের সব 'সোর্স' হঠাৎ কাজ করা বন্ধ করে দিল। প্রশান্ত কি এতটাই প্রভাবশালী যে, তাঁর হাত আইনের চেয়েও লম্বা? নাকি তিনি এমন কোনও সত্য জানেন যা ফাঁস হয়ে গেলে প্রশাসন বা রাজনীতির অনেক রথী-মহারথীর সিংহাসন টলে যাবে? ডব্লিউবিসিএস কেলেঙ্কারি থেকে পরবর্তীতে নানা কুকর্মে কীভাবে বারে বারে প্রশান্ত আইনের শাসনকে প্রহসনে পরিণত করেছেন তা সাধারণ মানুষ দেখছেন।

এতসবের পরেও প্রশান্তকে বাঁচানোর চেষ্টা এক গভীর প্রশাসনিক অসুখের লক্ষণ। যে পুলিশ বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতে মুহূর্তের মধ্যে সক্রিয় হয়, সেই পুলিশই ২৮ দিনেও একজন অভিযুক্তকে ধরতে পারছে না- এর চেয়ে বড় কৌতুক আর কী হতে পারে! প্রশাসন হয়তো ভাবছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বপন কামিল্যার খুনের কথা ভুলে যাবে। পুলিশ ও প্রশাসনের এই ন্যক্কারজনক আঁতাত ভাঙা দরকার, নচেৎ বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের যেটুকু আস্থা অবশিষ্ট আছে, তাও ধুলোয় মিশে যাবে। যদি দ্রুত প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করে আইনের হাতে তুলে দেওয়া না হয়, তবে সাধারণ মানুষের কাছে আইন, বিচার এসবের কোনও গুরুত্বই থাকবে না। কারণ, রাজগঞ্জের পলাতক বিডিও কেবল একজন অভিযুক্ত নন, তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যবস্থার মুখোশ। জনস্বার্থে সেই মুখোশ খুলে দেওয়া জরুরি।

মুখ্যমন্ত্রী সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে 'মিডিয়া ট্রায়াল' বন্ধ করার কথা বলেছেন। কিন্তু রক্ষকই যখন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন সংবাদমাধ্যমকেই সামনে এসে সত্যটা বলতে হয়।

প্রশান্তর মামলাটি শুরু থেকেই এক রহস্যজনক গতিতে এগিয়েছে। ২০২৫-এর ১৬ নভেম্বর বারাসত আদালত তাঁকে জামিন দিল, অথচ ২ ডিসেম্বর পুলিশ হাইকোর্টে গেল সেই জামিন চ্যালেঞ্জ করতে। এই যে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান, এটাও কি পরিকল্পিত নয়? হাইকোর্ট যখন স্পষ্ট ভাষায় আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল, তখন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট কেন রাজগঞ্জ গিয়ে প্রশান্তকে তুলে আনল না? জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের ভূমিকাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। একজন খুনের আসামি দিব্যি সরকারি চেয়ারে বসে ফাইল সই করে গেলেন, আর হাইকোর্টের আদেশের পর তিনি যখন 'পলাতক' হলেন, তখন প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে রইল। এই নিষ্ক্রিয়তা আসলে এক ধরনের প্রশ্রয়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ প্রশান্তর গোপন ঘাঁটির ঠিকানা ফাঁস করে দেওয়ায় তিনি সেখান থেকে পালিয়েছেন। সূত্রের খবর, দিল্লিতে এক প্রভাবশালীর আশ্রয়েই আপাতত রয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও। খুনের আসামিকে গ্রেপ্তারের বদলে তাঁকে বাঁচানোর জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধি আর সময় খরচ করা হচ্ছে, তার সিকিভাগ যদি তদন্তে লাগানো হত, তবে অনেক আগেই বিচার পেতেন হতভাগা স্বর্ণ কারিগর। এই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা আসলে অপরাধীদের কাছে বিজ্ঞাপনের মতো; তাদের কাছে খোলা আমন্ত্রণ যে, খুনের মতো অপরাধ করেও যদি 'সঠিক' চেয়ারে বসা যায়, তবে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়াটা কেবল সময়ের অপেক্ষা। এখনও কি ঘুম ভাঙবে না প্রশাসনের? নাকি এই কুৎসিত প্রহসন চলতেই থাকবে?

হস্তক্ষেপ আইসিসির, মিটল ভিসা সমস্যা

দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে হাজির হবে কি না, এখনও জানে না দুনিয়া। বিতর্ক থামা বা বরফ গলার আপাতত ইঙ্গিত নেই।

তার মাঝেই আজ কুড়ির বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দলের পাক বংশোদ্ভুত ক্রিকেটারদের ভিসা সমস্যা মিটল বলে খবর। গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, আমেরিকার আলি খান, নেদারল্যান্ডসের জুলফিকার সাকিব, ইংল্যান্ডের আদিল রশিদের মতো পাক বংশোদ্ভুতদের ভারত ভিসা দেবে না। আজ এমন জল্পনা শেষ হয়েছে। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে ভারত সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আর তারপরই বরফ গলেছে। কুড়ির বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দেশের জাতীয় দলে যে সব পাকিস্তান বংশোদ্ভুত ক্রিকেটার রয়েছেন, তাঁদের সকলের জন্যই ভারতীয় ভিসার ব্যবস্থা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই আজ এই ব্যাপারে জানিয়েছে, বিশ্বকাপের নানা দলে থাকা পাক বংশোদ্ভুতদের ভারতীয় ভিসা পেতে যেন সমস্যা না হয়, তা নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছে আইসিসি। আর সেই আলোচনার পরই সমস্যা মিটছে। জানা গিয়েছে, আদিল, রেহান, সাকিবদের মতো অনেকেই ইতিমধ্যেই ভারতের ভিসা পেয়ে গিয়েছেন। বাকিরাও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভারতের ভিসা পেয়ে যাবেন। ফলে টি২০ বিশ্বকাপের সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য ভারতে হাজির হতে সমস্যা হবে না পাক বংশোদ্ভুত ক্রিকেটারদের।

আদিল রশিদ, আলি খানদের সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা আইসিসি-র।

বিসিবির গ্রুপ বদলের প্রস্তাব মানতে নারাজ আইসিসি

পাকিস্তানের সাহায্যপ্রার্থী বাংলাদেশ

ঢাকা ও দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : আলোচনা হয়েছে। আর সেই আলোচনার টেবিলেই গতকাল বাংলাদেশের তরফে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ বদল থেকে শুরু করে শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র কাছে বাংলাদেশের এমন প্রস্তাবের পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময়। কিন্তু তারপরও বিতর্ক থামার, সমাধানসূত্র মেলার কোনও ইঙ্গিত নেই। বরং ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র একটি সূত্রের খবর, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়টি ২১ জানুয়ারি চূড়ান্ত হবে। জানা গিয়েছে, আইসিসি বাংলাদেশের গ্রুপ ও কেন্দ্র বদলের প্রস্তাবে সাড়া দিতে খুব একটা আগ্রহী নয়। উপরি হিসেবে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে, আজ বাংলাদেশের তরফে বিশ্বকাপ সমস্যার সমাধানে সরাসরি পাকিস্তানের থেকে সাহায্য চেয়ে বসায়। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের তরফে টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে পাকিস্তানের কাছে কূটনৈতিক ও ক্রিকেটীয় সাহায্য চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রুপ বদল ও শ্রীলঙ্কায় খেলার প্রস্তাব মান্যতা না পেলে পাকিস্তানও যেন কুড়ির বিশ্বকাপে না খেলে, এমন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য বাংলাদেশের তরফে পাকিস্তানকে অনুরোধ করা হয়েছে বলে খবর।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ও সেদেশের সরকার বাংলাদেশের সাহায্যে কীভাবে লিটন দাসদের পাশে দাঁড়াবে, স্পষ্ট হয়নি রাত পর্যন্ত। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই জটিল পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাব মেনে নিতে হলে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচির বদল করতে হবে। বাস্তবে কাজটা সহজ নয়। শুধু বাংলাদেশ নয়, মুস্তাফিজুর রহমানদের দেশের প্রস্তাব মানতে হলে নতুনভাবে গ্রুপ বিন্যাস করাও কার্যত অসম্ভব।

নিয়মিত জটিল ও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠা পরিস্থিতির মধ্যে আইসিসি-র উপরও চাপ বাড়ছে। কারণ, বিশ্বকাপ শুরু হতে খুব একটা দেরি নেই। তার মধ্যে একটি টেস্ট খেলিয়ে দেশ আচমকা প্রতিযোগিতায় খেলতে না এলে সমস্যা তৈরি হবে। শেষবেলার এই সমস্যার সামাল দেওয়ার কাজটা খুব একটা সহজ নাও হতে পারে আইসিসি-র জন্য। তাই জটিল পরিস্থিতিতে কীভাবে স্বাভাবিক করা যায়, কীভাবে টি২০ বিশ্বকাপের আয়োজন বাংলাদেশকে নিয়ে করা যায়—গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে আইসিসি-ও। যদিও রাত পর্যন্ত সমাধানসূত্র মেলার কোনও ইঙ্গিত নেই। তার মাঝেই আজ পাকিস্তানের থেকে সাহায্য চেয়ে বাংলাদেশ পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে দিয়েছে। এখন দেখার, এই বিতর্কের শেষ কোথায়, কীভাবে হয়।

আজ কল্যাণীতে টিম বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : পাঁচ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট। লিগ টেবিলের মগডালে রয়েছে বাংলা। ফলে নকআউট পর্বে যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনাও রয়েছে ভালোরকম।

এমন সম্ভাবনা নিয়ে সোমবার সকালে কলকাতা থেকে কল্যাণী রওনা হচ্ছে বাংলা ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ। সেই ম্যাচে সরাসরি জিততে পারলে রনজি ট্রফির নকআউট পর্বে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে বাংলার। সাদা বলের সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে ট্রফির ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে দল। সন্ধ্যার দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'রনজির পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের। তার জন্য ধারাবাহিকভাবে ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। সাদা বলের ক্রিকেটে যাই হয়ে থাকুক না কেন, লাল বলের রনজিতে ভালো করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

শেষপর্যন্ত টিম বাংলা রনজিতে সফল হবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের জন্য ভালো খবর হল, সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে নামতে পারবে বাংলা। মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারদের রনজির আসরে চলতি মরশুমে প্রথমবার একসঙ্গে পাওয়া যাবে। অধিনায়ক অভিমন্যুর সঙ্গে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের ওপেনিং জুটিও ফিরতে চলেছে। সবমিলিয়ে সার্ভিসেস ম্যাচে নকআউট নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে টিম বাংলার সামনে।

হার ভারতের

ইস্তানবুল, ১৮ জানুয়ারি : তুরস্ক সফরের প্রথম প্রীতি ম্যাচে হার ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের। ইউক্রেনের ক্লাব এফসি মেটালিস্ট ১৯২৫ খারকিভের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত ক্রিসপিন ছেত্রীর ভারত।

রবিবারের ম্যাচে প্রথমার্ধে ভারতের গোলরক্ষক পানথোই চানু একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেভ করে দলকে লড়াইয়ে রাখেন। ৬০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে এগিয়ে যায় এফসি মেটালিস্ট। এরপর সংযুক্তি সময়ের গোলে জয় নিশ্চিত করে ইউক্রেনের ক্লাবটি। এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তুরস্ক সফরে গিয়েছে ভারতের মহিলা ফুটবল দল।

গভর্ন্যান্সে পরিবর্তন আনছে ফেডারেশন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ভেটো নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। যা স্বস্তি দিতে পারে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ক্লাবগুলিকে।

২২ সদস্যের আইএসএল গভর্নিং কাউন্সিলে ১৪ ক্লাবের প্রতিনিধি থাকলেও কোনও কিছু পাশ করাতে ফেডারেশনের অন্তত দুই সদস্যের সায় থাকা জরুরি বলে জানানো হয়। যা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে চিঠি দেয় সব ক্লাব। শনিবার সেই চিঠির উত্তরে এআইএফএফ বিষয়টি পরিষ্কার করে। তারা জানায়, এই ভেটোর সঙ্গে কমার্সিয়াল পার্টনারের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে গভর্ন্যান্সে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে ক্লাবগুলির কাছে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে। এই বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়েই চিন্তিত ছিল ক্লাব জোট। এই বিষয়ে তাদের অন্ধকারে রেখে বা নিজেদের ভেটো প্রয়োগ করে যাতে পছন্দের কাউকে না নিতে পারে, এছাড়াও অপারেশনাল দিকও থাকছে ক্লাবগুলির হাতেই। এআইএফএফ শুধুমাত্র রেগুলেটরি রাখতে চলছে নিজেদের কাছে। অর্থাৎ মাঠ পরিদর্শন, রেফারি, খেলা সংক্রান্ত আইন বা নিয়মকানুনই থাকবে ফেডারেশনের হাতে। যা শনিবারই চিঠি দিয়ে তারা ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে। নতুন গভর্ন্যান্স তৈরি করে মঙ্গলবারই পাঠানো হবে। এর ফলে ক্লাব আয়োজনের দায়িত্বের পাশাপাশি অপারেশনাল কাজ, যা এতদিন এফএসডিএল করত, তাও করতে হবে ক্লাবগুলিকে নিজেদেরই।

এদিকে, সূচি তৈরি করতে প্রায় জেরবার অবস্থা এআইএফএফের। প্রায় কোনও ক্লাবেরই মাঠ তৈরি নেই। কেরালা ব্লাস্টার্স প্রথম ১০ দিন ব্ল্যাক আউট ডে বলে জানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের ম্যাচ বাইরে খেলতে দিতে হবে। ঘরের মাঠে নয়। কলকাতার দুটো মাঠ এবং কল্যাণীতে খেলা হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাড়তি খরচের জন্য মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব সব ম্যাচ বাইরে খেলতে চায়। এক কর্তা বললেন, 'আমাদের যদি বাকেট চেয়ার ছাড়া খেলতে দেয় তাহলে নৈহাটি কি কল্যাণী স্টেডিয়ামে খেলতে পারি। কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এত ভাড়া করে রেখেছে যে খরচ আমাদের নাগালের বাইরে।' ইস্টার কাশীর অবস্থাও প্রায় একই। তবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন তৈরি হয়ে যাবে এর মধ্যেই। মুম্বই, গোয়া, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মাঠও খেলা হওয়ার জায়গায় আছে। এফসি গোয়া শেষপর্যন্ত ফতোরদা থেকেই খেলবে। সুখবর হল, আগামী সপ্তাহ থেকে হয়তো প্রস্তুতির জন্য মাঠে নেমে পড়তে চলেছে সব ক্লাব।

মেনে নিচ্ছে আইএসএল ক্লাবগুলির দাবি

ডিব্রুগড় পৌঁছাল সঞ্জয়ের বাংলা দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : সন্তোষ ট্রফিতে খেলতে ডিব্রুগড় পৌঁছাল সঞ্জয় সেনের বাংলা ফুটবল দল। বিলম্বিত বিমান। রবিবার দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটের বিমান কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রওনা হয় ৩টে ২০-তে। বিকেল সাড়ে চারটেয় অসমের ডিব্রুগড় পৌঁছোয় বাংলা। তার আগে আরও একদফায় বেশ কয়েকজন ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফ পৌঁছে গিয়েছিলেন। ডিব্রুগড় বিমানবন্দর থেকে মিনিট পনেরোর দূরত্বে একটি হোটেলে বাংলা দলের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানকার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় খুশি ফুটবলাররা। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে স্থানীয় একটি মাঠে অনুশীলন করবে বাংলা ফুটবল দল। মঙ্গলবার থেকে অবশ্য সন্তোষ ট্রফি আয়োজকদের ঠিক করে দেওয়া মাঠেই প্রস্তুতি সারতে হবে বাংলাকে।

অনূর্ধ্ব-১৪ লিগ ডার্বিতে ১৪ গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগের ডার্বিতে ১৪ গোল ইস্টবেঙ্গলের। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১৪-০ ব্যবধানে হারাল লাল-হলুদের খুদেরা। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ১১ গোল করে ইস্টবেঙ্গল। বাকি তিন গোল বিরতির পর। ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে হ্যাটট্রিক করেছে প্রিয়াংশু নস্কর ও বয়চা সিং। দুটি করে গোল সংস্কার সুব্বা, হিদাম সিংয়ের। বাকি চারটি গোল ওয়ালিদ হোসেন, সুদীপ্ত মান্ডি, আইতারাজ সুব্বা ও মামেন ওয়াংখেইরাকপামের করা।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শুরুতে স্ট্রেট সেটে জিতলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া, আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

সহজ জয় দিয়ে শুরু আলকারাজ, সাবালেঙ্কার

মেলবোর্ন, ১৮ জানুয়ারি : রবিবার জয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু করলেন স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্সিয়া।

প্রথম রাউন্ডে আলকারাজ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম ওয়াল্টনকে ৬-৩, ৭-৬ (৭-২), ৬-২ ফলে হারান তিনি। জয়ের পর স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, 'একটা দুর্দান্ত ম্যাচ ছিল। অ্যাডাম ওয়াল্টন বেশ কিছু ভালো শট নিয়েছে। আমাকেও সেই অনুযায়ী খেলতে হয়েছে।'

কেরিয়ারে ফরাসি ওপেন, উইম্বলডন ও ইউএস ওপেন জিতেছেন আলকারাজ। কেবল অধরা থেকে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। এই প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালের গন্ডী টপকাতে ব্যর্থ স্প্যানিশ তারকা। এবার অবশ্য অধরা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জিতে কেরিয়ার স্ল্যাম পূর্ণ করাই পাখির চোখ আলকারাজের। পুরুষদের সিঙ্গলসের অপর ম্যাচে প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ কানাডার গ্যাব্রিয়েল ডিয়ালোকে হারিয়েছেন ৬-৭ (১-৭), ৬-১, ৬-৪, ৬-২ ফলে। ম্যাচের পর প্রতিপক্ষের প্রশংসা করে জেরেভ বলেন, ' গ্যাব্রিয়েল দুর্দান্ত খেলোয়াড়। ওর বয়স কম এবং প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।'

জয় দিয়েই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাত্রা শুরু করেছেন মহিলাদের শীর্ষ বাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। প্রথম রাউন্ডে তিনি ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে খেলতে আসা ফ্রান্সের তিয়ানসোয়া রাকাটোমাঙ্গাকে ৬-৪ ,৬-১ ফলে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দেন তিনি।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথমদিনে মূল আকর্ষণ মার্কিন তারকা ভেনাস উইলিয়ামসের প্রত্যাবর্তন। ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে খেলতে নেমেছিলেন ৪৫ বছর বয়সি এই টেনিস তারকা। অবশ্য প্রত্যাবর্তনটা সুখের হয়নি ভেনাসের। প্রথম রাউন্ডে তিনি সার্বিয়ান তারকা ওলগা দানিলোভিচের কাছে ৬-৭(৫-৭), ৬-৩, ৬-৪ ফলে পরাজিত হন। প্রথম সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ভেনাস। কিন্তু পরের দুইটি সেটে সেই ছন্দ বজায় রাখতে ব্যর্থ মার্কিন তারকা।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম দিনেই অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারনে অসুস্থ হয়ে পড়েন এক বল গার্ল। সেই সময় একতারিনা আলেকজান্দ্রোভান্দ্রোভা ও জেইনেপ সোমনেজের ম্যাচ চলছিল। দ্বিতীয় সেটের খেলা বল গার্লটি অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে খেলা থামিয়ে সোমনেজ বল গার্লটিকে কোর্টের বাইরে নিয়ে যান। আলেকজান্দ্রোভা বল গার্লের উদ্দেশ্যে বরফ নিয়ে দৌড়ে যান। এই কারনে কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে। ম্যাচে অবশ্য সোমনেজ ৭-৫, ৪-৬, ৬-৪ ফলে জয়লাভ করেন।

প্রবল গরমে অসুস্থ বল গার্ল

অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া বল গার্লকে সাহায্য করছেন জেইনেপ সোমনেজ।

ড্র আর্সেনালের, হতাশ আর্তেতা

নটিংহ্যাম, ১৮ জানুয়ারি : নিষ্প্রাণ ম্যাচ। নটিংহ্যাম ফরেস্টের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল আর্সেনাল। মধ্যগগনে প্রিমিয়ার লিগ। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে বাকি দলগুলির থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে আর্সেনাল। এমন সময় পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট। আচমকাই যেন মাঝ-মরশুমে ছন্দ হারানোর আশঙ্কা জাঁকিয়ে বসেছে মিকেল আর্তেতার দলের সাজঘরে।

ম্যাচে সিংহভাগ সময় বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও ফরেস্টের দৃঢ় রক্ষণ ও ফরোয়ার্ডদের একের পর এক সুযোগ নষ্টে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হল আর্সেনালকে। ম্যাচের পর হতাশা গোপন রাখেননি আর্সেনাল কোচ। আর্তেতা বলেছেন, 'সুযোগ তৈরি করেছি। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতেই ছিল। তবে জিততে হলে গোল করতে হবে। যা আমরা পারিনি।' ম্যাচের শেষদিকে রেফারির একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। ফরেস্ট ডিফেন্ডারের হাতে বল লাগার ঘটনায় পেনাল্টির জোরালো আবেদন জানায় আর্সেনাল। তবে রেফারি ও ভিএআর তা নাকচ করে দেয়। আর্তেতার দাবি, সিদ্ধান্ত আর্সেনালের পক্ষে যেতেই পারত। তিনি আরও বলেছেন, 'খেতাব জিততে হলে এই ধরনের ম্যাচে জয়ের পথ খুঁজে বের করতে হবে।'

নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে আটকে গেলেন ভিক্টর গোয়েকেরেসরা।

অন্যদিকে অ্যানফিল্ডে বার্নলের সঙ্গে ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করেছে লিভারপুল। প্রথমার্ধে ফ্লোরিয়ান রিৎজের করা গোলে এগিয়ে গেলেও ব্যবধান ধরে রাখতে পারেনি তারা। এই নিয়ে এই মরশুমে প্রিমিয়ার লিগে উন্নীত তিন দলকেই ঘরের মাঠে হারাতে ব্যর্থ লিভারপুল। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ শেষে অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি অল রেড সমর্থকরা। এই নিয়ে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, 'সমর্থকদের এই প্রতিক্রিয়া হতাশার বহিঃপ্রকাশ। আমিও হতাশ।' দিনের অন্য ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ব্লুজ ব্রিগেডের হয়ে গোল দুটি করেন জোয়াও পেদ্রো ও কোল পামার।

অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে ফিরলেন শ্রেয়াঙ্কা

মুম্বই, ১৮ জানুয়ারি : আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ওডিআই ও টি২০ ভারতীয় মহিলা দল ঘোষণা করা হয়েছে।

২০১৯ সালের পর প্রথমবার টি২০ দলে ফিরেছেন ব্যাটার ভারতী ফুলমালি। এছাড়াও টি২০ দলে ডাক পেয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল। ওডিআই দলে না থাকলেও টি২০ দলে রয়েছেন অরুন্ধতী রেড্ডি। এছাড়াও টি২০ দল থেকে বাদ পড়েছেন হার্লিন দেওল।

ওডিআই দলে প্রথমবারের জন্য ডাক পেয়েছেন উইকেটরক্ষক গুনালান কমলিনী ও স্পিনার বৈষ্ণবী শর্মা। এছাড়াও দলে রাখা হয়েছে কাশভি গৌতমকে। বিশ্বকাপ দলে ব্যাক আপ উইকেটরক্ষক হিসেবে খেলা উমা ছেত্রী ও স্পিনার রাধা যাদব দল থেকে বাদ পড়েছেন। ওডিআই ও টি২০ উভয় দলেই রয়েছেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চের মধ্যে অস্ট্রেলিয়াতে তিনটি ওডিআই ও তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলবেন হরমনরা।

আগামী ৬ থেকে ৯ মার্চের মধ্যে একমাত্র টেস্ট ম্যাচটি হবে। বিসিসিআইয়ের পক্ষে জানানো হয়েছে, টেস্ট দল পরে ঘোষণা করা হবে।

টি২০ দল ঃ হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগজ, দীপ্তি শর্মা, আমনজ্যোৎ কাউর, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, স্নেহ রানা, রেণুকা সিং ঠাকুর, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, ভারতী ফুলমালি ও শ্রেয়াঙ্কা পাতিল।

ওডিআই দল ঃ হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগজ, দীপ্তি শর্মা, আমনজ্যোৎ কাউর, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, স্নেহ রানা, রেণুকা সিং ঠাকুর, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, হার্লিন দেওল ও কাশভি গৌতম।

'অপমানিত' বাবর, স্মিথ বললেন গুজব

বিগ ব্যাশে সিঙ্গলসের ডাক ফেরানো

সিডনি, ১৮ জানুয়ারি : বিগ ব্যাশ লিগে প্রতি ইনিংসের ১১ ও ১২ নম্বর ওভার হয়ে থাকে পাওয়ার সার্জ। এই সময়টা ৩০ গজ বৃত্তের বাইরে দুজনের বেশি ফিল্ডার রাখা যায় না। শুক্রবার সিডনি থান্ডারের বিরুদ্ধে সিডনি সিক্সার্সের বাবর আজম একাদশ ওভারে টানা তিনটি ডট বল খেলেন। এরপর চতুর্থ বলে সহজ সিঙ্গলস নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তা খারিজ করে দেন নন স্ট্রাইকারে দাঁড়ানো স্টিভেন স্মিথ। আর পরের ওভারেই স্মিথ চার ছক্কা সহ ৩২ রান তোলেন। যা সিক্সার্সের জয়ের রাস্তা গড়ে দিলেও খুশি হননি বাবর। ত্রয়োদশ ওভারে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক আউট হয়ে ফেরার সময় হতাশায় ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের দড়িতে আঘাত করেন। ড্রেসিংরুমে ফিরে নিজেকে বন্দি রেখেছিলেন বাবর। সতীর্থদের কাছে স্মিথের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল, স্মিথ অপমান করেছেন। সতীর্থরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও বাবর শোনেননি। সিক্সার্সের কোচ গ্রেগ শিপার্ডও বাবরের সঙ্গে কথা বললেও তিনি শান্ত হননি। খেলা শেষে দুই দলের ক্রিকেটারদের সৌজন্যমূলক করমর্দনের সময়ও বাবরকে সেখানে দেখা যায়নি। জানা গিয়েছে, তিনি দলের জয়ের উৎসবেও অংশ নেননি। সাজঘরেই বসে থাকেন পাকিস্তানের ব্যাটার।

ম্যাচের মাঝে বাবর আজমের সঙ্গে আলোচনায় স্টিভেন স্মিথ।

ম্যাচের পরই সেদিন স্মিথকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল, কেন তিনি সহজ সিঙ্গলস প্রত্যাখ্যান করেন? উত্তরে অজি ব্যাটারের মন্তব্য ছিল, 'ওভারের পর কথা হয়েছিল বাবরের সঙ্গে। কোচ-অধিনায়ক আমাদের জয়ের জন্য ঝাঁপাতে বলেছিলেন। একটা ওভার খেলতে চেয়েছিলাম। মাঠের যেদিকে ছোট, সেইদিকে শট খেলে রান তোলার পরিকল্পনা ছিল। ওই ওভারে ৩০ রানের মতো তোলার ভাবনা ছিল আমার। শেষপর্যন্ত মনে হয় ৩২ রান পেয়েছি।' স্মিথ আরও বলেছিলেন, 'আগের ওভারে খুচরো রান না নেওয়ায় বাবর মনে হয় খুশি হয়নি। যদিও আমি সঠিক জানি না।'

শুক্রবার আউট হয়ে ফেরার পর ব্যাট দিয়ে বাউন্ডারি লাইনের দড়িতে আঘাট করেন বাবার আজম।

সেদিন সিক্সার্সের ফিল্ডিংয়ের সময়ও ডেভিড ওয়ার্নারের স্ট্রেট ডাইভ বাউন্ডারিতে যাওয়া রুখতে ব্যর্থ হন বাবর। যা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন স্মিথ। পরে বাবরকে সরিয়ে স্মিথ সেই জায়গায় ফিল্ডিং করে বাউন্ডারি আটকান। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। বাবরের ফিল্ডিং নিয়ে স্মিথকে তখন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়।

রবিবার ব্রিসবেন হিটের বিরুদ্ধে সিক্সার্সের ম্যাচের আগে স্মিথের কাছে ধারাভাষ্যকার ইশা গুহ জানতে চান, বাবরের সঙ্গে তাঁর সমস্যা মিটেছে কি না? স্মিথ বলেছেন, 'কোনও সমস্যা নেই। একটু আগেই তো আমরা গল্প করছিলাম। আগের দিন বাবরও খুব ভালো ব্যাট করছিল। আমাদের জুটি ভালো হয়েছিল। আমরা সেই সময় গলফ নিয়ে কথা বলছিলাম।'

বিরাট ম্যাজিকের পরও সিরিজ কিউয়িদের

হর্ষিত রানাদের হতাশায় ডুবিয়ে ফের শতরান করলেন ড্যারিল মিচেল।

নিউজিল্যান্ড-৩৩৭/৮ ভারত-২৯৬ (৪১ রানে জয়ী নিউজিল্যান্ড)

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি : জ্যাক ফলকেসের শট বলটা মিড অনের দিকে ঠেলে দিয়ে দৌড় শুরু করলেন। দৌড়টা শেষ হতেই ব্যাটটা তুলে ধরলেন। পূর্ণ করলেন একদিনের কেরিয়ারের ৫৪ নম্বর শতরান।

আর তারপরই 'গম্ভীর' মুখে নতুনভাবে স্টান্স নিলেন। যার মধ্যে লুকিয়ে ছিল আগামীর শপথ। দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা। আরও রানের সংকল্প।

তিনি কিং। তিনি ক্রিকেট ঈশ্বর। তিনি মসিহা। তিনি বিরাট কোহলি (১০৮ বলে ১২৪)। টি২০, টেস্ট ছেড়েছেন অনেক মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে। শিবরাত্রির সলতের মতো এখন আঁকড়ে ধরেছেন একদিনের ক্রিকেটকে। বিরাট নিয়মিতভাবে তাঁর সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করছেন। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, কোচ গৌতম গম্ভীরকেও ভুল প্রমাণ করছেন। সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, পিকচার অভি বাকি হ্যায়।

ছবির যে এখনও অনেক বাকি, তা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে সংশয় নেই। পরিস্থিতি যত কঠিন হয়েছে, যতই কিং কোহলি সমালোচনার আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, ততই তিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এমন একটা উচ্চতা, যেখানে মানুষ পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বিরাট যে সেখানে পৌঁছে বসে রয়েছেন তাঁর সিংহাসনে। সেই সিংহাসন, যা ধরে টানাটানি শুরু করেছিলেন কোচ গম্ভীর।

কথায় বলে, সকাল দেখলে নাকি বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। ক্রিকেট নামক মহান অনিশ্চয়তার খেলায় এমন আপ্তবাক্য বড্ড বেমানান। কখন কোথা দিয়ে কী হয়ে যায়, কেই বা তার আগাম পূর্বাভাস করতে পারে। টসে জিতে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল নিউজিল্যান্ডকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন। প্রসিধ কৃষ্ণাকে বসিয়ে অর্শদীপ সিংকে খেলানোর সঠিক সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন শুভমান। আর শুরুতেই কিউয়িদের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও হেনরি নিকোলসকে ফিরিয়ে দিয়ে দারুণ শুরু করেছিলেন অর্শদীপ-হর্ষিত। কিন্তু তারপরও খেলার রং বদলে দিয়েছিলেন ড্যারিল মিচেল (১৩৭) ও গ্লেন ফিলিপস (১০৬)।

তাঁদের জোড়া শতরানের নজির ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। মিচেল-ফিলিপসের ২১৯ রানের পার্টনারশিপের সুবাদে নিউজিল্যান্ডের স্কোর পৌঁছে গিয়েছিল ৩৩৭/৮-এর বড় স্কোরে। সেই সময় চর্চায় ছিলেন নিউজিল্যান্ডের দুই ব্যাটার। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছিল টিম ইন্ডিয়া। চাপ কাটিয়ে মায়াবী শতরান করে দলের বিপত্তারিণী হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ বিরাট। তিনি ফিরতেই ম্যাচ ও সিরিজ নিউজিল্যান্ডের। ২৯৬ রানে শেষ ভারতের ইনিংস। ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের পর প্রথমবার একদিনের সিরিজের দখলও নিয়ে নিল কিউয়িরা।

মিচেল-ফিলিপসের শতরানের পরে তাঁদের ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য কিং কোহলির বাধ্য ছাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রথমে নীতীশকুমার রেড্ডি (৫৩) ও পরে হর্ষিত রানা (৫২)। দলকে ভরসাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও শেষরক্ষা হয়নি। নীতীশ-হর্ষিতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল হল, তাঁরা দুজনই কোচ গম্ভীরের মানসপুত্র। আশীর্বাদধন্য। কেন, কোন যুক্তিতে তাঁরা টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে নিয়মিত, তা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। দিন কয়েক আগে হর্ষিত তাঁর ব্যাটিং স্কিলের ঝলক দেখিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে অলরাউন্ডার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। এমন মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যে বিরাট মঞ্চে ব্যাটার হর্ষিতের ব্যাটে এমন আগ্রাসন দেখবে দুনিয়া, ভাবা যায়নি। বিরাট-নীতীশের ৮৮ রানের যুগলবন্দি ও কোহলি-হর্ষিতের ৯৯ রানের পার্টনারশিপ টিম ইন্ডিয়ার রান তাড়ার মূল ইউএসপি। আর সেটা হল এমন একটা দিনে, যেদিন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা (১১) রান পাননি। অধিনায়ক শুভমানও (২৩) ব্যাট হাতে ব্যর্থ। রান পাননি লোকেশ রাহুলও (১), শ্রেয়স আইয়ারও (৩)। তারপরও অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি।

কিন্তু বিরাট অসম্ভবকে সম্ভব করার মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন। নন স্ট্রাইকার এন্ডে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সতীর্থদের ব্যর্থতা। নিজেকে তৈরি করছিলেন। চেষ্টাও করলেন। ম্যাচ শেষে ঘামে সিক্ত বিরাটের মুখটা বড্ড প্রতীকী। মায়ায় ভরা। অতৃপ্তির গ্লানিতে ভর্তি। সঙ্গে দুই চোখে অপার বিস্ময়ও। যেন শরীরীভাষার মাধ্যমে বিরাট বোঝাতে চাইছিলেন, শতরান করলাম, তারপরও দলকে জেতাতে পারলাম না। বাকি ব্যাটাররা যদি আর একটু সক্রিয় হতেন।

বিরাট আক্ষেপটা শুধু কোহলির একার নয়, আসমুদ্রহিমাচলেরও। কারণ, কোচ গম্ভীরের জমানায় যেভাবে ঘরের মাঠে পরপর সিরিজ হারছে টিম ইন্ডিয়া, সেটা কোনও ভালো দলের জন্যই সঠিক ক্রিকেটীয় বিজ্ঞাপন নয়। এবার না কোচ গম্ভীরের চেয়ার ধরে পাকাপাকিভাবে টানাটানি শুরু হয়।

১০৮ বলে ১২৪। ওডিআইয়ে ৫৪ নম্বর শতরান করেও ভারতের সিরিজ হার আটকাতে পারলেন না বিরাট কোহলি। ইন্দোরে রবিবার।

শতরানের পর গ্লেন ফিলিপস।

রেফারির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ

মাঝপথেই দল তুলে নিল সুন্দরবন বেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : পেনাল্টি বিতর্কে ভিন্ন মেরুতে রেফারি ও লাইন্সম্যান। অসন্তোষে বেঙ্গল সুপার লিগে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই দল তুলে নিল সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি।

রবিবার ক্যানিং স্টেডিয়ামে বিএসএলের ম্যাচে মুখোমুখি হয় সুন্দরবন ও উত্তর চব্বিশ পরগণা এফসি। ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। ৫৮ মিনিটে এক গোলে এগিয়ে যায় নর্থ ২৪ পরগণা। এর কিছুক্ষণ পরই বিতর্কের সূত্রপাত।

সুন্দরবন বেঙ্গল অটোর পক্ষে একটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন সহকারী-রেফারি। তার প্রতিবাদ জানান উত্তর চব্বিশ পরগণার ফুটবলাররা। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত বদল করেন রেফারি। বাতিল হয় পেনাল্টি। অথচ লাইন্সম্যান তখনও সিদ্ধান্তে অনড়। যে কারণে সহকারী রেফারির সঙ্গে কথা বলছিলেন সুন্দরবনের ফুটবলাররা। তারইমধ্যে খেলা শুরু করে দেন রেফারি। সেই সুযোগে প্রতিআক্রমণ থেকে আরও একটি গোল তুলে নেয় উত্তর চব্বিশ পরগণার দলটি। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই দল তুলে নেন সুন্দরবনের কোচ মেহতাব হোসেন।

পরে যোগাযোগ করা হলে মেহতাব বলেন, 'আজ কী ঘটনা ঘটেছে সবাই দেখেছে। বিশেষ একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। চক্রান্তের শিকার বাকি দলগুলো। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একেরপর এক ম্যাচে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। আর আজ যা ঘটল তা নজিরবিহীন।' তিনি জানালেন, দল তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ম্যানেজমেন্টের। তারা এই সিদ্ধান্তও নিয়েছেন, এই ঘটনার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও ম্যাচ খেলবে না তারা।

> আজ কী ঘটনা ঘটেছে সবাই দেখেছে। বিশেষ একটি দলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। চক্রান্তের শিকার বাকি দলগুলো। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক ম্যাচে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। আর আজ যা ঘটল তা নজিরবিহীন।
>
> -মেহতাব হোসেন *সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র কোচ*

প্রথমবার বিজয় হাজারে ট্রফি জয় বিদর্ভের

বেঙ্গালুরু, ১৮ জানুয়ারি : ইতিহাস গড়ল বিদর্ভ। সৌরাষ্ট্রকে ৩৮ রানে হারিয়ে প্রথমবার বিজয় হাজারে ট্রফি জিতল তারা।

টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় সৌরাষ্ট্র। ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩১৭ রান সংগ্রহ করে বিদর্ভ। ওপেনার অথর্ব তাইদে ১১৮ বলে ১২৮ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দেন। আরেক ওপেনার আমন মোখাড়ে ৩৩ রান করেন। এই নিয়ে এবারের বিজয় হাজারে ট্রফিতে তাঁর মোট রান সংখ্যা হল ৮১৪। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক মরশুমে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছেন আমন। এদিন আমন ছাড়াও রান করেছেন যশ রাঠোর। তিনি ৬১ বলে ৫৪ রান করেন। বিদর্ভের অঙ্কুর পানোয়ার ৪ উইকেট নিয়েছেন। জোড়া উইকেট নেন চিরাগ জনি ও চেতন সাকারিয়া।

জবাবে শুরুতেই হার্ভিক দেশাই (২০) ও বিশ্বরাজ জাদেজা (৯) প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। প্রেরক মানকড় (৮৮) ও চিরাগ (৬৪) ছাড়া কেউ বিদর্ভের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। সৌরাষ্ট্রের ইনিংস ২৭৯ রানে শেষ হয়। বিদর্ভের বোলারদের মধ্যে নচিকেত ভুটে ও যশ ঠাকুর ৩টি করে উইকেট পেয়েছেন।

শুভমান গিলদের ওডিআই সিরিজ হারের দিনই কিউয়িদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সূর্যকুমার যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ। অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে রিঙ্কু সিং ও ঈশান কিষান। নাগপুরে রবিবার।

দল হিসেবে আরও উন্নতির ডাক শুভমানের

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি : টেস্টের পর এবার একদিনের সিরিজ। ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ড এখন অপ্রতিরোধ্য।

২০২৪ সালের শেষের দিকে কিউয়িরা টিম ইন্ডিয়াকে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছিলেন। সেই ক্ষত এখনও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। তার মধ্যেই এবার দেশের মাটিতে সেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে হার। ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমবার ২-১ ব্যবধানে একদিনের সিরিজ জিতে আবেগে ভাসছেন কিউয়িরা। টেস্ট সিরিজ জয়ের নেপথ্য কারিগর ছিলেন ড্যারিল মিচেল। একদিনের সিরিজের তিন ম্যাচে ৩৫২ রান করে তিনিই নায়ক। ম্যাচ ও সিরিজের সেরা ক্রিকেটারও। এহেন মিচেল ম্যাচ ও সিরিজ সেরার পুরস্কার নিয়ে বলেছেন, 'দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে আমি গর্বিত। পরিস্থিতির বিচারে গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে আমার পার্টনারশিপ ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। নিশ্চিতভাবেই কিউয়ি ক্রিকেটের স্মরণীয় জয়।'

মিচেলদের ইতিহাস গড়ার রাতে ভারতীয় শিবিরে শ্মশানের শূন্যতা। বিরাট কোহলি অসাধারণ শতরান করে দলকে দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সতীর্থদের থেকে তেমন সাহায্য পাননি। নীতীশ কুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানারা হয়তো কোহলির সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়েছেন। কিন্তু সেই পার্টনারশিপ দলকে ম্যাচ জেতাতে পারেনি। দেশের মাটিতে প্রথমবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ হারের পর হতাশায় ডুবে গিয়েছেন অধিনায়ক শুভমান গিলও। বিরাটভাই ও হর্ষিতের পারফরমেন্সে তিনি পজিটিভ দেখছেন ঠিকই। কিন্তু দলের সার্বিক ব্যর্থতার কথাও মেনে নিচ্ছেন। শুভমানের মনে হচ্ছে, দল হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার আরও উন্নতি করতে হবে। ঠিক কীভাবে সেই উন্নতির পথে যাবে টিম ইন্ডিয়া, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে শুভমান আজ ম্যাচ ও সিরিজ হারের পর একরাশ হতাশা নিয়ে বলেছেন, 'দল হিসেবে ভালো পারফর্ম করতে পারিনি আমরা। হতাশাজনক ক্রিকেট খেলেছি আমরা। দল হিসেবে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। সঙ্গে ক্রিকেটের সব বিভাগেই আরও ভালো করতে হবে আমাদের।'

আবেগে ভাসছেন মিচেল

বিরাট শতরানের পরও টিম হারছে, এমন নজির রয়েছে অতীতে। কিন্তু আজ নীতীশ-হর্ষিতের সঙ্গে পারফরমেন্সের সময় মনে হচ্ছিল, ভারত জিতবে। বাস্তবে সেটা হয়নি। কার্যত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে। শুভমানের কথায়, 'বিরাটভাইয়ের ছন্দ ও হর্ষিতের ব্যাটিং আমাদের বড় পাওনা। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের কথা ভেবে আমরা নীতীশকে সুযোগ দিয়েছি। ও চেষ্টা করেছে। কিন্তু সার্বিকভাবে আমাদের আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে।'

জয়ী রাইডার্স, ডায়নামাইটস

দেওয়ানহাট, ১৮ জানুয়ারি : দেওয়ানহাট প্রিমিয়ার লিগে রবিবার ডায়নামাইটস ৪ রানে হারিয়েছে অযোধ্যা ইলেভেনকে। ডায়নামাইটস প্রথমে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দেবাশিস চন্দর অবদান ১৯ রান। জবাবে অযোধ্যা ৮৬ রানে অল আউট হয়। দেবাশিসের শিকার ৩ উইকেট।

পরে অ্যাগ্রেসিভ রাইডার্স ৭ উইকেটে জিতেছে সরকার লায়ন্সের বিরুদ্ধে। লায়ন্স প্রথমে ৯ উইকেটে ৬১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা উদয় দেব ৩ উইকেট নেন। জবাবে রাইডার্স ৭.২ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের রান তোলে।

তৃতীয় ম্যাচে ড্যাশিং ইলেভেন ৬ রানে হারিয়েছে রুথলেস স্ট্রাইকার্সকে। ড্যাশিং প্রথমে ৭ উইকেটে ১১৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অর্ক পণ্ডিত রেখে এসেছেন ৭২ রান। জবাবে রুথলেস ১০৭ রানে আটকে যায়।

শেষ ম্যাচে ইমপ্যাক্ট ইগনাইটার্স ১১ রানে হারিয়েছে নাইট রাইডার্সকে। ইগনাইটার্স প্রথমে ৯ উইকেটে ৮৩ রান তোলে। জবাবে রাইডার্স ৭২ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা রাজর্ষি রায় ২ উইকেট নেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন উদয় দেব। ছবি : তুষার দেব

রানার্সের ট্রফি নিচ্ছে শালডাঙ্গা সুপার সিক্স। ছবি : তুষার দেব

ভলিবলে সেরা নাট্য সংঘ

দেওয়ানহাট, ১৮ জানুয়ারি : জিরানপুর ইয়ং স্টার ক্লাবের ৮ দলীয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার নাট্য সংঘ। ফাইনালে তারা ২০-১৩, ১৮-২০,২০-১৯ পয়েন্টে শালডাঙ্গা সুপার সিক্সকে হারিয়েছে। নাট্যর রবিজিৎ বর্মন ফাইনালের সেরা ও শালডাঙ্গার খুরশিদ আলম প্রতিযোগিতার সেরা হন। এদিন সকালে ইয়ং স্টার ক্লাব আয়োজিত সিনিয়ারদের ২ কিমি রোড রেসে প্রথম হয়েছেন শুভজিৎ সরকার। দ্বিতীয় ধনঞ্জয় বর্মন এবং তৃতীয় অমিত বর্মন। অন্যদিকে জুনিয়ারদের রোড রেসে প্রথম মিরাজ মণ্ডল। আলামিন হোসেন ও আকাশ সরকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে।

উত্তরের খেলা

সেরা রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব

ইটাহার, ১৮ জানুয়ারি : হাজি মেহতাব-জরিনা ট্রফি ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব। ইটাহারের সুবর্ণপুরে আয়োজিত প্রতিযোগিতার ফাইনালে রায়গঞ্জ ৩-০ গোলে হারিয়েছে হিলি আদিবাসী ক্লাবকে। প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্যোক্তা মোজাম্মেল হক বলেছেন, 'গ্রামের ছেলেমেয়েদের খেলায় উৎসাহ দিতে আমরা গত ২২ বছর ধরে এই খেলার আয়োজন করছি।'

ট্রফি নিয়ে টাউন ক্লাবের 'এ' দল। ছবি : অমিতকুমার রায়

চ্যাম্পিয়ন টাউন ক্লাব 'এ'

হলদিবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি : হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের ৪ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল টাউন ক্লাব 'এ' দল। ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে হারিয়েছে টাউন ক্লাব 'বি' দলকে। টসে হেরে 'বি' দল ২০ ওভারে ৮১ রান করে। রাজদীপ দাসের শিকার ২০ রানে ৪ উইকেট। জবাবে 'এ' দল ১৩ ওভারে ৬ উইকেট ৮২ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা রুদ্রজিৎ বণিক ৩৪ রান করে। পুরস্কার তুলে দেন ক্লাব সচিব পঙ্কজ সরকার, মন্টু রায়, অশোক চক্রবর্তী।

জয়ী বোঞ্জার

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৮ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে রবিবার বোঞ্জার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১০ উইকেটে জিতেছে চিলাখানা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। পুন্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে চিলাখানা ২০ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। সৌম্যদীপ সাহার অবদান ১৭ রান। ম্যাচের সেরা দেবব্রত রায়ের শিকার ১৩ রানে ৪ উইকেট। জবাবে বোঞ্জার ৯.২ ওভারে বিনা উইকেটে ৫১ রান তুলে নেয়। হর্ষ গুহ ২৮ রানে অপরাজিত থাকে।

ম্যাচের সেরা দেবব্রত রায়। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ম্যাচের সেরা প্রীতম মালাকার। ছবি : তাপস মালাকার

ফাইনালে ২০১০

নিশিগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল লেজেন্ডস ২০১০ ব্যাচ। রবিবার সেমিফাইনালে তারা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ডেক্যাড ডমিনেটর্স ২০১১ ব্যাচকে। টসে হেরে ডমিনেটর্স ৮ উইকেটে ৮৬ রান করে। জবাবে লেজেন্ডস ৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ৮৭ রান তুলে নেয়। প্রীতম মালাকার ৪৯ রান করে ম্যাচের সেরা হন। বুধবার ফাইনালে লেজেন্ডসের প্রতিপক্ষ আনবিটেন ২০১৬ ব্যাচ।

রোড রেস ২৩ জানুয়ারি

তুফানগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ জানুয়ারি। তারই অঙ্গ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি রোড রেস হবে। ভাটিবাড়ি থেকে শুরু হয়ে ২০ কিমি দৌড় শেষ হবে তুফানগঞ্জ এসএসএ ময়দানে। ক্রীড়া সংস্থার সচিব চানমোহন সাহা জানিয়েছেন, দৌড়ে নাম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২ জানুয়ারি রাত ১০টা। প্রথম পুরস্কার ১৪ হাজার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৯ হাজার এবং তৃতীয় পুরস্কার ৬ হাজার টাকা। আরও সাত জনকে ১ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম মনিত

দিনহাটা, ১৮ জানুয়ারি : ভদ্রেশ্বরে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যোগাসন প্রতিযোগিতায় ছেলেদের ৬-১০ বছর বিভাগে প্রথম হয়েছে মনিত বর্মন। একই বিভাগে নবম হয়েছে দিনহাটার সৌহার্দ্য বিশ্বাস। মেয়েদের ৬-১০ বছর বিভাগে মেঘলা রায় বর্মন চতুর্থ হয়েছে। এরা সকলেই দিনহাটা মহামায়া পাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সভাপতি দিলীপকুমার দে জানিয়েছেন, মনিতরা ফিরে এলে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

রামভোলার লিগে জয়ী ২০০৬, ২০২০-'২১

কোচবিহার, ১৮ জানুয়ারি : রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের রামভোলা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ২০০৬ প্রাক্তনী ৭১ রানে হারিয়েছে ২০০৮ প্রাক্তনীকে। স্কুলের মাঠে ২০০৬ টসে জিতে ১২ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সুজয় তন্ত্রী ৫৫ রান করেন। ২০০৮ জবাবে ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৯১ রানে আটকে যায়। অরূপকুমার ধরের অবদান ৪৬ রান। কৌশিক পান্ডার শিকার ২০ রানে ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে ২০২০-'২১ প্রাক্তনী ৮ উইকেটে জিতেছে ২০১১ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে। ২০১১ টসে হেরে ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৬ রান করে। পার্থ মোদক ২৮ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা লোকনাথ মালাকার ৫০ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। ভালো বোলিং করেন রাজ রজকও (২০/২)। ২০২০-'২১ জবাবে ১০.২ ওভারে ২ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। সৌরভ ঘোষের অবদান ৩৮ রান।

ম্যাচের সেরা সুজয় তন্ত্রী (বাঁয়ে) ও লোকনাথ মালাকার। -শিবশংকর সূত্রধর

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা বিলিয়াম ঈশ্বরারী - কে **21.10.2025** তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির **3 4 E 94324** নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা এক কোটি টাকা জেতার এত চমৎকার উপায় রেখেছেন। কয়েকটা দশ টাকা খরচ করেই এটি সম্ভব হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।